সতী মালাবতী ।

প্রথম সংস্করণ ।

রাম রোহিম না জুদা করো, দিলমে সাঁচ্ছা রহো ।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো, দুনিয়া দারি দেখো ॥”

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত
(প্রণীত)

বরাহনগর ।
: ১৩৩০

মূল্য ১৲ টাকা ।

Printed by B. B. Chakravarty.
Lakshmibilas Electric Printing Works,
11, Narkel Bagan Lane, CALCUTTA.

শক্তি স্তোত্র।

প্রণমী মা শৈল সুতে, শশাঙ্ক বরণি
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা জগন্ময়ী তুমি
ব্রহ্মময়ী সনাতনি ও মা ত্রিনয়নী
কেমনে করিব পূজা অজ্ঞান যে আমি ॥

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—ভব দুখ হরা
সারাৎসারা পরাৎপরা তুমি মহামায়া
পদ্মাসনা পদ্মালয়া তুমি ভব দারা
গিরীশে দেগমা তারা দেগো পদছায়া ॥

দানব দলনি ও গো মৃত্যুঞ্জয় জায়া
মহিষ মর্দ্দিনী তুমি অসুর নাশিনী
শাকম্ভরী দিগম্বরী—ভ্রামরী অভয়া
গিরীশে কর মা দয়া ও গো ভববাণী ॥

জানিনা মা কেন হল এত আকিঞ্চন
তব শক্তি গুণ গাথা করিতে রচনা
গিরিচূড়া লঙ্ঘিবারে পঙ্গুর মনন
কৃপা করি গিরীশের পুরা মা বাসনা ॥

এ হেন দুরাশা মনে কেন মা আমার
কোথা হতে কে আমারে দিল হেন আশা,
শক্তি সিন্ধু উত্তরিতে দিয়ে মা সাঁতার
গিরীশে দেগো মা তারা দেগমা ভরসা।

(ওমা) বন্ধু সবে বলে মোরে—নাস্তিক প্রধান
তবে কেন মনে পড়ে সদা দুর্গানাম
তবে কেন লাগে কর্ণে সুধার সমান
ওমা দুর্গে তোর ওই মধুমাখা নাম।

যখনি রচিতে যাই তব গুণ গাথা
তখনি গো মা আমার চক্ষে আসে জল
লেখনি না চলে আর, প্রাণে পাই ব্যথা
অশ্রুজল বিনা মোর কি আছে মা বল॥

আমি যে মা তব মন্ত্রে হইছি দীক্ষিত
সাকারা ভাবি মা তোরে তুই নিরাকারা
পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমি নহি মা শিক্ষিত
চরণ ভাবিমা তোর হোয়ে আত্মহারা।

দেগোমা দেগোমা দুর্গে, দেগো শক্তি মোরে
প্রাণ ভোরে গাইতে সে মধুমাখা নাম
যে নাম স্মরিলে মোর, সদা আঁখি ঝরে
আময় জড়িত তোর সেই দুর্গা নাম।

দে গোমা, দে গোমা মোরে, দে গোমা পাষাণী
ভক্তি সুধা ঢেলে দেমা পাষাণ হৃদয়ে
পাষাণ হৃদয় মোর ওগো ত্রিনয়নী।
গিরীশে কর মা দয়া পদছায়া দিয়ে॥

লেখরে লেখনি মোর শক্তি গুণ গাথা
প্রাণ ভরে গাও প্রাণ মধুমাখা নাম
তারা নাম, দুর্গানাম, যাহে আছে গাঁথা
গিরীশের বড়ংপ্রিয় হয় দুর্গা নাম।

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত

উৎসর্গ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাশীপুর কলিকাতা।

ভাই বৃন্দাবন!

বাল্য বন্ধু তুমি হে আমার,
আশৈশব আমরা দুজনে থাকি একত্রেতে,
বিমল আনন্দে কাটায়েছি কাল।
দুজনে দুইজনার হইয়ে সহায়, উপেক্ষিয়া ছয় রিপুর
নানা প্রলোভন, ফাঁকি দিয়া যৌবন কালেবে,
সহ্য করি সংসারের সুখ দুঃখ কত;
হাস্য পবি হাসে প্রৌঢ় বস্থা করি অতিক্রম;
প্রায় বার্দ্ধক্যে উপস্থিত মোরা দুই জনে।
ভাই মনে পড়ে; একদিন তোমারি বাড়িতে বসে,
শুনেছিলাম তব মুখে, গেয়ে ছিলে তুমি,
তোমার সে মধুর কণ্ঠে, সঙ্গীত শাস্ত্রেতে
যে ভাই হও বিজ্ঞ তুমি।
"যদি জন্মে জন্মে তরে জীব নিজ কর্ম্ম ফলে,
তবে তারা কোন্ দলিলে নিস্তারিণী নাম ধরিলে?"
শুনি তব মুখে সেই গান, সংসারের ভীষণ চক্রে
মর্দ্দিত মানস আমার, পড়ি ভাবনা সাগরাবর্ত্তে
ডুবিল অতল জলে। থাকিয়ে সংসারে, বদ্ধ হোয়ে
ঘোর মায়া জালে, হেন কি কর্ম্ম করেছি আমি,
যাহে ত্রাণ পাব শেষের সে দিনে।
তবে কি নাহিক দলিল মায়ের আমার, নিস্তারিণী
নাম ধরিবারে? এইরূপে যায় কিছুদিন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পরিপূর্ণ আশে,

ইচ্ছাময়ী মা আমার, উৎকট বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী
করিলেন মোরে। দিবা রাত্র সহ্য করি অসহ্য যন্ত্রণা,
একদিন নিদ্রার আভাস মাত্র এসেছিলো নয়নে আমার,
হেন কালে মা আমার,
লক্ষ্মী স্বরস্বতী কার্ত্তিক আর গণদেবে লোয়ে,
হর কোলে বসি, স্বপনেতে দিয়া দরশন.
"চরণ দেখায়ে" তাঁর, বলিলেন মোরে,
এই দলিলে তরাই সে জীবগণ সবে।
সে কাবণে নিস্তারিণী নাম, ধরিয়াছি আমি।
আমি শক্তি আমি কার্য্য, আমি হই সব।
আমারি মায়ায় বদ্ধ জগৎ সংসার।
শুনিয়া সে অভয় বাণী মায়ের আমার,
নিদ্রাভঙ্গ হলো মোর। প্রাণ ভরে মা মা বলে ডাকি,
প্রণাম করিনু চরণে তাঁহার।
তদবধি প্রকাশিতে মায়ের মহিমা, ইচ্ছা হলো মোর।
তাই ভাই, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পূরাণের মালাবতী উপাখ্যানেব
ছায়ামাত্র অবলম্বন করি, রচিয়া সে শক্তি গুণ
গাথা মায়ের আমাব,
সতী মালাবতী নাম দিয়াছি তাহার।
ভাই বৃন্দাবন! করিতে স্মরণ অজ্ঞান বন্ধুরে,
বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ সতী মালাবতী পুস্তক আমার,
তব করে করিনু অর্পণ।

শ্রীশরতচন্দ্র মৈত্রে।

ভাই শরত! তোমারি উৎসাহে, তোমারি যত্নেতে
ব্রতি আমি হইয়াছি রচিতে সে শক্তি গুণ গাথা।

তোমাদের গিরীশ।



শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত।

সতী মালাবতী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্ম পুরী।

(রত্ন সিংহাসনোপরি ব্রহ্মা উপবিষ্ট।)

ব্রহ্মা — (স্বঃ) ওঁ নারায়ণায় নমঃ। নারায়ণ।
অপার মহিমা তব না পারি বুঝিতে,
বুঝিবার শক্তি প্রভু নাহি দেছ মোরে।
যুগ যুগান্তর হতে তপস্যা করিয়ে, নারিনু
জানিতে, কে যে পিতা, কে যে মাতা।
জানি মাত্র, তোমারি ইচ্ছায়, ইচ্ছাময়
জনম আমার নাভি সরোবরে তব।
তোমারি ইচ্ছায় বার বার কত বার,
সৃজন করিয়াছি এই জগৎ সংসার।
(আবার) তোমারি ইচ্ছায় আমারি সৃজিত সৃষ্টি
তোমাতেই কতবার দেখিয়াছি লয়।
ব্রাহ্মকল্পে, মধুকৈটভের মেদে মেদিনী নির্ম্মাণ,

বারাহ কল্পেতে উদ্ধৃত মেদিনীর সৃষ্টি পুনর্ব্বার,
পাদ্মকল্পে হরি! বসি নাভি পদ্মে তব,
সৃজিয়াছি আর বার এতিন সংসার।
বসিয়া সে প্রস্ফুটিত নাভি পদ্মে তব
ভেবেছিনু মনে, কে আমি, কি কারণে, কোথা হতে
আসিলাম হেথা। কেনই বা নয়ন মুদিলে—
ও পাদারবিন্দ বিনা অন্য কিছু না পাই দেখিতে।
সকলি তোমার ইচ্ছা, ওহে ইচ্ছাময়।

বেদমাতা গায়ত্রী ও ধর্ম্মের আগমন।

উভয়ে—নমঃ প্রজাপতয়ে নমঃ।

ব্রহ্মা—কেন মা গায়ত্রী, কেন ধর্ম্মরাজ!
হেন অসময়ে, কি হেতু আসিয়াছ
এ ব্রহ্মপুরেতে! তোমরা উভয়ে আছত কুশলে?
উত্তর প্রদানে, বিরত কেন তোমরা দুজনে?

ধর্ম্ম—কি আর কহিব দেব, অগোচর আছে কিবা
তব। পালিতে আদেশতব, ধরা মাঝে—
করি বাস তিন যুগ হতে।
আরত পারিনা দেব, তিষ্টিতে সে মর্ত্তভূমে।
কলির প্রতাপে, অধর্ম্ম করেছেক্ষমতা বিস্তার।
ধর্ম্মাধর্ম্মের না করি বিচার, অধর্ম্মেরে
সবে, হৃদয়ে দিয়েছে স্থান।
সতীত্ব রতনে সতী দিয়া বিসর্জ্জন,
ভ্রূণ হত্যা ব্যভিচারে হইয়াছে রত।
লজ্জা করে উচ্চারিতে দেব,

রাখিতে যৌবন স্থির, বিরত সর্ব্বদা মাতা—
স্তন দানে আপন সন্তানে।
ধন উপার্জ্জন আশে শিক্ষা, দীক্ষা, নাহি দেয় পিতা
আপন সন্তানে।
সামান্য অর্থের লাগি শ্রীমুখ নিসৃত
বেদ বিধি বিক্রয় করিছে ব্রাহ্মণ সকল।
ওঁঙ্কার না উচ্চারিত হয় কভু ব্রাহ্মণের মুখে।
হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত নাহি হয় কোথা।
নাহি মানে কেহ তব জাতি গত ভেদ।
খাদ্যাখাদ্যের কেহ, না করে বিচার।
ধন মদে মাতি সবে, দয়া দাক্ষিণ্যে দিয়া বিসর্জ্জন
সবে ম্লেচ্ছাচারে হইয়াছে রত।
দেব দেবী নাহি মানে, ত্রিসন্ধ্যা নাহি করে।
দিনান্তেও একবার তব নাম নাহি লয় মুখে।
মিথ্যা শঠতা তাদের হইয়াছে অঙ্গের ভূষণ।
যাগ যজ্ঞ কেহ নাহি করে, দ্যূত ক্রীড়া মদ্যপান
হইয়াছে আদরের ধন।
তুচ্ছ করি তব দত্ত জাতিগত বংশ গত মান
ম্লেচ্ছের নিকটে অর্থ দিয়ে ক্রয় করে—
আপন সম্মান।
গাভী সব দুগ্ধ হীনা, বসুন্ধরা শস্য হীনা
হইয়াছে এবে।
অন্য পরে কিবা কথা
পিতা পুত্রে নাহি আছে মিল!

শিখা ফোঁটা নাহি রাখে, ত্রিবলীরত
চিহ্নমাত্র নাই।
নামাবলি, বামাবলি, নাহি কোন ব্রাহ্মণের
গায়।
শুনে হাসি পায় দেব। গর্ব্বিত মানব
তব অস্তি, তব সৃষ্টি না করি স্বীকার,
প্রতিপন্ন করিবারে চায়,
জগৎ সৃষ্টি আপনা হইতে।
দুঃখ হয় মোর কুণ্ঠিত মানব নিজ--
পরিচয় দানে ; লজ্জা বোধ করে পিতৃ
নাম উচ্চারণে!
হে দেব! হে ব্রহ্মণ!
মনে হয় মোর ;
ধরার মানব নহে সৃজিত বিধির।
এক অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে
ধরা মাঝে এবে।
(স্বঃ) আরেরে মানব! বিশ্ব নিয়ন্তার—
অস্তিত্ব লোপে প্রয়াস তোদের?
ব্রহ্মা---সম্বর! সম্বর! ক্রোধ ওহে ধর্ম্মরাজ,
ক্রোধ বশে, অভিশাপ দিওনা কাহায়।
মা গায়ত্রী! বক্তব্য আছে কিবা তব?
গায়ত্রী—কন্যা তব আমি, বেদ মাতা বলি—
বিখ্যাত ভুবনে চিরকাল।
ছিনু সুখে তব কণ্ঠে এই ব্রহ্ম পূরে

বহু কাল হতে, ওঁঙ্কার রূপিণী আমি।
বিদিত না ছিনু পূর্ব্বে কোথা মর্ত্তলোক।
শ্রীমুখ নিসৃত পুত্রগণ বহুকাল হতে
করি আরাধনা তব, দেবের দুর্ল্লভ
যজ্ঞোপবীত সহ পেয়েছিলো অভাগীরে
সেই কালে, বরে ছিলেন মোরে,
মা গায়ত্রী। ত্রিসন্ধ্যা পূজবে তোমার
মম পুত্রগণ মাতৃসম।
তিন যুগ হতে পূজিতা ছিলাম আমি,
তব বংশধরগণ হতে সেই মর্ত্তভূমে।
এবে বলিতে মোর দুঃখের কথা চক্ষে আসে জল।
কলির প্রতাপে পিতঃ! অনন্ত করেছে আশয়
তব বংশধরগণে। দিনান্তেও একবার
মম নাম নাহি লয় মুখে।
পিতঃ! আজ্ঞাছিল তব, মোর পাঠে,
খণ্ডিতে সে তব, বংশধরগণে শত শত মহাপাপ
হ'তে,
একবার যে মম নাম করিবে স্মরণ।
হায়! হায়! দেব! এবে সব বিপরীত,
মোর নাম দূরে থাক্, তব দত্ত দেবের দুর্ল্লভ
সেই যজ্ঞোপবীত, অগ্নি জ্বালি তবোদ্দেশে
করে প্রত্যর্পণ ঘৃণা সহ।
অধিক কি কব দেব, হাটে, মাঠে, ঘাটে—
বিক্রিত হতেছে সেই দেবের দুর্ল্লভ যজ্ঞোপবীত।

ছি! ছি। ছি! ছি! (স্বঃ) আরেরে ব্রাহ্মণগণ এত অহঙ্কার,
নাহি মান গায়ত্রী মাতারে ?

ব্রহ্মা—কি কর কি কর গায়ত্রী!
ক্রোধ বশে অভিশাঁপ দিওনা মা
মোর বংশ ধরগণে।
তুমি শাঁপ করিলে প্রদান,
রক্ষা করিবারে নাহিক শকতি আমার।
(স্বঃ) অষ্টাদশ মন্বন্তর হলোকি পতন ?
অষ্ট গ্রহের হলো কি মিলন ?
সপ্তর্ষি মণ্ডল, এবে কোন নক্ষত্রে আছে অবস্থিত ?
ওঃ নিশ্চয় কলি করেছে প্রবেশ
ধরা মাঝে।
(প্রঃ) শুন শুন মা গায়ত্রী, শুন ধর্ম্মরাজ।
বুঝিলাম কলি যুগের হয়েছে বিস্তার—
ধরামাঝে।
ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন। সর্ব্ব কার্য্য—
সময় সাপেক্ষ জানিও নিশ্চয়।
মম পুত্র নারদ সুমতি, মম শাঁপে
শিব বরে গন্ধর্ব্ব যোনিতে জন্ম লইবে সে ভবে.
উপবর্হন নামে খ্যাত হবে ধরামাঝে।
পরম বৈষ্ণব পুত্র মোর,
তাই নারায়ণ, তার শাঁপ বিমোচন আসে,
কৌশিকী নদীর তীরে দেখা দিবে তারে ;
দুর্গতি খণ্ডিতে মানবসবার,

পুনঃ শাপ দিব তারে আমি পুস্কর তীর্থেতে ;
শূদ্রযোনিতে পুনঃ জন্মিবে নারদ ধরামাঝে।
বিলাইবে সে হরি নাম চারিদিকে,
ধর্ম্মের জয় গাইবে সে দিবারাতি।
হরিনামের প্রভাবে, অধর্ম্ম পালাবে দূরে,
স্তম্ভিত হইয়ে কলি, নারিবে সে বিস্তরিতে
ক্ষমতা তাহার। সত্য ও ধর্ম্মের ক্ষীণালোক
দেখা দিবে পুনঃ মর্ত্তভূমে।
পুনঃ শাস্ত্রের হইবে আদর। পুনঃ বেদ বিধি
মানিয়া চলিবে মানব ; আবার আমার
অস্তিত্ব পুনঃ স্বীকার করিবে, দয়া মায়া
পুনঃ দেখা দিবে ধরামাঝে। আবার সতীর সতীত্ব
উজালিবে ধরা। আমার প্রদত্ত যজ্ঞোপবীতের
মান, দ্বিগুণ বাড়িবে মর্ত্তভূমে ;
অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষ ব্যর্থ নাহি হবে পুনঃ।
আর এক গুহ্য কথা বলি, শুন ধর্ম্মরাজ !
শুন মা গায়ত্রী !
পূর্ণায়ু হইয়াছে পাপিষ্ঠ কলির ;
অবশিষ্ট আছে মাত্র কিছু জীবনের,
ঠিক পূর্ণ হলে কাল, ধরামাঝে শম্ভোলি
গ্রামেতে, বিষ্ণু যশা নামে ব্রাহ্মণের গৃহে,
কল্কিরূপে জন্মিবেন হরি নারায়ণ।
কল্কি অবতার এই নাম ধরি,
কলিরে করিবে সংহার ॥

এবে যাও ধর্ম্মরাজ, যাও মা গায়ত্রী,
আর কিছুদিন তোমরা উভয়ে, থাক কষ্ট সহি।
ভয় নাই ভয় নাই জানিও নিশ্চিত।
যাই আমি এবে, দে'খ কোথা
হরি ভক্ত পুত্র মোর। যাই আমি এবে
পুষ্কর তীর্থেতে জয় নারায়ণ?

উভয়ে—জয় পদ্মযোনী।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্কর তীর্থ।

(তপস্যা হেতু গন্ধর্ব্বরাজের আগমন)

রাগিনী ইমনকল্যাণ তাল সুরফাঁকতা।

গন্ধর্ব্বরাজ—(গীত গাইতে গাইতে আগমন)

হর হর শঙ্কর, দেব দিগাম্বর।
বিভূতি ভূষিত কলেবর॥
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্;
বম বম বম্ বম্ বম্।
জয় ভূত ভাবন বৃষভ বাহন,
জয় জয় অনাদি কারণ হে।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্;
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্।

জয় গঙ্গাধর, শশাঙ্ক শেখর,
জটা জুটধারী মহেশ হে।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্;
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্।

হাড় মাল গলে, ফন্ ফন্ ফনি দোলে
(পায়ে) রুনু ঝুনু নূপুর বাজিছে হে।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্;
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্।

এইত সেই পূণ্যক্ষেত্র পুষ্কর তীর্থ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হয় প্রিয়স্থান।
যুগ যুগান্তর হতে, তপস্যা করিয়ে,
হইয়াছে সিদ্ধ মনস্কাম।
আমার কামনা কেন সিদ্ধ নাহি হবে?
নারায়ণ! ধন রত্ন আদিকরে সকলি দিয়েছ
মোরে; পুত্র রত্নে কেন মোরে করেছো বঞ্চিত?
পুত্র কামনায় এসেছি হেথায়,
জানিনা অদৃষ্টে কি আছে আমার।
নিভৃত, নির্জন এস্থান,
এইখানে বসি আরাধিব দেব মহেশ্বরে।
সংসারের সার পুত্রধনে যে জন বঞ্চিত,
জীবনেতে সুখ কিবা তার।
পুন্না মক নরকেতে স্থান তার চিরকাল।

মনস্কামনা পূর্ণ যদি নাহি হয় মোর,
নাহি যাব ঘরে ফিরি আর।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ—শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শিব শম্ভো!
গন্ধর্ব্বরাজ। কি কারণে আসিয়াছ হেথা?
তীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় এ পুষ্কর।
তীর্থরাজ বলি তাই জগতে বিখ্যাত।
কিবা মনোবাঞ্ছা তব? যে আশায় যে আসে
হেথায়, মনবাঞ্ছা পূর্ণ তার হয়।

গন্ধর্ব্বরাজ—মুণিবর! তব বাক্য যেন মিথ্যা নাহি হয়।

বশিষ্ঠ—মোর বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হবে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব হইবে নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্বরাজ! বল বল মোরে,
বিষাদের ছায়া কেন বদন মণ্ডলে?

গন্ধর্ব্বরাজ—মুণিবর! পুত্রধনে বঞ্চিত অধম।
তাই পুত্র কামনায় আসিয়াছি হেথা
আরাধিতে দেবমহেশ্বরে।

বশিষ্ঠ—(স্বঃ) জানি আমি সব, তাই আসিয়াছি হেথা
দীক্ষা দিতে পুত্রার্থী গন্ধর্ব্বে।
শাঁপভ্রষ্ট নারদ, পুত্ররূপে জন্মিবে এই গন্ধর্ব্বরাজের,
উপবর্হন নামে খ্যাত হবে ধরা মাঝে।
মালাবতী সতী, স্বামীরূপে বরিবে তাহারে।
কাঁদাইয়া এই তীর্থে, শাঁপমুক্ত হইবে নারদ।
(প্রঃ) গন্ধর্ব্বরাজ! সত্য যদি—

পুত্রার্থে মহেশ্বরে কর আরাধনা,
দীক্ষা বিনা সেই কার্য্য হবেনা সাধিত,
স্নান করি এই পুণ্য তীর্থ জলে,
দীক্ষা লহ মোর ঠাই।

গন্ধর্ব্বরাজ—মুনিবর! তব আজ্ঞা শিরধার্য্য মোর, (প্রস্থান)

বশিষ্ঠ—এস ত্বরা করি। (স্বঃ) নারায়ণ!
সকলি তোমার ইচ্ছা, কখন কাকে
হাঁসাও, কখন কাকে কাঁদাও,
কখন কাকে রাজরাজেশ্বর কর,
কখন রাজরাজেশ্বরকে পথের ভিখারী কর,
আমি কীটানু কীট তব মায়া কেমনে
বুঝিব হরে।
শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শিব শম্ভো।

(স্নান করণান্তর গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া গন্ধর্ব্বরাজের পুনরাগমন)।

গন্ধর্ব্বরাজ—কিবা আজ্ঞা দাসে?

বশিষ্ঠ—গন্ধর্ব্বরাজ! যোগাসন করি, সংযত চিত্তে উপবেশন কর এইস্থানে।

গন্ধর্ব্বরাজ—(তদ্রূপ করণ)

বশিষ্ঠ—একবার সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরি মধুসূদনকে করবে স্মরণ।
তাঁহাকে স্মরণবিনা বাহ্যাভ্যন্তর সুচী কভু নাহি হয়।
এবে দীক্ষা করসে গ্রহণ। (কর্ণে মন্ত্র প্রদান)
এই নবাক্ষর বীজমন্ত্র দিলাম তোমায়,
এই মন্ত্রে কর আরাধনা দেবমহেশ্বরে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব।

গন্ধর্ব্বরাজ—(প্রণাম করণ) প্রণিপাত করি মুনিবর,

তব আশীর্ব্বাদে যেন পুরে মনোবত।

বশিষ্ট—আসি তবে গন্ধর্ব্বরাজ, আশীর্ব্বাদ, করি মনোভীষ্ট বব পাইবে সত্বব।

শিব শম্ভো! শিব শম্ভো। শিব শম্ভো!

(প্রস্থান)

গন্ধর্ব্বরাজ—(স্বঃ) দেখি কত দিনে দেখা দাও মহেশ্বর।

(ধ্যানমগ্ন)

(মহাদেবের আবির্ভাব)

মহাদেব- গন্ধর্ব্ববাজ! গন্ধর্ব্বরাজ।

গন্ধর্ব্ববাজ—(ধ্যানভঙ্গে স্তব)

জয় ভবতাবণ——অনাদি কাবণ—

ভব ভয় হারণ কারণ হে—

জয় দেবাদিদেব—তুমি মহাদেব—

বিশ্ব-সংহাব কারণ হে।

জয় অসুবারি—জয় ত্রিপুবারি—

জয় জয় পিনাকধারী হে।

দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত—মুনিগণ সেবিত—

রিপুগণ বন্দিত—সুপূব স্তম্ভিত

ভক্তেব প্রার্থিত তব ও পদাম্বুজ—

দেহিমে দেহিমে দেহিমে সত্বর।

মহাদেব—গন্ধর্ব্বরাজ! সন্তোষ হয়েছি আমি তব আরাধনে।

মনোভীষ্ট বর এবে করহে গ্রহণ।

গন্ধর্ব্বরাজ—বর যদি দেবে মোরে ওহে দয়াময়!

তবে, "হরিভক্তপুত্র ও হরিভক্তি"
এই দুই বর মোরে দাও মহেশ্বর।

মহাদেব—হেন অসম্ভব কথা কেন বল গন্ধর্ব্বরাজ।
হরিভক্তপুত্র দিতে পারি, হরিভক্তি
দিতে নাহি পারি।
হরিভক্তি দেবেরও দুর্লভ।
ব্রহ্মাদি দেবগণ অদ্যাবধি পায় নাই যাহা
আমি কেমনে দিব তা তোমারে।
হরিভক্ত পুত্র তুমি পাইবে অচিরে।
যুগযুগান্তর হতে তপস্যা করিয়ে—
হেন দুরারাধ্য, দুজ্ঞেয়, দুর্লভ হরিভক্তি
আমি করেছি সঞ্চয়; হেন হরিভক্তি
তুমি কেমনে পাইবে তা বল।

গন্ধর্ব্বরাজ—হেন নিদারুণ কথা কেন বল মহেশ্বর,
দর্শন পাইয়া তব, হরিভক্তি নাহি যদি পাই,
তবে জানিলাম, বৃথা মোর তপস্যা, বৃথা মোর—
আরাধনা। দেখি মহেশ্বর মনোভীষ্ট বর
তুমি দাও কিনা মোরে,—(পুনঃ ধ্যানাবস্থ)

মহাদেব—গন্ধর্ব্বরাজ! তপস্যায় আর নাহি প্রয়োজন,
সন্তোষ হয়েছি আমি তব আরাধনে।
হরিভক্তি বিনা, যাহা ইচ্ছা করবে প্রার্থনা।
দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব, যাহা চাও তাই দিতে পারি।
কিন্তু হরিভক্তি নাহি দিতে পারি।
ত্রিভুবন মধ্যে হরিভক্তি পাইয়াছে মাত্র

একজন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর পাইয়াছে
কণামাত্র তার।
তাই বলি গন্ধর্ব্বরাজ! হরিভক্তি বিনা
অন্য বর করহে প্রার্থনা।
চাও যদি, সিদ্ধি, মুক্তি তাও দিতে পারি
কিন্তু তবু হরিভক্তি নাহি দিতে পারি।

গন্ধর্ব্বরাজ—একান্ত যদি বাম তুমি বাগাম্বর,
তবে জীবনেতে মম কিবা প্রয়োজন?
ছিন্ন করি নিজ মুণ্ড সম্মুখেতে তব,
আহুতি প্রদান করিব হোমানলে।
নশ্বর দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, দিয়ে ভুলাইতে চাও মোরে?
দেখি মহেশ্বর কেমনে ভুলাও মোরে।

মহাদেব—গন্ধর্ব্বরাজ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও আত্মঘাতী মহাপাপ হতে,
(স্বঃ) আহা শ্রীহরির দয়া হইয়াছে যার প্রতি,
সে কি কভু ভুলে নশ্বর
দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব পেয়ে।
(প্রকাশ্যে) গন্ধর্ব্বরাজ! ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছ
মোরে।
মনোভীষ্ট বর এবে করহে গ্রহণ।
এক বরে হরিভক্ত মহাবৈষ্ণব পুত্র পাবে;
অন্যবরে দুর্লভ হরিভক্তি পাইবে অচিরে।
এবে যাই আমি, যাও তুমি ঘরে ফিরে——
জয় হরি নারায়ণ!

গন্ধর্ব্বরাজ—জয় শিব শম্ভো! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিত্ররত গন্ধর্ব্বের শয়ন কক্ষ।

("পালঙ্কে চিত্ররত ও চিত্ররত মহিষী রোহিনী")

রোহিণী—নাথ ! এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছো কেমনে ?
একেবারে বিস্মরণ হয়ে আছো মালাবতীর
বিবাহের কথা ?

চিত্র—প্রিয়ে বল কি আমারে ? মালাবতীর
কত বয়স হবে ? যার জন্য ব্যস্ত তুমি দিবস রজনি ?

রোহিণী—মালাবতীর কত বয়স হবে ? নাহি জান তুমি ?
দেখিলে বুঝিবে ; তাই বুঝি এতদিন
নির্ভাবনায় আছ চুপ করে ?
শ্বেতা ! শ্বেতা !

(শ্বেতার প্রবেশ)

শ্বেতা—কেন রাণি মা !

রোহিণী—শ্বেতা ! মালাবতী কোথা ?

শ্বেতা—সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরে।

চিত্ররথ—কেন ?

শ্বেতা—পূজিতে সে মঙ্গলারে।

রোহিণী—শ্বেতা শীঘ্র তারে আন এইখানে।

শ্বেতা—রাণিমা যাই তবে আমি।

(প্রস্থান

চিত্ররথ—আচ্ছা প্রিয়ে! মালাবতীর মনোভাব
কিছু পেরেছে জানিতে?

রোহিণী—কৈ। কিছুই নাহি জানি।

(শ্বেতা ও মালাবতীর প্রবেশ)

মালাবতী—মা, মা, কেন মা ডাকিয়াছ মোরে।

রোহিণী—মালাবতী অনেকক্ষণ দেখি নাই তোরে,
তাই বাছা ডাকিয়াছি আমি।
আচ্ছা মালাবতী যাও এবে ক্রীড়া কর—
সঙ্গিনীগণ সনে।

চিত্ররথ—প্রিয়ে একি? মালাবতী মোর
পূর্ণ যৌবনা? ছিঃ ছিঃ ধিক্ মোরে,
প্রিয়ে প্রতিজ্ঞা আমার, সপ্ত দিন মধ্যে
মালাবতীকে সৎপাত্রে করি সমর্পণ,
তবে অন্য কার্য্যে করিব হস্তক্ষেপ।
ভাল প্রিয়ে আর এক কথা জিজ্ঞাসি
তোমায়? মালাবতী দেবী মঙ্গলারে পূজে
কি কারণ? কতদিন পূজিছে তাঁহারে?
(স্বঃ) মালাবতী পূজে কেন মঙ্গলারে?
মনোমত পতি কামনায়?
কিম্বা আছে অন্য কোন—
কামনা অন্তরে?
(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে। কৌশলে জানিবে তুমি
মালাবতীর ইচ্ছা কিবা?
স্বয়ম্বর না অন্য কিছু—

রোহিনী—এবা কিবা কথা? কৌতুহল মোব কর নিবারণ।

চিত্রবত—প্রিয়ে কি আব বলিব তোমায়,
দেবগণ সনে যবে, গোলোকেতে যাই
হরি দরশন আসে; দেখে সেই ত্রিলোক পূজিতা
নারায়ণী; মালাবতীকে পড়ে মনে মোব।
জানিনা প্রিয়ে, যতবার হেবি নারায়ণী,
ততবাব মালাবতী পড়ে মম মনে।
তাই বলি প্রিয়ে, সামান্যা নহে সে মালাবতী মোর।

রোহিনী—
তবে বলি শুন নাথ!
একদিন ঘুমো ঘোবে আছি অচেতন,
স্বপনেতে হেবিলাম লক্ষ্মীনাবায়ণ, বলাবলি করে দোঁহে।
নাবায়ণ বলে, শুন লক্ষ্মী জন্মিয়াছি আমি,
গন্ধর্ব্বরাজ মহিষা উদরে শিব বরে।
জন্ম তুমি লহ এই গন্ধর্ব্ব পত্নী রোহিণী উদরে;
লক্ষ্মী বলে কেমনে দেখা পাবো পুনর্ব্বার?
নাবায়ণ লক্ষ্মীরে বলে, বিবাহ সুত্রেতে পুনঃ হইবে মিলন।
জন্ম লয়ে পূজিবে তুমি, শিব শিমন্তিনী
ত্রিনয়ণী মঙ্গলারে; যতদিন দোঁহে না হই মিলিত;
দেখি সেই যুগলরূপ প্রণিপাত আশে
যাই হইলাম অগ্রসর, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ
হলো মোর; না পেনু দেখিতে আর লক্ষ্মীনারায়ণে।

চিত্ররত—জয় হরি নারায়ণ।

রোহিণী—জয় নারায়ণী!

চিত্ররত—যাও প্রিয়ে কর গিয়ে, মালাবতীর বিবাহ উদ্যোগ;
যাই আমি দেখি, কোথা পাই মালাবতীর মনোমত বর।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিত্ররত গন্ধর্ব্বের উদ্যানবাটী সংলগ্ন
সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির।

মালাবতী—(পূজাসনে বসিয়া জোড় হস্তে)

রাগিনী ললিত—তাল আড়াঠেকা

কোথাগো মা শঙ্করী—শঙ্কর হৃদি বাসিনী,
দুর্গমে রেখো মা মোরে, ওগো দুর্গতি নাশিনী।
ব্রহ্মপুরে তুমি মাগো, হওগো ব্রহ্মাণী,
শিবলোকে তুমিগো মা শিবের শিবানী।
তুমি স্বাহা, তুমি স্বধ্বা, তুমি লক্ষী, তুমি রাধা,
(আবার) তুমিগো মা রামের সীতা, ওগো বিশ্ব প্রসবিনী।
তীর্থ মধ্যে তুমি মাগো হও বারাণসী—
বৃক্ষ মধ্যে তুমি মা, হওগো তুলসী—
পূজিতে এসেছি তাই চরণ দুখানি।

রাগিনী সুরটমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

দেখাদে দেখাদে মাগো ওগো ভববাণী।

ডাকি নিশিদিন হলো তনুক্ষীণ

আর কতদিন ভুলাবি ভবানী।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিবে, ভুলায়েছো তুমি শিবে,

মোব প্রতি কেন অশিবে,

ডাকি যে মা শিবে শিবে,

ভুলাতে নারিবি মোরে ওগো সদা শিবে ;

আসিব নাশিতে শিবে হয়েছো শিবের শিবানী

(মালাবতী প্রণাম করণান্তর)

মালাবতী—(জোড়হস্তে) মাগো সর্ব্বমঙ্গলে ! মঙ্গল কব মা।

(বশিষ্টেব প্রবেশ)

বশিষ্ঠ—শিব শম্ভো ! শিব শম্ভো ! শিব শম্ভো !

মালাবতী—(স্বসব্যস্তে) মুণিবর ! মুণিবর !

বশিষ্ঠ—ভয় নাই মা মালাবতী, ভয় নাই !

মালাবতী—(জোড়হস্তে) মুণিবর ! কি কারণে এসেছেন হেথা ? আমি অবলা বালিকা কি দিয়ে পূজিব আপনারে, আমিত জানিনা মুণিবর।

বশিষ্ট—(স্বঃ) বেটি কিছুই জাননা ? ত্রিজগতে আজানিত আছে কিবা তোর্ ? (প্রঃ) আমাকে তোমার কোন পূজা করিতে হবে না। (স্বঃ) বেটি তুই জগৎ পূজ্যাঃ আমায় আবার পূজা করিবি কি ? (প্রঃ) হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মালাবতী ! তোমার বিবাহের পাত্র স্থির হয়েছে ?

মালাবতী—(মৌনাবলম্বন)

বশিষ্ট—মালাবতী ! তবে কি এখনও হয় নাই ?

মালাবতী--আপনি পাদ্যার্ঘনিন্ আর এই আসনে উপবেশন করুন।

(পাদ্য অর্ঘ ও আসন প্রদান)

বশিষ্ট—(স্বঃ) নারায়ণ! আপনার হৃদয় স্থিতা লক্ষ্মীর অংশ সম্ভূতা মালাবতী আজ আমায় আসন দিতেছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁকে হৃদয়াসনে বসাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়াও পূর্ণ মনোরত হইতে পারেন নাই, আজ সে আমায় আসন দিতেছে। (প্রঃ) বুঝিছি, আচ্ছা মনোরতী! সর্ব্ব মঙ্গলার মন্দিরে কেন মা?

মালাবতী—মুনিবর! মঙ্গলাবে পূজিবার আশে। আমি অবলা সবলা, আর কিছুই জানিনা মুনিবর।

বশিষ্ঠ—(স্বঃ) বেটি কি অবলা সরলা, ত্রিলোক যাঁর মায়ায় মুগ্ধ সে অবলা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (প্রঃ) আবে মালাবতী! এখনও প্রতারণা মোরে?

মালাবতী—(ব্যস্তভাবে পদ ধারণান্তর) মুণিবর রক্ষা করুণ, রক্ষা করুণ, আমি অবলা বালিকা, কিছুই জানি না।

বশিষ্ট—বিবাহ পার্থী নহ কি মালাবতী? সত্য কথা বল নচেৎ—

মালাবতী—(কৃতাঞ্জলিপুটে) হ্যাঁ মুণিবর। আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ।

বশিষ্ট—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব হইবে অচিরে। মালাবতী! সর্ব্ব মঙ্গলার দিকে পিছন করে একবার দাঁড়াওত দেখি মা।

মালাবতী—(তদ্রূপ দণ্ডায়মাণ)

বশিষ্ট—(আরতি ও প্রণামকরণ)

মালাবতী—আপনি আমায় আরতি ও প্রণাম কল্লেন্ কেন?

বশিষ্ট—তোমায় আরতি ও প্রণাম করবো কেন? মা সর্ব্বমঙ্গলারে আরতি ও প্রণাম করিলাম। (স্বঃ) ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁরে নিত্য আরতি ও প্রণাম করে, আমিত কোন্ছার। (প্রকাশ্যে) এইবার

তুমি পূজায় বসো তোমার কাণে কাণে একটা কথা বলে যাই, তুমি সেই কথাটী সহস্রবার জপ কর। তাহা হলে তোমার মনোবাঞ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হবে।

মালাবতী—(পূজাসনে উপবেশন ও বশিষ্ট কর্ণমুলে কথন ও মালাবতীর প্রণাম)

বশিষ্ট—শিব শম্ভো। শিব শম্ভো। শিব শম্ভো। আসিমা তবে ?

মালাবতী—(প্রণাম)

বশিষ্ঠ – মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

(প্রস্থান)

মালাবতী—(ধ্যানেমগ্ন)

ত্রিশূল হস্তে ভগবতীর আবির্ভাব।

ভগবতী—মালাবতী। মালাবতী।

(স্বঃ) আহা আমি যারে আরাধনা করি দিবানিশি;
পতি কামনায় সে আমারে করে পূজা হয়ে উপবাসী।
মালাবতী। মালাবতী। এই দেখ আমি এসেছি।
মালাবতী। কিবা চাহ মোর ঠাই ?
কি আশয়ে পূজ মোরে দিবস শর্ব্বরী ?

মালাবতী—কি আশয়ে পূজিমা তোরে,
অবিদিত কি আছে মা তোর্।
সক'ল দিয়েছ মাগো, বাকি কেন
রেখেছ মা দিতে পতি ধন।

ভগবতী—এই বর চাও মালাবতী ?
অচিরে পাইবে তুমি মনোমত পতি।

গন্ধর্ব্ব রাজের পুত্র হবে তব পতি,
শান্ত, দান্ত, অতি ধীর হয় সেই গন্ধর্ব্ব কুমার
বড় ভক্ত নারায়ণের, তাই মহেশ আদেশে
আসিয়াছি মিলাইতে পতি তব।

মালামতী—মা কেমনে চিনিব তারে, কে যে পতি মোর ?

ভগবতী—শুন মালাবতী ! গন্ধর্ব্ব রাজপুত্র উপবর্হন বিনা
যে তোমারে বিবাহের আগে করিবে দর্শন,
মোর শাপে তখনি সে হইবে স্ত্রীলোক।
যত দিন না পতি সহ তব না হবে মিলন,
তদবধি তারা থাকিবে তেমন।
যাও মালা বতী ঘরে ফিরে যাও,
যাই আমি এবে, সময়েতে দেখা পাবে পুন।

মালাবতী—প্রণাম হই মা চরণে (প্রণাম)

ভগবতী—আশীর্ব্বাদ করি জন্ম এস্ত্রী রবে মালাবতী।

(অন্তর্ধ্যান)

গীত।

মালাবতী—

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।
দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়।
ওগো সারাৎসারা পরাৎপরা শশাঙ্ক বরণি—
দিয়ে পদ ছায়া ওগো মহামায়া—
ভুলালে আমায়।
পাষাণের মেয়ে বলে কি, হলি গো পাষাণী ;
ভোলানাথকে ভুলাস্‌বলে ভুলালে কি অবলায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

(বীণা হস্তে উপবর্হনের ও শান্তশ্রীর প্রবেশ)

উপবর্হন— গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

বীণা একবার বাজরে,
একবার বাজরে একবার বাজ্‌রে,
মধুর ঝঙ্কারে একবার বাজ্‌রে,
হরিবোল হরিবোল বলে একবার বাজ্‌রে।
জন্ম জন্মান্তর হতে কত সাধনা করিয়ে,
পাইয়াছি তোরে, সাধিতে সে হরি নাম রে,
তাই বলি বীণা বাজ্ বাজ্‌রে—
হরিবোল্ হরিবোল্ বোলেরে।

সখা! দেখ দেখ ঐ পর্ব্বত শিখরোপরে
কিবা জ্যোতি অপরূপ। বিজলি বলি
হয় ভ্রম। নানা সখা নহেত বিজলি।
আগ্নেয় পর্ব্বত বলে, হয় অনুমান।
অগ্নি উদ্গীরণ আশে প্রস্তুত সর্ব্বদা—

না না তা নয় সখা, দাবাগ্নি হইবে নিশ্চয় ;
না না সখা, যেন নবীন নিরদ কোলে
খেলে সৌদামিনী। সখা! মনে হয়—মোর
পূর্ব্বে কোথা যেন, কোথা যেন,
হেরিয়াছি ঐ রূপ। সখা এক বার
দেখে এস দেখি পর্ব্বত শিখরে।

শান্তশ্রী—আহা মরি মরি কিবা অপরূপ।
যাই সখা দেখে আসি ঐ অপরূপ জ্যোতি কিবা।

(প্রস্থান)

(আকাশ বাণী)

"শুন ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার, পিতৃ আজ্ঞা
অবহেলা হেতু জন্মিয়াছ গন্ধর্ব্ব যোনিতে
অংশ রূপে মোর। কর দ্বার পরিগ্রহ।
বিনা দ্বার পরিগ্রহ পিতৃশাপ তব
হবে না মোচন।
ভুলেছ কি পূর্ব্বের কথা তুমি জাতিস্মর।"

উপর্বহন—নারায়ণ! নারায়ণ! এই কি
তব আজ্ঞা? যদি তব আজ্ঞা হয়,
তবে বিবাহ করিব, সংসারী হইব নিশ্চয়।
(স্বঃ) মনে পড়ে মোর, পিতা পদ্মযোনী
সংসারী হইতে বারম্বার অনুমতি করে ছিলেন মোরে,
পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করি, অভিশপ্ত হইয়াছি আমি।
(স্বঃ) নারায়ণ! হেন নিদারুণ আজ্ঞা
কেন মোর প্রতি। অনিত্য সংসারে কেন

বদ্ধ কর মোরে? পাইতে তোমারে—
পিতৃ আজ্ঞা করেছি লঙ্ঘন।

(শান্তশ্রীর পুনরাগমন)

শান্তশ্রী—সখা কিছুই না হেরিলাম পর্ব্বত উপরে,
অনন্ত তুষারে ব্যাপ্ত হয় সে শিখর।
উপবর্হন—সখা! অদ্ভুত ঘটনা এক করবে শ্রবণ।
যবে তুমি গিয়েছিলে পর্ব্বত শিখরোপরে,
সেই কালে কে যেন
কোথা হতে বলিল আমারে;
"ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার। বিনা দ্বার পরিগ্রহ
পিতৃশাপ তব হবে না মোচন।"
এইকথা শুনি প্রতিজ্ঞা করেছি আমি
সংসারী হইতে। সখা ঐ দেখ! ঐ দেখ!
বিশাল ত্রিশূল ছায়া সম্মুখেতে তব।
কোথা হতে পড়িল এ ছায়া? (চারিদিক নিরীক্ষণ)
মনে হয় মোর আবরিয়া দিনকর-কর
আসে কোন শিবদূত এই থানে।
শান্তশ্রী—সখা! সত্য বটে, সত্য অনুমান তব,
ঐ আসে, ঐ আসে।

(ত্রিশুল হস্তে শিবদূতের প্রবেশ)

শিবদূত—হর হর শঙ্কর।
উপবর্হণ—কে আপনি কোথা হতে কি কারণে, আগমন হেথা তব?

শিবদূত—শিবদূত আমি, পরিচয় দেহ তব।

উপর্বহণ—উপর্বহণ নাম মম, হই গন্ধর্ব্বকুমার,
হেরিতে সে স্বভাবের শোভা
আসিয়াছি হেথা। কিবা আজ্ঞা তব ?

শিবদূত—শুন ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার !
শিবদূত আমি, শিবাদেশে আসিয়াছি
হেথা। জানাইতে তোমারে শিব আজ্ঞা।

উপর্বহন—কিবা আজ্ঞা তাঁর, কহ এ দাসেরে।

শিবদূত—চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব দুহিতা মালাবতী,
নিত্য পূজে ঈশানীরে, পাইতে তোমারে
স্বামীরূপে। দেখা পাবে তার গণ্ডকী
নদীর তীরে। ঈশানীর বরে পাইবে
তোমারে স্বামী রূপে। শিব, বরে গন্ধর্ব্ব রাজ
পেয়েছে তোমায় পুত্র রূপে।
শিবাদেশে, পতি পত্নী রূপে হওরে মিলন
তোমরা উভয়ে। শিব আজ্ঞা ইহা
জানিও নিশ্চয়।

(অন্তর্ধান)

শান্ত শ্রী—সখা। শিবাদেশ কোরোনা লঙ্ঘন।
চল যাই গণ্ডকী নদীর তীরে।
পাই যদি দেখা মালাবতীর, মিলাইব দোঁহে
বিবাহ বন্ধনে।

উপর্বহণ—সখা ! দৈববাণী কেন যে হইল ?
শিবদূত কেনবা আসিল ? বিবাহ কারণে

মোর, দেবগণের কেন আকিঞ্চন ?
কিছুই বুঝিতে না পারি।
চল সখা চল যাই দেখি গিয়ে—
কোথায় সে মালাবতী মোর—
মালাবতী। মালাবতী। কোথা তুমি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(চিত্ররত গন্ধর্ব্বের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ)

(চিত্ররত ও রোহিণী)

চিত্ররত—প্রিয়ে মালাবতী কোথা ?
আজ তার স্বয়ম্বর দিন
হেন শুভদিনে নিরানন্দ কেন তুমি ?
ওই শুন, ওই শুন প্রিয়ে, দামামা, দগড
বাজিছে মধুর নিসাদে।
ওই শুন প্রিয়ে, বাজিছে ঝাঁঝরি শঙ্খ
ঘণ্টা ঘোর রোলে দেবালয়ে।
ওই শুণ পুরনারীগণ, হুলা হুলি দিতেছে
চৌদিকে। আনন্দের ধ্বনি কেন নাহি শুনি
তব মুখে ?

রোহিণী—জানি আমি মালাবতীর স্বয়ম্বর দিন আজ,
তাই ব্যস্ত মালাবতী লয়ে কিন্তু—
চিত্ররত—কেন মালাবতীর কি অন্য মত ?
রোহিণী—জানিনা নাথ, মালাবতীর মত কিবা ?
তবে এইমাত্র জানি যদবধি হইতেছে
স্বয়ম্বর কথা, তদবধি হেরি বিষণ্ণবদন মালাবতীর।
চিত্ররত—তবে কার স্বয়ম্বর তরে এসব উদ্যোগ ?
নিমন্ত্রণ করিয়াছি যত রাজা, রাজপুত্রগণে,
এবে আসে তারা, দেশ দেশান্তর হতে।
কি করি উপায় এবে।
রোহিণী—নাথ ! এবে ভাবনার নাহিক
সময়, শুভক্ষণ হলো সন্নিকট ;
যথারীতি সমাদরে সমাদর করুণ সেই—
রাজা আর রাজপুত্রগণে।
বুঝায়ে মালাবতীরে, পাঠাইব স্বয়ম্বর গৃহে
সঙ্গিনীগণ সনে। অনুমতি দিবেন ভাটেবে
প্রস্তুত থাকিতে সদা স্বয়ম্বর গৃহে।
চিত্ররত—প্রিয়ে যাই তবে, অপেক্ষা করিগে
স্বয়ম্বর গৃহে মালাবতীর।

(প্রস্থান)

রোহিণী—(স্বঃ) তাইত কবি কি এখন।
স্বয়ম্বরে মালাবতীর মত নাহি দেখি।
স্বয়ম্বর কথা শুনালে তাহারে,

উত্তর না দেয় মোরে তার।
অনুমাণে বোধ হয় মোর, স্বয়ম্বরে মত—
নাহি আছে তার। তবে কি আজীবন
কুমারী রহিবে সে? না না তানয়
তবে কি হেতু পূজে সে মঙ্গলারে?
যাই হউক্ দেখি কি করেন মঙ্গলা।
(প্রঃ) শ্বেতা! শ্বেতা।

(শ্বেতার প্রবেশ)

শ্বতা—কেন গা গিন্নি মা?
রোহিণী—কেনলো বিলম্ব হেরি তোমা সবাকার,
যাইতে সে স্বয়ম্বর গৃহে?
যাও সবে সজ্জিতা হওলো সবে সুচারু ভূষণে।
মণি মুক্তা হীরকাদি দিয়ে, সাজায়ে সে—
মালাবতীরে, সঙ্গে লয়ে যাও সবে
স্বয়ম্বর গৃহে। কেহ লবে বারি—
কেহ লবে ঝারি, কেহ লবে ডালা—
কেহ লবে মালা, কেহ বা দিবে হুলা হুলি।
কেহবা করিবে শঙ্খধ্বনি মালাবতীর
মঙ্গলের আসে; গাহিবে মঙ্গল
গীত সকলেতে মিলি। যাও সবে।
শ্বেতা! এবে মালাবতী কোথা?
শ্বেতা—নিজ কক্ষে, কি জানি কি আশে বিমর্ষ সর্ব্বদা সে।

বোহিণী—শীঘ্র কাব আন এইখানে তারে।

(শ্বেতার প্রস্থান)

(স্বঃ) আজ মালাবতীর স্বয়ম্বর দিন,
আজিকার দিনে কেন সে বিমর্ষ এত ?
কারণও কিছুই না পারি বুঝিতে,
জিজ্ঞাসিলে তারে, নিরুত্তর থাকে কেন সে ?
আজীবন রবে কি কুমারী ? অথবা অন্য—
কাকে পতিরূপে করেছে বরন।
যাইহোক দেখা যাক্,

(মালাবতীর প্রবেশ)

মালাবতী—মা ! কেন মা আবার, ডেকেছো আমারে ?

রোহিণী—মালাবতী। আজকার দিনে কেন মা বিমর্ষ এত ?
আজ তোমার স্বয়ম্বর দিন।

মালাবতী—(নিরুত্তর)

রোহিণী—কত রাজা কত রাজপুত্র আসিয়াছে
বিবাহের আশে স্বয়ম্বর গৃহে।
গলে দেহ মালা, যেবা তব হয় মনোমত
বালিকা নহত তুমি ?

মালাবতী—(নিরুত্তর)

রোহিণী—কুল পুরোহিত, আর আর ব্রাহ্মণ মণ্ডলি
আসিয়াছে সবে, আশীর্ব্বাদ করিতে তোমায়,
বাঁধি বিনাইয়া কেশ, পরি মনোহর বেশ—
রতন ভূষণে হয়ে মা সজ্জিত, গলে পরে ফুলমালা,
হাতে লয়ে ফুলমালা সঙ্গিনীদের সঙ্গে—

স্বয়ম্বর গৃহে যাও মা মালাবতী ; মনোমত—
পতি গলে দাও গিয়ে মালা মা আমার।

মালাবতী—কার গলে দিব মালা ? কেবা পতি মোর্
জানিব কেমনে মাগো ?

রোহিণী—যেবা তব মনোমত হবে।

মালাবতী—যিনি মোর হবেন পতি, তিনি যদি না থাকেন তথা।

রোহিণী—পুনঃ স্বয়ম্বর হবে, ভাবনা কি তাহার !
(স্বঃ) তাহলে মালাবতী কি তবে অন্য কাকে—
পতিত্বে বরেছে বরণ ? (প্রঃ) শুন মালাবতী !
আছে গন্ধর্ব্ব কুলের রীতি, ইচ্ছামত করিতে—
বরণ, মনোমত পতি।

মালাবতী -মা দেহ আজ্ঞা মোরে, যাইব আমি স্বয়ম্বর গৃহে।

রোহিণী—যাও মা মালাবতী, আশীর্ব্বাদ করি
অচিরে পাইবে তুমি মনোমত পতি ,
তোমার মঙ্গল তরে, দেবালয়ে যাব আমি।
শুভ লগ্ন হলো সন্নিকট, বিলম্ব করোনা
মা আমার ; যাই আমি এবে।

(প্রস্থান)

মালাবতী—(স্বঃ) এখন কি করি উপায়।
স্বয়ম্বরের হয়েচে উদ্যোগ।
উপায় দেখিনা আর, নাহি যদি—
যাই আমি, স্বয়ম্বর গৃহে হবে পিতৃ—
অপমান। যাব আমি সভা গৃহে—
দেখি কি করেন ঈশানী।

গীত।

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

লজ্জা রেখো, রেখোগো ঈশানী।
উপায় নাহিক বিনা, চরণ দুখানি।
অবলায় দেছো মা অভয়—
আর কেন মা দেখাস্ ভয়—
এবে হয় বড় ভয়, জানিনা মা কিবা হয়।
বরাভয় তুইতো দেছো মা ভবাণী।
মা! সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গল কর্ মা।
আমি যে মা হই তব দাসী।

(শ্বেতার প্রবেশ)

শ্বেতা—কিলো মালাবতী! কার স্বয়ম্বর লো? আমাদের নাকি? তোমার যে আর গা ঘাম্‌চে না। আমরা বে কোরে— তোমায় দেবো নাকি?

মালাবতী—তাতেই বা ক্ষতি কিলো?

শ্বেতা—তাইতো দেখ্‌চি। এদিকে কত দেশদেশান্তর থেকে রাজা, রাজপুত্তুরা এসে সভায় সব হা করে বসে রোএচে, আর সইএর আমার এখনো চুলবাঁধা হয়নি। এর পর চুল বাঁধবেন, গয়না পর্‌বেন। আরও কি কি করবেন তবে সভায় যাবেন তারপর বে কর্‌বেন।

মালাবতী—ঐ যে কথায় বলে—

"যার্ বে তার মনে নাই—

পাড়া পড়সীর ঘুম নাই"

সইএর আমার তাই হোএচে।

শ্বেতা—সই! তোমাব বে হলো যে,

আমি চতুর্ভূজ হব। তাই আমার ঘুম হচ্চেনা।

উদিকে যে, রাজপুত্রেরা সব আসগোড়

পাসগোড় খাচ্চে, কেউ কেউ আবার হাই তুল্‌চে।

মালাবতী—সবুরে মেওয়া ফলে সই, সবুরে মেওয়া ফলে।

"যার যেমন মন, সে যায় বৃন্দাবন"

আমার এখন বৃন্দাবনে যাবার মন,

আমায় এখন সভায় নেগেলে কি হবে সই।

শ্বেতা—"আয়রে রাঙাপাখী, ধরে তোরে বাখি,

মনের মতন পতি পেলে, আমায় দেবে নাকি"?

সই আমার প্রতিদিন সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে

গিয়ে, বর দেমা বর দেমা, বলে কাঁদেন্

এখন সর্ব্বমঙ্গলা', ঝুড়ি ঝুড়ি গাড়ি•গাড়ি

বর পাঠিয়েছেন, এখন সইএর আমার গ্যাদা হলো।

মালাবতী—"খেতে ইচ্ছা যার দই—

সেই বলে ও পাতেতে দাও দই, দাও দই"

সইএর আমার তাই হলো দেখচি!

শ্বেতা (হস্ত ধরিয়া) আর ও সব কথায় কাজ কি ভাই—

বেলা হলো চল যাই, চল যাই—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গন্ধর্ব্বরাজের সভা।

(গন্ধর্ব্বরাজ ও মন্ত্রী আসীন)

গীত।

রাগিণী মিশ্র প্রভাতি, তাল কাওয়ালি।

নর্ত্তকীগণ—নরম গরম মলয় পবন ধীরে ধীরে বয়,
মনের মতন রতন পেলে সবাই খুঁজে লয়॥
দেখ্‌লো সই নয়ন ভরে গাছের ফুল আপনি ঝরে,
সোণার বরণ রবির কিরণ ছড়িয়ে দেছে গায়।
পিক কুহুস্বরে প্রাণ মোহিত করে,
উড়ে উড়ে যায় ভ্রমরা পাগলিনী প্রায়!

গন্ধর্ব্বরাজ—মন্ত্রি! নিবার নর্ত্তকী বৃন্দে নৃত্য গীত হতে আজিকার মত। অস্থির হৃদয় আমার পুত্রের কারণে। বংশ রক্ষাহেতু আরাধিয়া দেব মহেশ্বরে, পাইয়াছি পুত্র ধনে। পরম বৈষ্ণব পুত্র মোর, কিন্তু জানি না সংসারে, কেন যে বিরাগ তার, ভয় হয় পাছে পুত্র মোর না হয় সংসারী। বিবাহের আশে কতবার করিছি উদ্যোগ, কিন্তু বিরস বদন হেরি কৃত কার্য্য হই নাই আমি। মন্ত্রি! এবে বুঝায়ে' সে পুত্রে মোর, সংসারী করে তারে, কিনে রাখ মোরে জনমের তরে।

মন্ত্রী।—চিন্তা কিছু নাহি মহারাজ শান্তশ্রী মুখে যতদূর শুনিয়াছি আমি,

নিবাশার না দেখি কারণ, বরং আশা করা যায় পূর্ণ রূপে। বিশ্বাস আমার, এবে যুবরাজ সংসারী হইবে নিশ্চয়।

গন্ধর্ব্বরাজ—বল বল মন্ত্রি কিবা শুনিয়াছ শান্তশ্রী মুখে। শুনায়ে সে সব কথা অশান্ত হৃদয়ে শান্তি, কর দান এবে।

মন্ত্রী—শুন মহারাজ! কুমারের মনোভাব জানিবার আশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম শান্তশ্রী কাছে; শান্তশ্রী বলিয়াছে মোবে, একদিন দুইজনে হেরিবারে স্বভাবের শোভা গিয়াছিল তারা ভ্রমিতে সে পার্ব্বত্য প্রদেশে; অকস্মাৎ হেবি পর্ব্বত শিখবোপরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি মনোহব, শান্তশ্রী গিয়াছিল পর্ব্বত শিখরোপরে কৌতুহল নিবাবিতে, একা রাখি কুমারে শিলাপরে। হেন কালে কুমারে সংসারী হইতে দৈববাণী এক, হয়ে ছিলো কুমারের প্রতি, জানাইতে শিবের আদেশ, শিব দূত এক এসে ছিলো সেই কালে। দৈববাণী আর শিবাদেশ শুনিয়া কুমার, প্রতিজ্ঞা করেছেন সংসারী হইতে। তাই বলি কুমার নিশ্চয়ই হইবে সংসারী।

রাজা—মন্ত্রি! জুড়াল হৃদয় মোর শুনি তব কথা।
(স্বঃ) বাগাম্বর! এত দিনে পড়েছে কি মনে পুনঃ এ দীন গন্ধর্ব্বরাজে।
(প্রঃ) মন্ত্রি! সত্য যদি পুত্র মোর হয়েছে সংসারী, তবে করহ এবে, যা হয় বিহিত।

মন্ত্রী—নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, দেবাদেশ ব্যর্থ নাহি হবে। নিজে মহেশ্বর প্রেরিয়াছেন দূত তাঁর। দূত মুখে শুনি শিবাদেশ, প্রতিজ্ঞা করেছেন সংসারী হইতে, অবিশ্বাস করিবার নাহি প্রয়োজন।

রাজা—মন্ত্রি! তবে বিলম্বে আর কিবা ফলোদয়। আদেশহ রাজ-দূতগণে, অন্বেষণ করে যেন তারা, সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা রত্ন, যেবা মোর হবে পুত্র বধূ।

মন্ত্রী—মহারাজ! ওই যে কুমার আসিছেন এই দিকে। জিজ্ঞাসিলে তাঁরে, মনোভাব জানাযাবে পরে।

রাজা—মন্ত্রি! কৌশলে জিজ্ঞাসা করিয়া তারে, অবগত হও মনোভাব।

(উপবর্হনের প্রবেশ)

মন্ত্রী—কুমার! এহেন সময়ে কি হেতু আগমন তব? কুশল সংবাদ দানে কর সুখী মোরে।

উপবর্হণ—মন্ত্রিবর! দেবতা ব্রাহ্মণ আর গুরুজন আশীর্ব্বাদে, সমস্ত মঙ্গল, কিন্তু—

রাজা—বৎস্য! কিন্তু কিবা? কি অভাব তব? যাহে তুমি হওবে দুঃখিত? প্রকাশ করিয়া বল, মনের বাসনা কিবা তব? পুরাইব আশা এই দণ্ডে।

উপবর্হণ—পিতঃ! তব আশীর্ব্বাদে পার্থিব অভাব
মোর নাহি আছে কিছু। পারত্রিক
কার্য্য কিছু না হলো জীবনে।
শৈশবেতে ভুলেছিলাম করি মাতৃস্তন পান,
যৌবনেতে ভুলে আছি করি তব
বাক্য সুধা পান। ভেবে ছিলাম মনে
শেষের কদিন হরি নামামৃত পানে
কাটাইব কাল, এবে দেখি বিফল বাসনা মম।

মন্ত্রী—কুমার! বুঝিতে না পারি,
কেন যে বিফল তব হইবে বাসনা,
হরিভক্তি জনের, বাসনা বিফল, কভু নাহি হয়।

উপবর্হন—মন্ত্রিবর! জগতের জীব মাত্রেই

বদ্ধ সবে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার ঘোর
মায়া জালে। সেই মায়া জাল, জীব সব
না পারি করিতে ছেদন, ঘোর মোহে
হয়ে অভিভূত, ঝাঁপ দেয় তারা সেই
বিপদ সঙ্কুল সংসার সাগরে।
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে জীব,
ভুলে যায় সবে সেই নিত্য নিরঞ্জনে।
মোর ভাগ্যে বুঝি তাই ঘটিল এবার

রাজা—বৎস কেন রে অধির এত?
হরিভক্তি জনের কি করিতে পারে সংসার
মায়ায়, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি সকলেই
সংসার মায়ায় মুগ্ধ। নিজে মহেশ্বর
সংসার মায়ায় মুগ্ধ অনুক্ষণ। তাইবোলে
হরিপদার বিন্দ চিন্তায় বিরত কি তিনি?
তুমি যাঁরে কর ধ্যান, যোগী ঋষি আদি
যাঁরে করে ধান, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁরে
করে ধ্যান, সেই অনাদি অনন্ত নিত্য নিরঞ্জন
হরিও সংসারে আবদ্ধ। অন্য পারে কিবা কথা।

উপবর্হণ—পিতঃ! তবে সংসার আবদ্ধ জীব, কেমনে পাইবে মুক্তি?

রাজা—শুন বৎস্য সাক্ষীতাব দেখ হরিভক্ত
ধ্রুব আর প্রহ্লাদে, ঘোর সংসার
মারায় আবদ্ধ হইয়ে, মুক্তি লাভ
করিয়াছে তারা, বৈকুণ্ঠেতে স্থান
তাদের দিয়াছেন হরি।

উপবর্হন—(স্বঃ) এক বার পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করি, পিতৃ শাঁপে জন্মিয়াছি গন্ধর্ব্ব কুলেতে। আবার সেই পিতৃ-আজ্ঞা। (প্রঃ) পিতঃ! মোহ অন্ধকার ঘুচিল আমার। তব আজ্ঞা করিব পালন, সংসারী হইব নিশ্চয়। এবে আজ্ঞা দেহ মোরে যাইতে সে গণ্ডকী নদীতে স্নান হেতু। স্নান করি ফিরিব অচিরে।

রাজা—বৎস্য বাধা নাহি দিব তাতে। কোটী গ্রহণের ফল গণ্ডকীর স্নানে। সঙ্গে লয়ে দাস দাসী স্নান করে এসো ফিরে। মন্ত্রি! আদেশহ ভৃত্যগণে প্রস্তুত থাকিতে সবে শকটাদি লয়ে। আদেশহ কোষাধ্যক্ষে ধন রত্ন লয়ে সঙ্গে যেন যায় সে।

মন্ত্রী! কুমার! আদেশহ মোরে কিবা হবে প্রয়োজন।

উপবর্হন—ধন রত্ন শকটাদির নাহি প্রয়োজন, শ্রীহরির দাস আমি, দাস দাসীর নাহি প্রয়োজন।

মন্ত্রী—রাজপুত্র আপনি কুমার, রাজপুত্র সম যাইবেন স্নানে।

উপবর্হন—মন্ত্রি রাজপুত্র বটে আমি, কিন্তু শ্রীহরির শ্রীচরণের দাস

রাজা—বৎস্য কেমনে পাঠাব তোমায় একাকি সে স্থানে, হেথা হতে বহুদুর প্রবাহিতা হন যথা সে পুণ্য সলিলা গণ্ডকী।

উপবর্হন—পিতঃ! ভয় কিবা? নারায়ণ রক্ষিবেন মোরে।

রাজা—যাও বৎস্য, বাধা নাহি দিব তোরে, স্নান করি গণ্ডকী নদীতে, অচিরে ফিরিবে ঘরে, তব প্রতীক্ষায় থাকিলাম হেথা।

উপবর্হন—পিতঃ! প্রণিপাত তব পদে।

(প্রস্থান)

রাজা—মন্ত্রি! চল মোরা যাই এবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বাটী

(স্বয়ম্বর সভা)

রাজা, রাজ পুত্রগণ আসীন।

দৌবারিকগণ, ব্রাহ্মণগণ।

(ভাটের প্রবেশ)

ভাট—এনাং কন্যানাং ; বরানাং, আশীর্ব্বাদ মস্তু।

এই যে সব রাজ পুত্রেরা উপস্থিত হয়েছেন দেখ্‌চি। এখন পাত্রী এলেই শুভ কার্য্য নিস্পন্ন করেদি।

(তোরণ দ্বারে)

(ব্যস্ত ভাবে, দ্রুতবেগে গোবিন্দ দাসের প্রবেশ)

গোবিন্দ—(উচ্চৈঃস্বরে) হাঁ, হাঁ, হাঁ, খুড়ি, খুড়ি বন্দকর, বন্দকর, ভট্ট—মহাশয়। আমার নিমন্ত্রণ হয় নি।

(প্রবেশের চেষ্টা)

(দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক গতিরোধ)

গোবিন্দ—তোমরা কে বাবা যমদূতের মত রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছ? আবার গুতোটা গাতাটাও লোক জনকে দিচ্চো তাও দেখচি। যে বাড়ীতে লুচি মোণ্ডার বদলে, এই ব্যবস্থা হয়েচে নাকি? আচ্ছা জমাদার জি, আমাদের জন্তে তো গুতোর বন্দোবস্ত, রাজ

পুত্রদের জন্য কি বন্দবস্ত ? যাগ্, আমায় ভেতরে যেতে দাও, চাঁদ আমার।

(প্রবেশের চেষ্টা)

১ম দৌ—(গলাধাক্কা দেওনান্তর) তফাৎ যাও।

গোবিন্দ—আরে, আরে কেউ দেখতে পাবে, দেখতে পাবে। ধাক্কা টাক্কা গুলো একটু আস্তে দাও না চাঁদ আমার, মুণ্ডুটা ধড় থেকে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যাবে। আর যা বিরেনব্বই সিকের ওজনের গুতো মারচো, তাতে বিষ্ণু পাঁজরার হাড়গুলি যে আদত বাড়ী ফিরে যাবে তাতো বোধ হয় না।

২য় দৌ—আরে বুড্‌বাক্ তোম্ কোন্ হ্যায় ?

গোবিন্দ—(স্বঃ) এ শালারা যে রকম তোম্ হাম্ কচ্চে তাতে তো দেখ্‌চি কাজ সহজে মিট্‌বে না (প্রঃ) হাম্ তোমারা সমুন্দী হ্যায়। (স্বঃ) ইস্ কি বল্‌তে কি বলে ফেল্লুম, বোধ হয় এ শালারা বুঝিতে পারিনি। (প্রঃ) জমাদারজি হ্যাম্ গোবিন্দ দাস হ্যায়, (ধীরে ধীরে) আর তোমার বুনই হ্যায়।

১ম দৌ—কেঁও ? কেয়া বোলা ? (মারিতে উদ্যত)

গোবিন্দ—(উচ্চৈঃ) জমাদার জি ! জমাদার জি ! হ্যাম্‌কো মত মারো, হ্যাম্ কৃষ্ণের জীব হ্যায় পুট্‌করে মরযাগা পিছু হ্যামকো ভাগড়্ মে তোম্‌কো ফেল্‌নে হোগা (স্বঃ) ইস্ আবার কি বল্‌তে কি বলে ফেল্লুম্। (প্রঃ) না না জমাদার জি ! ভাগড় মে নেই শ্মশান মে লেযানে হোগা। এই জমাদার জি ! হ্যাম্ তোম্‌রা গলাবাজিমে ভয় কর্‌তা নেই লাঠিবাজিমে আও দেখা যাগা।

(বদ্ধ পরিকর হইয়া প্রবেশের চেষ্টা)

১ম দৌ—ফিন্ গুল্ মুল্ করেগা তো, তেরা হাড্ডি তোড় দেঙ্গে।

গোবিন্দ—দেঙ্গে ফেঙ্গে কিছু বুঝিনে কিছু লেঙ্গে? এইবার যে, চাঁদ বদনে আর হাঁস ধরে না। দেখ জমাদার জি। তোমার দাড়িটা যেন চমরি গরুর লেজ।

২য় দৌ—এ শালা বহুত বদমাইস আছে। লাটী খেল্‌নেকো মাংতা? আও লাটী খেলো। (লাটী লইয়া পরিক্রমণ)

গোবিন্দ—জমাদার জি। হ্যাম যে লাটী বাড়ীতে ভুলে এইচি।

১ম ও ২য় দৌ—মারো শালাকো (প্রহার)

গোবিন্দ—(উচ্চৈঃ) বাবারে মলুম্‌রে মেরে ফেল্লেরে, দোহাই রাজার দোহাই প্রজার, দোহাই সকলের, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত।

১ম দৌ—এ বুডরাক্ বহুত চিল্লাতা, (মারিতে উদ্যত)

গোবিন্দ—দোহাই হরি, দোহাই শিব, দোহাই সষ্ঠী মাখাল, তেত্রিশ কোটি দেবতা (কাঁদিতে কাঁদিতে) আচ্ছা শালারা এত্‌না জোর্‌সে মারতা কাহে। (উচ্চৈঃ) দোহাই আল্লা, দোহাই যীশুকৃষ্ট।

ভাট—(সভা মধ্য হইতে) ও দিকে ও কিসের গোলমাল হচ্চে? গোবিন্দ দাসের গলার মত বোধ হচ্চে না? ঠিক্ তাইতো বটে। ওটা আবার এখানে এলো কেন? এখুনি কি একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে বস্‌বে।

গোবিন্দ—দোহাই গ্রামের দোহাই দেশের।

ভাট—আর বসাবে কি? বসিয়েছে যাই দেখি। শ্রেয়াংসী বহু বিঘ্নানী। (স্বসব্যস্তে অগ্রসর হইয়া) আরে কে ও? গোবিন্দ দাস? হয়েচে কি?

গোবিন্দ—(মাটিতে অনুসন্ধান করিতে করিতে) আমার মাতা আর তোমার মুণ্ডু।

ভাট—আরে মাটিতে কি খুঁজচো?

গোবিন্দ—বিষ্ণু পাঁজরার হাড় খুঁজ্জি।

ভাট—মাটিতে কেন ?

গোমিন্দ—এই দু শালা যম দুত যে মার মেরেচে, মারের ধমকে যদি ২।১ খানা হাড় খসে মাটীতে পড়ে থাকে তাই খুঁজ্জি।

ভাট—(হাসতে হাসিতে) আবে তাও কি কখন হয়, তুমি কি পাগল হয়েচো নাকি ?

গোবিন্দ—আরে যাও না ঠাকুর, লাটির গুতো যদি দেখতে, তা হলে আর তোমার ঐ পোড়ার মুখে হাঁসি আস তো না। জমাদর জি তোমাদের ঐ লাটির গুতোটা ঠাকুরকে একবার দেখিয়ে দাও, দোহাই তোমাদের।

ভাট—বলি গোবিন্দ, তোমার সঙ্গে এখন আমি পঞ্চায়েৎ কত্তে আসিনি আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পার্‌বোনা হয়েচে কি ? ব্যাপার খানা কি ?

গোবিন্দ—আচ্ছা আগে আমায় ভেতবে নে যাও তবে বলচি। নয় এ শালাদের এখান থেকে নেড়ে নিয়ে যাও।

ভাট—ভয় কি ! এস আমার সঙ্গে।

গোবিন্দ—(প্রবেশকরনান্তর) বলি ও সমুন্দিরে ! এই দেখ্ রাজ পুত্তর দের মত ভেতরে এসেছি। হ্যাঁ বলি ভাট মশাই ! দেশ শুদ্ধু রাজ্ রাজ্ড়ার নিমন্ত্রণ হলো, আমার নিমন্ত্রণ হলো না কেন ?

ভাট—আমি ভুলিচি, তুমি যে একজন ছোট খাটো রাজ পুত্তুর গ্রামে আছো, তাহা আমার অতো হুঁস ছিল না। এখন তুমি মানে মানে পালাও কি জানি যদি আর কারো নজরে পড়ো।

গোবিন্দ—ভাট্ মহাশয় ! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় দয়া করে, ঐ রাজ রাজড়ার এক পাশে বসিয়ে দাও। তাহলেই বস্।

ভাট—কেন রাজ কন্যে মালাবতীকে বে করবার ইচ্ছে আছে নাকি? কপালটাও চক্ চক্ কচ্চে বটে। আচ্ছা তোমায় বসিয়ে দিচ্চি কিন্তু কেউ যদি অর্দ্ধচন্দ্র দান করে আমি দায়ীক না।

গোবিন্দ—(উপবেশনান্তে) (স্বঃ) এযে বেজায় নরম আসন দেখ্‌চি এ আসনে আমিত আমি, আমার চৌদ্দপুরুষ কখন বসেনি। (প্রঃ) ভাট মহাশয়! আমার বড় গরমি কচ্চে, আমি এখানে একটু দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই, আপনি দয়া করে, রাজ কন্যেকে একবার আমার কাছে আন্‌বেন্।

ভাট—অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা, অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।

বিষং গোষ্ঠী দারিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরণি বিষম্

এ বেটা আপনি ধরা পড়বে দেখ্‌চি, তা আমি

কি কর্‌বো। (প্রঃ) তুমি এই খানে বসো রাজ কন্যে

এলো বলে। তুমি জোন্ চেরেক্ বয়ৃম ঠিক্ করে রেখো

আবার তোমায় নে যেতে হবে।

গোবিন্দ—(উপবেশনান্তর নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি প্রদর্শন)

মালাবতী ও শ্বেতা, পদ্মা, চিত্রা প্রভৃতি সখিগণের

(বরণ ডালা, ঝারি, মালা প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী ঝংলা তাল ঠুংরি।

সখিগণ—উলু ধ্বনি দেগো তোরা উলু ধ্বনি দে,

আজ আমাদের দেখন হাঁসি মালাবতীর বে।

যত সব নবীন নাগর, রসের সাগর

দেখ্‌লো তোরা ঐ এসেছে।

কারোচুল বাব্‌রি কাটা, কারো আবার সিঁতে কাটা

কারো আবার গোঁপের জোড়ার বাহার দেখে কে ?

কেউ আড় নয়নে চায়, কেউ গলার সাড়া দেয়,

(আবার) টুস্‌কি দিয়ে, হাই তোলে কেউ

কর্‌বে বোলে বে।

আবার যেটা নাদা পেটা, হয়লো সেটা ঠেঁটার ঠেঁটা,

দেখলো সই নয়ন ভোরে মুচ্‌কে হাঁসে যে॥

ভাট—শুন শুন সভাস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলি !

গন্ধর্ব্ব কুলের শ্রেষ্ঠ নাম চিত্ররথ, কন্যাতায় মালাবতী হবেন স্বয়ম্বরা ; আশীর্ব্বাদ করুন সকলে।

ব্রাহ্মণগণ—স্বস্তি, স্বস্তি।

(মালাবতী সখীগণ সহ রাজপুত্র গণের নিকট অগ্রসর হওন ও বাজপুত্র গণের স্ত্রীলোকত্ব প্রাপ্ত হওন)

ভাট—(পলায়নোদ্যত)

গোবিন্দ—হাঁ ; হাঁ ; ভট্ট মহাশয় ! কোথা যান্‌ ? আমার বে-টা দিয়ে যান্‌।

ভাট—(চক্ষু বুঝিয়া) অহং জননীস্য একমাত্র পুত্রং

নচঃ কন্যাং নচঃ ক্লীবং,

য পলায়তি সজীবতী।

(পুনঃ পলায়ন উদ্যত)

গোবিন্দ—হাঁ হাঁ ভট্ট মহাশয় ! একটুকু সবুর করুন সবুরে মেওয়া ফলে, আমি নয় বংশীধারীর শিষ্য, আপনি যে আসধারিণীর শিষ্য লড়ায়ের সময় পালালে চলবে কেন। (ভীত স্বরে) ও কি ? ও কি ? সভাশুদ্ধ রাজা, রাজপুত্র সব মেয়ে মানুষ হয়ে গেল দেখ্‌চি যে,

তাইতো তাইতো কি কবি, কোন্ দিক্ দে পালাই। (উচ্চৈঃ) ভট্ট মহাশয়! ও ভট্ট মহাশয়!

(পলায়নোদ্যত)

ভাট—অহং গবৌ, ত্বং গবৌ, এই দয়োর্গবৌ চলং পলায়নং কবিষ্যো।

গোবিন্দ—সেটা ঠিক্ সেটা ঠিক, সেটা ঠিক্।

(উভয়েব পলায়ন)

চিত্রা—(বিস্মিত ভাবে) ওলো শ্বেতা! ওলো পদ্মা! এসব কি লো? এ কি হলো লো? সভাশুদ্ধু বাজা রাজপুত্ত্ব সব রাজ কন্যে হলো যে দেখ্‌চি; এ কি ভাই এ আবাব কি ভাই?

পদ্মা—তাইত লো। ঐ দেখ্ ভাই, ভাট্, বামুন চাপরাশি, দরওয়ান সব্ পালাচ্চে।

শ্বেতা—আমাদের বাজ কন্যে ত রাজপুত্র হয়ে যায় নি? তা হলেই মুস্কিল।

চিত্রা-- তোমা রাজ পুত্র হয়ে চিস্ কিনা আগেতা দেখ্।

পদ্মা—ওলো উ কি কথা লো? আমার ভাই বড় ভয় কচ্চে। কি জানি ভাই যদি পুরুষ মানুষ হয়ে পড়ি, তখন কি হবে।

শ্বেতা—তাতেই বা ভাবনা কি লো? আমাদেব দেখ্‌ন হাঁসি তোকে বে করবে।

পদ্মা—ওলো শ্বেতা ও সব কথা এখন ছেড়ে দে, এখন আমরা পালাই চল্। দেখন হাঁসিকে নিয়ে গিন্নি মার কাছে পৌঁছে দিইগে চল্।

(সকলের প্রস্থান)

(ঐ সঙ্গে স্ত্রী রূপধারী রাজপুত্রগণের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গণ্ডকী নদী তীর)

উপবর্হ'ন ও শান্তশ্রীব প্রবেশ।

উপ—সখা! এই ত সেই পুণ্য সলিলা গণ্ডকী।
হের হেব সখা! এই দূব প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী
প্রেমানন্দে হয়ে উন্মাদিনী, প্লাবি দুই তীব্
উর্ম্মিমালা রূপ দন্ত বিকাশি, উপহাসি,
কুল্ কুল্ স্বরে বলে যেন মোবে, ও রে ও
গন্ধর্ব্ব কুমার জগত জীবের জীবনের স্রোত
বয়ে যায়, এই রূপ মোর মত। দ্যোখো দ্যোখো
চেয়ে, ঐ শুষ্ক তৃণ পত্র আদি কত, ভীষণ
তরঙ্গাঘাতে হয়ে জর্জ্জরিত, কভু উঠে, কভুপড়ে
কভু হেলে দুলে ভেসে যায়—
অনন্ত সাগরে বক্ষ দিয়ে মোর্।
জগতের জীব ও শুষ্ক তৃণ পত্র সম, ভেসে যায়
জীবনের স্রোতে, ভীষণ তবঙ্গাঘাতে হয়ে
জর্জ্জরিত, উঠে পড়ে চলে যায়—
মিসিতে সে অনন্ত কালেতে।

বলে যেন পূণ্যতোয়া গণ্ডকী আমারে,
ওরে ও গন্ধর্ব্ব কুমার, যারে তুমি কর আরাধনা
সেই অনাদি অনন্ত, দেব নারায়ণ, শালগ্রাম
শিলা রূপ ধরি, করে বাস আমার উদরে।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, নচঃদৈব, নচঃ পুরুষাকার।
ওই শুন সখা, শাখীপরে বসে পাখী,
কুজনিয়া বলে যেন মোরে, ওহে ও রাজার কুমার,
এই দেখ মোরা দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়ে,
দারা পুত্র লোয়ে, বাঁধি নীড় থাকি সুখে মোরা,
তাই বোলে, কুণ্ঠিত কি নারায়ণ,
কৃপাবিতরণে আমাদের প্রতি? তবে কেন তুমি
দার পরিগ্রহে বিরত এখনও?
ঐ যে দেখিছ গিরি, তুষারে আবৃত, চূড়া যার চলে গেছে
অভ্র ভেদী বিমান পথেতে, উপদেশ ছলে
বলে যেন মোরে, ওহে ও গন্ধর্ব্ব কুমার,
যুগ যুগান্তর হতে থাকি এই খানে, দেখিয়াছি
কত শত রাজা মহারাজে, কত শত যোগী ঋষি গণে.
কত শত নাগ, নর, দেবতা গন্ধর্ব্বে,
আশৈশব সংসারেতে থাকি, যৌবনেতে
দারা পুত্র লোয়ে, সংসারের সুখ, করি
উপভোগ, বার্দ্ধক্যেতে প্রেমাঙ্কুর হইলে উদ্ভূত
দারা পুত্র রাখি সাবধানে, আমারি গহ্বরে
বসি প্রেমানন্দে প্রেমাশ্রু করি বরিষণ,
মুক্তি লাভ করিয়াছে তারা। সাক্ষী তারদেখ

আমি নিজে হইরে পাষাণ, পাষাণে গঠিত
হৃদয় আমার, তবু ঐ দেখ চেয়ে
ঐ আমার প্রেমময়ী প্রাণের প্রতিমা
গণ্ডকী আমার, প্রেমানন্দে হয়ে বিগলিত
প্রেমিকে প্রেমের ধারা বুঝাবার তরে,
প্রেম ধারা রূপে দেহ হতে মোর্
বিনিস্থতা হোয়ে, ঘাত প্রতিঘাত রূপ তরঙ্গ আঘাতে
পাদ্ প্রক্ষালন্ করে মোর সদা।
ঐ দেখ ঐ দেখ আমার হৃদয় ছায়া ধরিয়াছে
গণ্ডকী আমার। তাই পাইয়াছি
কীটরূপী নারায়ণে। রাখিয়াছি হৃদয়েতে তাঁরে
সযতনে। সখা! ঐ গণ্ডকী বার্ বার্
বলে যেন, "প্রেম বিনা কার্য্য সিদ্ধ না হইবে মোর"

শান্তশ্রী—সখা! দেবাদেশ কভু বর্থ নাহি হবে।
দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ অচিরে হইবে।

উপবর্হন—সখা! সখা! আবার আবার ঐ
ত্রিশূলের ছায়া দেখা যায় গণ্ডকীর জলে।
(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে) বাগাম্বর! পড়িল কি
মনে, এই দীন হীনে, এত দীন পরে পুনঃ?

(ত্রিশূল হস্তে শিবদূতের প্রবেশ)

শিবদূত—হর হর শঙ্কর।

উপবর্হন—(কৃতাঞ্জলি পুটে) বলুন দেব, কিবা আ[illegible]
মোর প্রতি বাগাম্বরের? প্রস্তুত এখনি পালিতে
তাঁহার আজ্ঞা।

শিবদূত—শুন ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার! দেবাদেশ
জানাতে তোমারে, আসিয়াছি পুনঃ হেথা।
আজ শুভদিন শুভলগ্ন উপস্থিত।
এই শুভ লগ্নে তুমি হবেরে সংসারী॥
সঙ্গিনীগণ সনে জল্ ক্রীড়া হেতু, আসিতেছে
চিত্ররত কন্যা স্বাধ্বী মালাবতী। ঈশানীর বরে
বরিতে তোমারে। শঙ্কর আদেশে প্রেরিয়াছেন
কৌটা সহ অক্ষয় সিন্দুর আপনি শঙ্করী।
মালাবতী তব গলে দিবে ফুলমালা। সেই কালে
দিবে তাবে অক্ষয় সিন্দুর সীমন্ত মাঝারে তার।
এই লও অক্ষয় সিন্দুর। (প্রদান)
যাই আমি, থাক প্রতীক্ষায়, বিলম্ব নাহিক আর,
যত্নে রেখো অক্ষয় সিন্দুরে।
আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী সোহাগিনী হবে।
হর হর শঙ্কব। (প্রস্থান)

উপবর্হন—সখা! সখা! কৈ? কৈ? আমার
হৃদয় বিহারিণী চিত্ররত কন্যা মালাবতী কৈ?
(কৃতাঞ্জলি পুটে) (স্বঃ) নারায়ণ! তবাদেশ করিতে
পালন আসিয়াছি হেথা। বাঘাম্বর!
সংসারী করিতে মোরে, কেন যে প্রয়াস তব
বুঝিতে না পারি। জানিতাম আগে,
সংসার অসার, সংসারে আবদ্ধ জীব
মুক্তি নাহি পায়; এবে দেখি, সংসারি হয়
এক মাত্র মুক্তির সোপান।

শান্তশ্রী—সখা! বুঝে দেখ মনে, সংসারী না হইলে হৃদয়েতে নাহি হয় মায়ার সঞ্চার, আবার মায়া না জন্মিলে হৃদে, প্রেমের না হয় বিকাশ। বিনা প্রেম, মুক্তির নাহিক উপায়।

উপবর্হন—সখা! সত্য যদি সংসারই হয় মুক্তির সোপান,
তবে আর বিলম্বে কিবা ফল।
চল যাই দেখি গিয়ে, কোথা সেই,
প্রাণের প্রতিমা মালাবতী মোর।

শান্তশ্রী—সখা! সখা! বোধ হয় এইদিকে আসে কোন তাপসপ্রধান মুনিসত্তম বশিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় অনুভব।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ—শিবশম্ভো। শিবশম্ভো! শিবশম্ভো।

উপবর্হন—(কৃতাঞ্জলিপুটে) তাপসেন্দ্র।
জীবন সফল মম তব দরশনে।
কৃতার্থ করুণ মোরে দিয়ে পদধূলি (পদধূলিগ্রহণ)।

বশিষ্ঠ—মনবাঞ্ছা পূর্ণ তব হউক সত্বরে।
গন্ধর্ব্বকুমার! এখনও আছে কিবে চিত্তেরবিকার?

উপবর্হণ—তপোধন! হেন কথা কি হেতু জিজ্ঞাসিলেন মোরে?

বশিষ্ঠ—(স্বঃ) জানি আমি সব, কে যে তুমি। মোর আশীর্ব্বাদে, দেবাদিদেব শঙ্করের বরে, নারায়ণের অংশে, গন্ধর্ব্বরাজ ঔরষে জন্মতব। ভক্তচূড়ামণি তুমি, তাই আসিয়াছি দরশন আশে তব। (প্রঃ) ওবে গন্ধর্ব্বকুমার। জানি আমি দেবাদেশ তব প্রতি সংসারী হইতে; জানি আমি শঙ্কর আদেশে, অক্ষয় সিন্দূর প্রেরিয়াছেন আপনি শঙ্করী। তাহাতেও কি ঘুচে নাই

চিত্তের বিকার তব? তাই বৎস জানিতে বাসনা এবে,
কিবা ইচ্ছা তব?

উপবর্হন—তপোধন। সত্য বটে, এখনও ভ্রম অন্ধকার
যায় নাই মোর। বুঝিতে না পারি, সংসার-
আবদ্ধ জীব কেমনে পাইবে নিস্তার।
এই ভ্রম অন্ধকার মোর করুণ নিবারণ।

বশিষ্ঠ—ওরে ও অবোধ বালক। কাহারে পাইতে,
কাহারে জানিতে, কাহারে দেখিতে, মুক্তি চাও তুমি?
মুক্তি আশ কর কি কারণ?

উপবর্হন—মুনিবর। পাইতে সেই নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণে।
অন্য কিছু হৃদে নাহি পায় স্থান।

বশিষ্ঠ—ওরেরে অবোধ বালক। যাহারে পাইতে এত
কর আকিঞ্চন, সেই সাধনের ধন
নিত্য নিরঞ্জনে কর অবহেলা?
যাঁহার আদেশে, গ্রহ উপগ্রহসহ
কোটী বসুন্ধরা ঘূর্ণিত হতেছে সদা
আপন কক্ষেতে। যাঁহারি আদেশে
চন্দ্র সূর্য্য তারা, দিবানিশি ঘুরিতেছে
আপন মণ্ডলে। যাঁহারি আদেশে
মেঘদল সদা করে, বারি বরিষণ।
যাঁহারি আদেশে সদা বহে সমীরণ।
যাঁহারি আদেশে ফলফুলে সুশোভিত
হয় বৃক্ষগণ। অনন্ত জ্যোতিতে যাঁর
দীপ্ত সদা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল। ওরে ও অবোধ

বালক ! তাঁহারি আদেশ তুমি কর অবহেলা ?
ঐ দেখ চেয়ে ঐ সুনীল আকাশে,
তুলারাশিসম ঐ জীমুতের দল,
উর্ব্বরা করিতে এই ধরাতল, পবন তাড়নে
উড়ে যায় বরিষণতরে দূর দূরান্তরে।
তুমি কিরে মনে কর, এই সব আপনাতে হয় ?
যাঁহারি আদেশ তুমি কর অবহেলা ;
তাঁহারি আদেশে সব হতেছে সাধিত।
তুমি নিজে হয়ে জাতিস্মর, কেন তবে
ভুলে যাও নিত্য নিরঞ্জনে।
জানি আমি, সমাধিতে দেবকার্য্য
ডুবে আছ কিছুদিন বিস্মৃতির জলে।
(উপবর্হনের চক্ষুস্পর্শ করিয়া) গন্ধর্ব্বকুমার !
এইবার দেখদেখি কে তুমি ?
কোথা হতে, কি কারণে আসিয়াছ হেথ ?

উপবর্হন—(কৃতাঞ্জলিপুটে) নারায়ণ ! বুঝিলাম কিবা ইচ্ছা তব। (প্রণাম)
মুণিবর ! ভ্রম অন্ধকার এবে ঘুচিল আমার।
অনুমতি করুন আমারে, এবে কি কার্য্য করিতে হবে।

বশিষ্ঠ—ওরে গন্ধর্ব্বকুমার ! ঐযে দেখিছ দূরে
প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান রাজি, তীর হতে
স্পর্শিয়াছে গণ্ডকীর জল। যাও তথা;
অদূরে দেখিবে এক ক্ষুদ্র উপবন। লুকায়িত থাক তথা,
জলক্রীড়া হেতু এখনি আসিবে তথা
চিত্ররথ কন্যা সাধ্বী মালাবতী। অস্ত শুভলগ্নে

দোঁহে হইবে মিলন। যাই আমি, যাও এবে,
প্রতীক্ষা করগে তার। সময়েতে দেখা হবে পুনঃ।

উপবর্হন—মুণিবর! প্রণাম চরণে তব। আশীর্ব্বাদ করুণ আমারে।

(উভয়ের প্রণাম)

বশিষ্ঠ—মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তব। দেবকার্য্য সাধরে সত্বর।

শাস্ত্রী—জয় হরিনারায়ণ।

বশিষ্ঠ—শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! শিবশম্ভো!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গণ্ডকী তীরস্থ স্নানের ঘাট।

সখিগণ সহ মালাবতী।

(গীত)

রাগিণী বেহাগ তাল কাওয়ালি।

মালাবতী—মরি কিবা শোভা (ঐ) গণ্ডকীর জলে,
প্রাণ মোহিত হলো, হেরি ঐ তরঙ্গ হিল্লোলে।
বড় আশা করে, এসেছি মা তব তীরে,
মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা অচিরে;
শুনেছি মা বেদ পুরাণে, গর্ভে ধর নারায়ণে
তাই ধরি মা তোর চরণে; নারীর বেদন জানিস্ বলে।

(স্বঃ) মা গণ্ডকী! মা সর্ব্বমঙ্গলে। কৈ মা ?
কৈমা আমার মনের মতন পতিধন ?
দিনের পর দিন যায় সঙ্গে সঙ্গে আমার
জীবনের স্রোতও বহে যায়।

১ম সখি—ভাই মালাবতী। তুই বিড়্ বিড়্ করে কি বকচিস ভাই ?
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্ না ভাই, আমরা সবাই শুনি।

২য় সখি—ওলো সখির আমার মনের আগুণ, ভেতরে জ্বলে উঠেছে,
মুখ দিয়ে তার ছাই বেরুচ্চে, তোর আমার সাধ্য কি যে,
সে আগুণ নেবাই। সকলে মিলে জলের জোগাড় কত্তে পারিস তো
সখির মনের আগুণ নেবে।

৩য় সখি—ওমা অবাক্ কল্লি যে; কেন মা গণ্ডকী তো সামনে, ওঁর
অতো জলে ও কি, সখির মনের আগুণ নিব্‌বেনা ?

৪র্থ—তুই কি ন্যাকা লো, মনের আগুণ কি যে সে জলে নেবে নাকি ?

১ম—শুধু কি মনের আগুণ, তার সঙ্গে সঙ্গে তেষ্টাও বেশি।

৩য়—আ পোড়া কপাল. তবে একটা সোডা কি লেমনেট এনে দিই না,
এখনি পেট ফাঁপা গরহজম্, জল তেষ্টা সব ঠাণ্ডা পড়বে এখন।

মালাবতী—একি ভাই তোদের জন্যে কি, মনে মনে ঠাকুরদের নামও
করতে পারবো না ?

১ম সখি—তাই ভেঙেচুরে বল্ না সখি।

৩য় সখি—ওলো বুঝচি বুঝচি প্রাণের ঠাকুরকে ডাক্‌চে। চল্ লো চল
আমরা এখান থেকে একটু সরে যাই—ও মনে মনে, চুপি চুপি,
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, শুয়ে বসে, এড়িয়ে গড়িয়ে যা ইচ্ছে তাই করে,
প্রাণের ঠাকুরকে ডাকুক্। আমরা ঐ বন থেকে
ফুল তুলে মালা গেঁথে আনি চল।

গীত।

সখিগণ—আয় লো আয় সবাই মিলে ফুল তুলি গে আয়
তুলে ফুল গাঁথবো মালা, পরাব মোরা সখির গলায়।
১ম ২য়—ফুল তুলিব তোড়া বাঁধিব।
৩য় ৪র্থ—ফুল তুলিব মালা গাঁথিব।
সকলে—(আবার) সাজিয়ে দেব ঐ সখির খোঁপায়।
১ম ২য় ওলো ওলো ঐ লো।
৩য় ৪র্থ—কিলো কিলো কৈলো ?
সকলে—দেখ্‌লো দেখ্‌লো ঐ প্রজাপতিলো, উড়ে বস্‌লো ঐ মালাবতীর গায়। (মালাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

গণ্ডকী নদী তীরস্থ উপবন।

উপবর্হণ ও শান্তশ্রী।

উপবর্হণ—সখা! শিবাদেশ বুঝি ব্যর্থ হলো এবে।
(জোড়হস্তে নারায়ণ! তব ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ নাহি হয়।
সখা! সখা! ঐ, ঐ, ঐ, আমার প্রাণের প্রতিমা,
ঐ বুঝি আমার হৃদয় বিহারিণী চিরব্রত কন্যা মালাবতী।
সখা! দেখ দেখ অদূরে ঐ গণ্ডকী সোপানোপরে
কে ঐ রমণী রয়েছে দাঁড়ায়ে? আহা মরি মরি,
কিবা মানস মোহন অপরূপ রূপ। মনে হয় মোর,
পূর্ব্বে কোথা হেরিয়াছি ঐরূপ,
ব্রহ্মলোকে, কি শিবলোকে অথবা গোলকে।
সখা! বীণাযন্ত্রে আর মোর নাহি প্রয়োজন;

বীণাযন্ত্রে আর কিবা কাজ। ভীষণ সংসার,
সম্মুখে আমার। রে বীণে! এত দিন যত্ন করে
রেখে তোরে, ভাসাইব আজ বিস্মৃতির জলে—
কিছুদিন তরে। সখা এই লও ধর ধর
আমার সাধের বীণা; যত্ন করো যত্নে রেখো,
এই মিনতি মোর, হরিনাম মিশ্রিত বীণার মধুর ঝঙ্কার
শুনাইওরে শেষের সে দিনে।

(মালাবতীর নিকট গমনান্তর)

কে তুমি লো বরাননি! শীঘ্র পরিচয় দেহ মোরে।
কেবা তব পিতা? কেবা তব মাতা?
কোন্ কুল করেছ উজ্জল?

মালাবতী—(নিরুত্তর)

উপবর্হণ—নিরুত্তর কেন লো সুন্দরী? কি কারণে একাকিনী
আসিয়াছ হেথা? পরিচয় দানে সুখী কবলো আমারে।

মালাবতী—(স্বঃ) মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমায় বল্ বুদ্ধি দাও মা।
(প্রঃ) আপনি কে? আগে পরিচয় দিন্ মোরে।

উপবর্হণ—গন্ধর্ব্ব রাজ পুত্র, আমি লো সুন্দরী!
উপবর্হণ নাম মোর, হরির ইচ্ছায় শিবাদেশে
সংসারী হইব বলি, আসিয়াছি হেথা।
এবে তব পরিচয়, দাও লো সুন্দরী।

মালাবতী—(স্বঃ) মা সর্ব্বমঙ্গলে! এখন কি করি উপায় মা?
(প্রঃ) রাজ পুত্র! চিত্ররত গন্ধর্ব্বের কন্যা হই আমি,
নাম মোর হয় মালাবতী।

সখিগন সনে আসিয়াছি হেথা।
ফুল তুলিবারে গিয়াছে, ঐ উপবনে।
জানি না কি আশায় আসিয়াছি হেথা।
উপবর্হণ—সত্য যদি তুমি, চিত্ররত কন্যা, হও মালাবতী
তব তরে সদা, পাতিয়া রেখেছি হৃদ্ সিংহাসন ;
এস এস এস লো সুন্দরী, আলিঙ্গন দেহ মোরে এবে।
বক্ষে করি তোমা, মিটাইব আজ প্রাণের পিপাসা।

(আলিঙ্গন করনান্তর)

(কৃতাঞ্জলিপুটে) কোথা কোথা নারায়ণ! কোথা, কোথা বাঘাম্বর! দেখ দেখ অলক্ষেতে স্বর্গ হতে দেখ, পালিতে আদেশ তব দোঁহাকার, দাম্পত্য প্রণয়াবদ্ধ হইবো আজি, মোরা দুই জনে।

(ফুল মালা লইয়া গীত গাইতে গাইতে সখিগণের প্রবেশ।)

গীত।

রাগিনী ঝিঁঝিঁট তাল কাশ্মিরী খেমটা।

সখিগণ—কে ঐ দাঁড়ায়ে রয়েচে,
মনের মানুষ কি প্রাণের ঠাকুর, বোঝা গিয়েচে,
স্নানের ঘাটে নাইতে এসে মনেব মানুষ পেয়েচে।
আয় লো সখি আয়, দেখবি যদি আয়,
(বিধি) মনের মতন, মনের মানুষ মিলিয়ে দিয়েচে।

১ম সখি—ও সই এ কে লো? একে কোথা পেলিলো? সঙ্গে করে এনেছিলি নাকি? না, মা গণ্ডকীর জল থেকে পেলি?
২য় সখি—না লো না, সই ওকে কুড়িয়ে পেয়েচে। দেখিস্‌নি আসবার সময় চারিদিক চাইতে চাইতে আস্‌ছিল।

৩য় সখি—তা নয় লো তা নয়, সই কোঁচড়ে করে লুকিয়ে এনেছিল।
যেমন আমরা সবে গিয়েচি, অমনি কোঁচড় থেকে বের করেচে।

৪র্থ সখি— তুই ঠিক বলেচিস সই, ও নিশ্চয়ই কোচড়ে করে এনেছিলো।
শুধু তা নয়, এদিকে গনন গাথন পনাপণ চার চোকে চাওয়া চাই অনেক কাজ চুকিয়ে রেখেচে। শুধু মালা বদল বাকী। মালা কাছে থাকলে সে কাজও চুকে থাকতো, আমরা এসে একেবারে বর কনে দেখতুম্।

মালাবতী—এত বুঝেচো যদি সই, আমায় মালা দিলে কৈ ?

২য় সখি—চাইলে যদি পায়, তবে কেন সে না চায়।

৩য় সখি—ওলো সোএর বুক ফাটবে তো, মুখ ফাটবে না। তাকি তোরা জানিস না ?

৪র্থ সখি—দে লো দে সবাই মিলে সবের গলায় মালা
সই আমাদের সোহাগ ভরে বরকে দিবে মালা।

সকলের মালা প্রদান।

(মালাবতী উপবর্হনের গলায় মালা প্রদান)

উপবর্হন—অক্ষয় সিন্দুর এবে পরলো সুন্দরী।

(সীমন্তে সিন্দুর প্রদান)

শঙ্কর আদেশ অক্ষয় সিন্দুর পেরিয়াছেন আপনি শঙ্করী।
(কৃতাঞ্জলি পুটে) নারায়ণ! তব ইচ্ছা পরিপূর্ণ এবে।
বাঘাম্বর! তবাদেশ করিমু পালন।

গীত।

রাগিণী গৌরী তাল কাশ্মিরী খেমটা।

সখিগণ—দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ লো সবাই নয়ন ভরে।
কিবা মনের মতন, চারু চিকন আছে শোভা করে।

দুয়ে মিলেচে ভাল, করেচে আলো
আয়লো মোরা পরাই মালা যতন করে।

১ম সখি—আমি ভাই কানে গুঁজে দি।

২য় সখি—আমি ভাই হাতে সঁপে দি।

৩।৪ সখি—মোরা সব দল্ ধর্ ধর্ দিগো ভাল করে॥

উপবহু—সখী! যাও যাও ভাই এবে সব ফিরে যাও
বলো বলো ভাই পিতার নিকটে,
তাঁর ইচ্ছায় শিবাদেশে সংসারী হয়েছি আমি।
মনেতে বাসনা আমার,
করি তীর্থ পর্য্যটন পরে ফিরিব আবার।

মালাবতী—সখি! তোমরাও ভাই শুন মোর কথা,
সংসারের সার, জীবনের সার হয় পতি ধন,
স্বামী সেবা, স্বামী আজ্ঞা যাহাতে পালন,
ধরা মাঝে নারীর জনম। তাই বলি সখি
তীর্থ পর্য্যটনে সঙ্গিনী হইব গো তাঁর।
তোমরা সকলে গিয়ে বোলো সহ
মায়েরে আমার, তীর্থ হতে আসি,
স্বামী সহ, পুনঃ ঘরে ফিরব আবার।
এবে বিদায় দাও গো সবে মিলে মোরে।

(উপবহু ও মালাবতীর প্রস্থান)

১ম সখি— ওলো দেখ্‌লে আপনার পর হলো, পর আপনার হলো।
ঐ যে কথায় বলে
"পেটুটি ভোরে খায় দায়
সময় পেলেই বন পানে চায়"
সখীর আমাদের তাই হলো।

২য় সখি—"দশ মাস দশ দিন পেটে ধরলে মা,

তারে কিছু না বোলে, কেমন করে চলে গেল গো মা ॥"

৩য় সখি—পিরীত বড় জিনিস সই, তুমি আমি বুঝলুম কৈ।

প্রেমেতে মানুষ হয় গো কাণা, আপন পর জ্ঞান থাকে না।"

৪র্থ সখি—"পিরীত যদি বুঝতুম সই, তোদের সঙ্গে কি আমি বই"।

চল্ চল্ যাই, এমন সুখের খবরটা মাকে দিই গে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজ-পথ)।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক—ওহে শুনেচো? রাজবাটীতে এক মজার ঘটনা ঘটেছে?

২য়—হঁ্যা হে শুনেচি, আরে সে সব্ সত্তি নাকি? তাও কি কখন হয়?

১ম—আর তাও কি হয়; নিজের চোখে দেখেছি।

২য়—বল কিহে, তুমি সভায় গেছেলে নাকি?

১ম—ঐ একটা লোক ছুটে এইদিকে আসচে না? বোধ হয় রাজবাড়ী থেকেই আসচে।

২য়—হঁ্যা হঁ্যা তাই বোধ হচ্চে। ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সব্ জান্তে পারা যাবে।

স্বসব্যস্তে রাজপথ দিয়া ভাটের গমন।

১ম—ওগো মশাই! ওগো মশাই! কথা কচ্চেন্ না যে? শুনুন্ না, শুনুন্ না।

ভাট্—আমার এখন শোনবার সময় নাই। মশাই! এ যায়গার নাম কি? রাজবাড়ী থেকে কতদূর? গন্ধর্ব্বনগর ছাড়িয়ে এইচি কি?

২য়—কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারখানা কি? আপনি অত কাঁপাচ্চেন কেন?

ভাট্—আমার মাতা আর আমার মুণ্ড। পালাও, পালাও শিগ্‌গির দেশ ছেড়ে পালাও (কাপড় ঝাড়া দিতে দিতে প্রস্থানোদ্যত)

২য়—আরে মশাই শুনুন না? কি হয়েচে? আপনি কাপড় ঝাড়া দিচ্চেন কেন?

ভাট্—বুঝতে পাবিনি, কেন আপনারা কি কিছু শুনিন্ নি? আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চেন?

১ম—আপনি কাপড় ঝাড়া দিয়ে কি দেখ্‌চেন?

ভাট্—আমার মাথা আর আমার মুণ্ড। আমি পুরুষ মানুষ আছি, না মেয়েমানুষ হয়ে গেছি তাই দেখছি।

১ম।২য়।—হাস্য—

২য়—আপনি কি খেপেচেন্ নাকি?

ভাট্—আমি খেপেনি, আপনারা খেপেচেন। আপনারাও দেখুন্ আপনারা পুরুষমানুষ আছেন কি, মেয়েমানুষ হয়ে গেচেন।

২য় —আরে এ ব্রাহ্মণ বলে কি?

১ম ২য়—হাস্য

ভাট্—(ক্রোধভরে) আপনারা হাঁসচেন কেন? আমি নিজে নিজে স্বচক্ষে।

১ম—আপনি স্বচক্ষে কি দেখেচেন? (২য়কে দেখাইয়া) ইনি আমার কথা বিশ্বাস কচ্চেন্ না।

ভাট্—(স্বসব্যস্তে চারিদিক দৃষ্টি করিয়া) উনি বিশ্বাস করুণ আর নাই করুন আমি—

(প্রস্থানোদ্যত)

২য়—পলালে রক্ষা পাবেন্ নাকি? রাজার লোক এলেই আমরা—

ভাট্—আপনারা বলে দেবেন নাকি?

দোহাই মশাই, দোহাই আপনাদের, ব্রাহ্মণীর আমি ছাড়া আর কেউ নাই, আমি পালিয়ে বাঁচিবার চেষ্টা কচ্চি, কোন্ শালা আর রাজসভায় যাবে। কি কাণ্ড, কি ভয়ানক কাণ্ড, কি বিপরীত কাণ্ড (কাপড় ঝাড়া দিতে দিতে, আমার আক্কেল, একেবারে গুড়ুম। একি বাবা, যা নয় তাই, যা কোরাণে বাইবেলে নাই, যা বেদে পুরাণে নাই, যা পৃথিবীতে নাই

যা হয়নি হবে না, তাই হয়ে দাঁড়ালো।

১ম—আরে হয়েচে কি? ভেঙ্গেচুরিই বলুন্‌না মশাই।

ভাট্—রাজকন্যে, রাজকন্যে, মালাবতী।

২য়—তার হয়েচে কি?

ভাট্—যেমন্ বের জন্যে সভায় আসা, বস্।

২য়—বস্ কি?

ভাট্—বস্ একেবারে বস্

১ম—বস্ কি মশাই বলুন না?

ভাট্—বিবাহ প্রার্থী রাজপুত্রগণ, সব্ স্ত্রীলিঙ্গম প্রাপ্তম্। বিশ্বাস না হয়,

ঐ একজন ভিখারী রাজবাড়ীর ঐদিক্ থেকে আস্‌চে ওকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সব্ জানতে পারবেন।

(দ্রুতবেগে পলায়ন)

জনৈক ভিখারীর প্রবেশ।

(গীত)

ভীখারী—মন মজরে রূপের সাগরে।
দিন দুনিয়ামে রূপচাদ সাঁচ্চা আর সব ঝুঠা।
সাদা সাদা গোল গোল ধারে কাঁকুরি কাটা।
ঠুনঠুনাঠুন বাদ্যি বাজে, ছেলে বুড়োও খোঁজে,
বাদ্যি শুনে ছুড়্কো মাগ, ছুটে আসে কাছে।
দারা সুত পুত্র পৌত্র, আর সহোদর ভাই
বিপদ কালে রূপচাঁদবিনা, অন্য গতি নাই।
রূপচাঁদ যার সঙ্গে থাকে, সেই কেও কেটা,
স্বামী পুত্রহীনের রূপচাঁদ, হয় বড় বেটা।
রূপচাঁদ যার ঘরে থাকে, সেই বাপের বেটা,
কেউ কোথাও নাইকো যার, রূপচাঁদ তার জেঠা।
রূপচাঁদ ভায়ার দয়া হলে, পঙ্গুলঙ্ঘায় গিরি।
ফোঁটা চুন্নির বেটা, চন্দ্র বিলাস আমরি আমরি।

১ম—ওহে! ওহে বাপু! তুমি কি রাজবাড়ীর ঐ দিক্ থেকে আসচো?

ভীখারী—(চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া পলায়নোদ্যত)

২য়—আরে তোমার এত ভয় কিসের?

ভী—সে কথা পরে বল্‌চি, আপনারা এখন পালান্ পালান শিগ্‌গির পালান্। (নিজে পলায়নোদ্যত)

১ম—আমরা পালালে তোমার কথা শুনবে কে? ব্যাপারখানা কি?

ভী—রাজবাড়ী সুদ্দু, রাজসভা সুদ্দ সব্।

২য়--কি সব্?

ভী—গ্রামসুদ্দ, দেশসুদ্দ্ সব্; সব্ এক্ আকার।

২য়—ভায়া! এরও ঐ ব্যারাম্।

ভী—ব্যারাম্ স্যারাম কিছু না মহাশয়, এতক্ষণে বোধ হয় আর কেউ বাকী নাই।

১ম।২য়—(হাস্য)

২য়—ভায়া তবে কি এসব্ সত্তি নাকি? হলো কি?

ভী—আমি এই রাজবাটী থেকে আসচি মশাই, পালান্ পালান্

(গীত গাইতে গাইতে পলায়ন)

১ম—যাই হউক আমার ভায়া ভাল বোধ হচ্ছেনা। শুনিচি ভবিষ্যৎ পুরাণে, সব্ একাকার হবে। আমার বোধ হয় তাই সব্ এক আকার হতে সুরু হয়েচে। আমার বিবেচনায় এখন সরে পড়াই ভাল।

২য়—সেই ভাল, সেই সৎযুক্তি। কিজানি যদি কপাল গুণে, আর এই হুবেটার নিশ্বেসে যদি কোন গোল্মালই হোয়ে পড়ে, তখন বাড়ী গিয়ে মুখ দেখান ভার হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বদরিকা আশ্রম

বেদব্যাসের কুটীর—কুটীর সম্মুখে ব্যাস দেব পদ চারণা করিতে করিতে।

ব্যাস—তৎত্বমসি! তৎত্বমসি! তৎত্বমসি!

ব্রহ্মন্ন্য দেব! একি লীলা তব?
তোমারি ইচ্ছায় দেব, অবোধ মানবে,
তব অস্তি করিতে জ্ঞাপন, তব ইচ্ছারূপী
অমূল্য, অনিত্য, অভ্রান্ত বেদে, চারি অংশে
করিয়া বিভাগ, বেদান্ত দর্শনে কবি পরিণত,
কর্ম্মকাণ্ডেব করিতে বিস্তার, জ্ঞানের আধার,
মহা ব্রহ্মজ্ঞানী জৈমিনীরে করিয়া আদেশ,
নিজে সাধ্যমত জ্ঞান কাণ্ডের করি আলোচনা,
তোমারি শক্তি তোমারি মহিমা করিছি প্রকাশ।
চির প্রচলিত কিম্বদন্তী, শ্রুতি স্মৃতি করিয়া মন্থন,
অষ্টাদশ মহা পুরাণ করি প্রণয়ন,
সংসার আবদ্ধ নরে দেখাইয়াছি মুক্তিপথ।
করিতে জ্ঞানের বিস্তার এই ধরামাঝে,
আমারি ইচ্ছায় আমারি ইঙ্গিতে
সাংখ্য, পতঞ্জল, গৌতম গোভীলাদি মহাজ্ঞানী
গণ, বহুকাল ধরি, করি পরিশ্রম, তবতত্ব

নিরূপণ আশে, ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান শক্তি, কর্ম্ম শক্তি
রূপে, তবশক্তি তিন ভাগে করিয়া বিভাগ,
ষড় দর্শন রূপ চক্ষু দিয়াছে মানবে। মায়াবদ্ধ
মানবের মায়াজাল করিতে ছেদন, মহামুণি
বশিষ্ঠ সুমতি তপসা লব্ধ যোগ বলে,
যোগাবশিষ্ট করি প্রণয়ণ সাযুজ্য, সামীপ্য
সালোক্য পথ দেখায়েছে মানব সবারে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ হতে, মানব সকল,
জ্ঞান চর্চ্চা করি, মহাজ্ঞানে হয়ে জ্ঞানবান্,
ওঁঙ্কার রূপিণী ওঁ তৎসৎ প্রণব মন্ত্রে হইয়া
দীক্ষিত তৎত্বমসি জ্ঞানে সত্য রজঃ তম
তিন গুণে উ, অ, ম, অভিহিত করি,
বম্ বম্ শব্দে দিগ্মণ্ডল করি
প্রতিধ্বনি, এক মেবা দ্বিতীয়ম্ বলি করে ছিলো
স্থির। এবে দেখি সব্ বিপরীত।
কলির প্রতাপে, অল্পায়ু হীনবীর্য্য, স্বল্পবুদ্ধি
হইতেছে মানব সকল। জ্ঞানহীন, অল্পায়ু
কলির মানব, কেমনে পাইবে ত্রাণ বুঝিতে না পারি।
দিব্য চক্ষ্যে দেখিতেছি আমি, কলির মানব
অল্পজ্ঞানে হয়ে আত্ম হারা, প্রকৃত শাস্ত্রের
অর্থ বুঝিতে না পারি, কল্পিত কল্পনা বলে
অভ্রান্ত অদ্বৈত বাদে, দ্বিধা যুক্ত দ্বৈত বাদে
করি পরিণত, নিরাকার নির্ব্বিকার,
সদানন্দে ভুলে যাবে তারা।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ—শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শিব শম্ভো!

ব্যাসদেব—তাপসেন্দ্র! আশ্রম পবিত্র আমার।
না জানি কোন্ মহাব্রত উদ্‌যাপন আশে
এসেছেন হেথা? জ্ঞানময়! তব দরশন
দেব দরশন বলি মনে হয় মোর। পাদ্যার্ঘ
লয়ে কৃতার্থ করুণ মোরে।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ন! বিশাল পয়োধি কেন আন্দোলিত হেরি।
কম্পিত কেন বা হেরি হিমালয় গিরি।
জ্ঞানোদ্দীপ্ত সূর্য্য কেন হেরি বা মলিন।

ব্যাস—ত্রিকালজ্ঞ! অবিদিত আছে কিবা তব? দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমি, করিতে জ্ঞানের বিনাশ, গুপ্তভাবে পশিয়াছে কলি, এই ধরা মাঝে; পাপিষ্ঠ কলির প্রতাপে, জ্ঞান হীন হবে সব্ কলির মানব। উদ্বেলিত হৃদয় আমার সে কারণে।

বশিষ্ঠ—বেদবিদ্! জানি আমি সব, সপ্তর্ষি মণ্ডল এবে মঘা নক্ষত্রে আছে অবস্থিত। তাই আসিয়াছি করিতে মন্ত্রণা তব সনে। জানি আমি কলির প্রভাবে, ক্ষত্রকুল গ্লাণি কুরুকুলাঙ্গার দুষ্ট দুর্য্যোধন, জন্মিয়া সে তব বংশে, পাতিয়া কৌশল জাল অক্ষক্রীড়া করি, অধর্ম্মতে পরাজিয়া, তব বংশের তিলক রাজা যুধিষ্ঠিরে, কেশাকর্ষণে আনাইয়া সভাতল মাঝে, পাণ্ডব কুলের লক্ষ্মী, সতী দ্রৌপদীরে পতিগণ মাঝে, বিবস্ত্রা করিবে তারে। মহাবীর্য্য বান ধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু পুত্রগণ, ধর্ম্ম রক্ষা হেতু সহ্য করি সেই অপমান, বনবাসী হবে তারা। জানি আমি সে কারণে কুরু পাণ্ডবে বাধিবে সমর। অহো! রক্ত

স্রোতে ভাসিবে মেদেনী, তাণ্ডবে নাচিবে যোগিণী, প্রেতিনী; নরমুণ্ড লয়ে খেলিবে ডাকিনী। কোটীকবন্ধ উঠিবে জাগিয়া; রথের ঘর্ঘরে, কোদণ্ড টঙ্কারে, হস্তির বৃংহণে, অশ্বহ্রেষা রবে, রোধিবে শ্রবণ সবাকার। বীরপদভরে মেদিনী কাঁপিবে, ইর্ষা পরবশে স্বজন স্বজনে নাশিবে, এই আর্য্যাবর্ত্তভূমি বীরশূন্য হবে। অমর ভূষণ্ডী কাক্ করিবে রুধির পান চঞ্চু ডুবাইয়া সেইকালে। কুরুকুল অন্নদাস জয়দ্রথরর্থী তুমি আশুতোষে, দিনেকের তরে, পরাজিয়া বীর বৃকোদরে, সপ্তরথীমিলি পাণ্ডব-কুলের রবি অভিমন্যুবীরে, অন্যায় সমরে অকালে বধিবে। অহো আর কি বলিব আমি, কলির প্রতাপে তব বংশধর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা পরিক্ষীতের হবে ব্রহ্মশাঁপ।

ব্যাসদেব—(স্বঃ) আর না, আর না, আর না পারি শুনিতে।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ! ভাবনার নাহি প্রয়োজন, ধর্ম্মের জয় নিশ্চই হইবে চিরকাল। দেখাতে ধর্ম্মের জয় এই ধরামাঝে, জন্মিয়া সে যদুবংশে হরি নারায়ণ, পাণ্ডবের সখা হয়ে কুরুক্ষেত্র রণে স্ববংশে নাশিয়া সেই দুষ্ট কুরুরাজে পাণ্ডবকুলের মণি রাজা যুধিষ্ঠিরে বসাইবে পুনঃ সিংহাসনে। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।

ব্যাসদেব—আরেরে পাপিষ্ঠ দুরাচার কলি!

এত দর্প, এত স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার,
ব্রহ্মশাঁপে নাহি কর ভয়?
এখনও হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হয় ধরামাঝে,
এখনও বেদধ্বনি হয় মর্ত্তলোকে,
এখনও ব্রহ্ম তেজ বিরাজিত, ব্রাহ্মণের হৃদে;

এখনও ব্রহ্মনাশীষ ব্যর্থ নাহি হয় ;
এখনও সর্ব্বব্যাধি হরিতেছে বিপ্রপদ ধুলি।
দেখি, দেখি, পারি কি না পারি রোধিতে সে ক্ষমতা কলির।
(কুমণ্ডল হইতে জলগ্রহণান্তর শাঁপ প্রদাণোদ্যত)

দ্রুতবেগে কলির প্রবেশ।

কলি—(জোড়হস্তে) রক্ষাকরুণ, রক্ষাকরুণ, রক্ষাকরুণ মোরে ;
কিবা অপরাধে অভিশপ্ত করেন আমারে ?
ধর্ম্মের দাস হই আমি, নাম মোর হয় সে অধর্ম্ম,
কলি বলি বিখ্যাত ভুবনে। বাড়াতে ধর্ম্মের মান
এই ধরামাঝে অধর্ম্ম করেছি প্রকাশ। কিবা সাধ্য মোর
শ্রীহরির ইচ্ছাবিনা, প্রবেশিতে এই ধরামাঝে।
বহুকাল ধরি শ্রীহরির করি আরাধনা, পেয়েছি অভিষ্টবর.
মৃত্যু তাঁর হাতে, বিনা ক্ষমতা বিস্তার এই মর্ত্ত্যভূমে পূর্ণরূপে,
বঞ্চিত হইব আমি তাঁর কৃপা হতে। সময় হয়েচে মোর,
তাই সৃষ্টি রক্ষাহেতু হরির ইচ্ছায় আসিয়াছি এই ধরামাঝে।

ব্যাসদেব—বুঝিলাম এবে হরির ইচ্ছায় সব হতেছে সাধিত।
(জোড়হস্তে) নারায়ণ! কোন্ অপরাধে অপরাধী ধরার মানব ;

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ! তব অভিশপ্ত বারি মোরে করিয়া অর্পন, ক্ষমা করি এরে, রক্ষা কর ব্রহ্মশাঁপ হতে।

ব্যাসদেব। তাপসেন্দ্র! হরির ইচ্ছায় ধরামাঝে আসিয়াছে কলি, তাই তারে করিলাম ক্ষমা।

(বশিষ্ঠের কুমণ্ডলে বারি রক্ষা করনান্তর)

যাও কলি, ভয় নাই তব, ব্রহ্মশাঁপে ভয় রেখো মনে, দিনান্তেও

গায়ত্রী মাতারে যেবা করিবে স্মরণ, নাহিবে স্পর্শিতে তারে
ক্ষমতা তোমার! যাও যাও এবে, যথায় বাসনা।

কলি—যেবা আজ্ঞা, কিন্তু বলে দিন মোরে,
ধরামাঝে কোথা মোর স্থান? হরির ইচ্ছা কেমনে হইবে
পূর্ণ বুঝিতে না পারি।

ব্যাসদেব—শুন বৎস! যেথানেতে পঞ্চমকার হইবে মিলন।
যেথানেতে স্ত্রীলোকের হবে অপমান।
বেশ্যালয়েতে আর শুণ্ডিকা আলয়ে, সুবর্ণ বণিক আর
স্বর্ণকার গৃহে, অক্ষক্রীড়া হবে যেই স্থানে,
বসতি হইবে তোমার সেই সব স্থানে।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ! হরি ভক্ত হয় এই কলি,
জিজ্ঞাসা করহ তারে, উপায় কিছু আছে কিনা আছে
রক্ষা হতে হস্ত হতে তার।

ব্যাসদেব—বল বল ওরে হরি ভক্ত কলি, কেমনে পাইবে
ত্রাণ ধরার মানব, কিবা গতি হবে তাহাদের?

কলি—হরের্ণামৈব কেবলং হরের্ণামৈব কেবলং, হরের্ণামৈব কেবলং
কলৌনাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব, গতির্ণ্যথা!

(প্রণাম চরণে তব দোঁহাকার)

প্রস্থান

বশিষ্ঠ—বেদ্ বিদ্! ভাল মনে পড়েচে আমার,
একদিন হরিভক্ত নারদের সনে হয়েছিলো দেখা তব,
বলেছিলে তাঁকে, দেব! সর্ব্বশাস্ত্র করি প্রণয়ন
প্রাণের পিপাসা কেন মিটিল না মোর?
শান্তি কেন নাহি পাই মনে?

ব্যাসদেব—তারপব, তারপর, স্মরণ হতেছে মোর ;

বশিষ্ঠ—শুনি তব মুখে সেই সব কথা, বলেছিলেন তিনি
বিনা হরিগুণানুকীর্ত্তন তৃপ্তি নাহি পাবে মনে,
শান্তি নাহি পাবে কভু ;

ব্যাসদেব—(জোড় হস্তে) নারায়ণ! তাই যদি হয়,
তবে আজি হতে তব গুণানুকীর্ত্তনে কাটাইব কাল ;
রচি গুণানুকীর্ত্তন তব, শ্রীমদ্ভাগবত নামে করিব প্রকাশ
এই ধরা মাঝে। আনন্দে করিয়া পান তব নামামৃত,
ত্রাণ পাবে কলির মানব। হরের্ণামৈব কেবলং
হরের্ণামৈব কেবলং হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতির্ণ্যথা।

ব্যাস ও বশিষ্ঠ—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ! আসি আমি এবে, সময়েতে দেখা হবে পুনঃ।

(প্রস্থান)

ব্যাসদেব—নারায়ণ তোমার, লীলা বোঝা ভার।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরোবরতীরস্থ বনপথ।

উপবর্হন ও মালাবতী।

উপবর্হন—মালাবতী! মালাবতী। দেখ দেখ
ঐ সরোবরতীরে, ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চ
কিবা খেলা করে। ক্রৌঞ্চ যথা উড়ে যায়
ক্রৌঞ্চী তার পিছে ধায়। বসে গিয়ে দুয়ে
একাসনে। দেখে মোর মনে হয়, অনুক্ষণ
বিচ্ছেদ না হয়, উভয়ে উভয়ের সঙ্গে।
পরিয়ে প্রণয় হার ওরা দুইজনে,
ভাসিছে আনন্দ নীরে হরির মায়ায়।
মালাবতী! সকলি হরির লীলা সকলি হরির খেলা
বদ্ধজীব হরির মায়ায়; জন্ম মৃত্যু বিবাহ বন্ধন,
সুখ দুঃখ আর অদৃষ্ট লিখন সকলি হয়
হরির ইচ্ছায়। ভেবে দেখ মনে তুমি মালাবতী,
কে তুমি আমি বা কেবা, কোথা হতে আসি

গণ্ডকীর জলে বিবাহ বন্ধনে কেনবা মিলন
হইল মোদের? সকলি হরির ইচ্ছায় হতেছে
সাধিত। অণু পরমাণু হতে গ্রহউপগ্রহসহ
সমস্ত বসুধা, তাঁহারি নিয়মে বাঁধা জানিবে নিশ্চয়।

মালাবতী—হৃদয়েশ্বর! সকলি বুঝিনু আমি, কিন্তু হরির মায়া কিবা
বুঝিতে না পারি।

উপবর্হন—হৃদয়েশ্বরী! অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয়, হয় সেই
মায়া। জগতের সৃষ্টি স্থিতি মায়ার
প্রভাবে। জগতের লয় হয় মায়ার অভাবে।
মায়ায় জড়িত এই জগত সংসার।
কর্ম্ম শক্তিরূপে মায়া সৃষ্টি স্থিতি করে,
প্রলয় কালেতে মায়া ব্রহ্মে হয় লীন।

মালাবতী—নাথ! বুঝিতে নারিনু ব্রহ্ম কেবা?
মায়াযুক্ত কিম্বা মায়ামুক্ত তিনি?

উপবর্হন—প্রাণেশ্বরী। কেমনে বুঝিবে তুমি ব্রহ্ম কেবা?
জ্ঞানহীন আমি আমি বা কেমনে বুঝাব তোমারে।
তবে এইমাত্র জেনো, যেই মায়া, সেই শক্তি,
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম। মালাবতী! মালাবতী!
ঐ দেখ ঐ দেখ ঐ যে অদূরে, যথা বনস্পতিগণ
বিস্তারি বিশাল শাখা, আবরিছে দিনকর কর
নিম্নেতার নৃত্য গীত করে বা কাহারা!
মাংসোপজীবি ব্যাধগণ বলি হয় অনুমান।

মালাবতী—নাথ! চল চল যাই তথা, ব্যাধগণ পাশে
কর্ণেতে শুনিচি ব্যাধনাম, কভু দেখি নাই ব্যাধ কিবা।

উপবর্হন—চল চল মালাবতী দেখাব তোমারে ব্যাধগণ কিবা।

উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

বৃক্ষতলে জংলিসর্দ্দার ব্যাধ, সুরিয়া ব্যাধিনী
ব্যাধপুত্র লুণ্ডি, ব্যাধকন্যা মুনিয়া।

ব্যাধ ও ব্যাধিনীগণের—নৃত্য ও গীত

গীত।

ব্যাধগণ—আরে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ আরে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।
ব্যাধিনীগণ—জানসে তু তালু মেরা, তু হাম্‌রা ঝিম্।
আরে তু হামরা ঝিম্
ব্যাধগণ—তাক্‌ড় ধা, দিক্‌ড় ধা, হামরা তুহার ঝিম্
তু হাম্‌রা ঝিম্
ব্যাধিনীগণ—লট্‌কান্ সে পট্‌কান্ দেনা, সেঁইয়া মেরা ঝিম্।
(তুমে) সেঁইয়া মেরা ঝিম্।
ব্যাধগণ—আরে জংলি, লুণ্ডি পিয়ারা তুহার, সুরিয়া মুনিয়া ঝিম্।
ব্যাধিনীগণ—তু হামারা, হাম্‌রা তুহার ঝিম্ ঝিম্ ঝিম।

জংলিসর্দ্দার—আরে লুণ্ডিয়া!

লুণ্ডি—কি বোলচুস্‌রে?

জংলি—আরে সোয়া বোরা কত্‌না মারলুরে?

লুণ্ডি—তিন গেণ্ডা নটুরে।

জংলি—হাঃ হাঃ হাঃ বেশ করে চুস্, বেশ করে চুস
মুই ছুটা হরুণ মারলুরে। চামড়া খুল্
চামড়া খুল্ বেশী দামে বিক্‌বোরে।

সুরিয়া—হরুণ মরলুনারে চামড়া খুলুস নারে চামড়া খুলুস্ না।
ইথে মুহার বড্ডি দুঃখু লাথ্ বুরে।
জংলি—ইঃ কুথা সে মুহাব লকিয়া ঠাউরণ এলুবে।
চামড়া খুলুস নারে, চামড়া খুলুস নারে।
আরে লুণ্ডি চামড়া খুল চামড়া খুল।
সুরিয়া—মুণিয়া! মুহাগোর রাণী আজু জংলে মহুল কুড়াবেরে।
জংলি—রাণি জংলে মহুল কুড়াবে, তা তুহার কিরে মুহার কিরে? রাণি মহুল কুড়াবে, বাজা মুহুয়া খাবে। তুহার মুহাব কুচ্ছ মিল্‌বেরে? আবে মুনিয়া মহুয়া পিয়েএট্টা গান গাউস্‌রে।

গীত।

তুহার লেগিয়ে মুহার জান্ গিলরে।
জান গিলো জান গিলো জান গিলোবে
ঘরমে বৈঠে মহুয়া পিয়ি জংলে মারি বেরা
ঝুমকি ঝুমকি নাচ তুহার ভালু লাগলু
মেরারে ভালু লাগলু মেরা
(আর) ঠুমকি নাচু মুনিয়া ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচুরে।
লুণ্ডি নাচে লট্টু ঝটাপট্টু, মুণিয়া নাচে টেঁড়া
সুরিয়া মুনিয়া পেয়ারা মুহার জংলি নাচে দৈঁড়া
রে জংলি নাচে দৈঁড়া
(আর) সোরা বোরা যতনা মারলু কচ্চু বিক্‌লো নারে।
জংলি—আরে লুণ্ডিয়া দেখুস্ দেখুস্ ও কেডা আস্‌চুস্‌রে!
লুণ্ডি—হাঁ হাঁ হাঁ রে।
উপবর্হণ ও মালাবতীর প্রবেশ।

জংলি—তু কেডারে তু কেডা ?

কুথা থাক আলিবে ? (মালাবতীকে দেখাইয়া) এতুহার কেরে ?

লুণ্ডি—তুহারে এক কাঁড় বিঁধিরে।

মুরিয়া—আরে লুণ্ডি কুচ্ছু বলুস্ নারে।

কুচ্ছু বলুস্ না। ও কুথাকোর রাণি হবুরে।

মুনিয়া—জংলে মহুল কুড়াবে রে।

জংলি—আরে বিঁধ বিঁধ এক কাঁড় বিঁধরে।

উপবর্হন—(স্বঃ) কোথা নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন

এ কি তব লীলা, এ কি তব খেলা

ধরি দয়াময় নাম, এই ধরাধাম

দয়াশূন্য কেন করেছ হে তবে।

হয়ে দয়ার সাগর সংসার সাগর

উদ্বেলিত কেন হিংসার তরঙ্গে।

(যদি) সৃষ্টি স্থিতি লয় সকলি তোমাতে হয়

(তবে) হিংসায় নাহি করি লয়, পশ্রয় কেনবা দিয়েছ।

যদি শক্তি নাহি তব, ওহে শক্তিধর,

রক্ষিতে সে হিংসারূপ মহাপাপ হতে,

তবে শক্তিধর নাম তুমি কেনবা ধরেছ ?

বার বার কতবার শুনিয়াছি তব মুখে

ওহে নারায়ণ ; অহিংসা পরম ধর্ম্ম

হিংসা মহাপাপ তবে হিংসারূপ

মহাপাপে নিমর্জ্জিত কেন বা রেখেচো মানব সবারে।

হিংসাই যদ্যপি হয়, তব লীলা খেলা,

হিংসাই যদ্যপি হয় ভবপারের ভেলা,
তবে অহিংসা পরমধর্ম্ম হিংসা মহাপাপ
বল কেন মানবের বেলা।
বুঝিতে নারিনু হরি একি তব লীলা।
হরি হে! অজ্ঞান তিমির জাল করি উন্মোচন
জ্ঞানরূপ আঁখি দিয়ে মানব সবারে,
রক্ষা কর হিংসারূপ মহাপাপ হতে।
দাও দাও দাও হরি তব নাম ভেলা
আশ্রয় হইবে যাহা ভবপারের বেলা।

(প্রঃ) আরেরে অবোধ ব্যাধ, এই কিরে জীবনের কাজ।
সামান্য জঠর জ্বালা নিবারণ তরে,
দয়ারূপ মহাধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
কেন শত শত প্রাণী নিত্য করিছ বিনাশ?
অথবা জীবনে তব আছে কিছু আশ,
যে কারণে কর তুমি জীবকুল নাশ?
ওরেও অবোধ ব্যাধ তুমিরে ভাই সৃজিত যাঁহার,
ঐ ঐ ঐ ধুলায় লুণ্ঠিত হতপ্রাণ জীবকুল সৃজিত তাঁহার।
সুখ দুঃখ অনুভব তোমার যেমন,
জীবমাত্রের সুখ দুঃখ হয়রে তেমন।
তবে কেন? কি কারণে? জীবকুল কররে বিনাশ?
ঐ ঐ দেখ চেয়ে, ঐ হতপ্রাণ জীবগণের চক্ষে বহে ধারা।
কাতরকণ্ঠে বলে যেন তারা, ওরেও নির্দ্দয় ব্যাধ
কি কাজ করিলি কিবা অপরাধে আমাসবাকার
জীবন নাশিলি?'

হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ মানব সবাই,
ছাড়ি লোকালয়, দ্বারাপুত্র লয়ে
নিবিড় কাননে বাস করি তাই।
তাহাতেও মানুষের হাতে রক্ষা নাহি পাই।
নির্দ্দয় মানব ভয়ে, রাখি শাবকেরে
গিরির গহ্বরে, এসেছিনু মোরা আহারের তরে,
জীবন নাশিয়া আমাসবাকার, বধিলে শাবকগণে।
ব্যাধরে! একবার দেখ্ চেয়ে ঐ হতপ্রাণ জীবকুল,
তব অস্ত্রের আঘাতে হয়ে জর্জ্জরিত,
বারিধারা মত রুধিরের ধারা, ঢালি ধরাপরে
বিকট বদন ব্যাদনে, প্রাণের বেদনা জানাতেছে তোরে।
কেহ নিমিলিত আঁখি, কেহ আধ নিমিলন,
কেহবা বিকট নয়নে, বলে যেন তোরে,
আমাদের মত, হত প্রাণ হয়ে, ভুমে পড়ে রবে,
যবে শমন ব্যাধ বধিবেরে তোরে।
ব্যাধরে অস্ত্রের যাতনা, প্রাণের বেদনা
জান নাহি কিরে? নাই জান যদি—
তবে এই দেখ? (ব্যাধের হস্ত হইতে বাণ
লইয়া ব্যাধের অঙ্গে বিদ্ধকরণ) কিবা সে
অস্ত্রের যাতনা, প্রাণের বেদনা।

জংলি—উঃ হুঃ উঃ হুঃ উঃ হুঃ গেলুরে গেলুরে।

লুণ্ডি—তু কি করলু রে? তু কি করলু?
তুহারে এক কাঁড় বিঁধিরে। (মারিতে উদ্যত)

মুনিয়া—মার্ মার্ টাঙি মাররে।

সুবিয়া—আরে কি করুস্, কি করুস্
মৎমারুস্‌রে। কুথা কোর রাংা রাণি হবুরে।
শুন্ শুন্ ওড়ার কুথা শুন্‌রে।

উপবর্হন—আমারে বধিলে যদি জঠরের জ্বালা
হয় নিবারণ দিনেকের তরে তব সবাকার,
তবে বধ বধ বধরে আমারে, বিলম্ব না কর
আর। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হরিহে! নাহি জানি
কোন্ মহাপাপে, বঞ্চিত ইহারা তব কৃপাদৃষ্টি
হতে। দয়াময়! প্রাণি হিংসায় যদি কোন
হয়ে থাকে পাপ্; আমি স্বেচ্ছায়
সে মহাপাপ্ করিব গ্রহণ।
দাও দাও দাও হরি, জ্ঞান চক্ষু দাও, এই জ্ঞান হীন জনে।
আর যদি ইচ্ছা হয়, ওহে ইচ্ছাময়,
জীবের শোণিতে রঞ্জিতে মেদিনী,
ভূভার হরিতে হরি, আবশ্যক যদি হয়
জীবের শোণিত; জীবের শোণিতে, যদি তব
সৃষ্টি রক্ষা হয়; প্রস্তুত সর্ব্বদা আমি
দিতে আমার হৃদয় শোণিত।
বধিয়া আমারে, আমার শোণিতে
তব প্রিয় কার্য্য হরি করহে সাধন।

জংলি—তু কি বলচুস্‌রে? সোরা বোরা আর
মারবু নারে? কি খাবুরে? সুরিয়া মুনিয়া
কি খাবুরে? তু খাওয়াবুরে?

উপবর্হ—ওরেও অবোধ ব্যাধ। বিনা সেই হরি

দয়াময়, কাহারো শকতি নাই, জীবগণে
আহার প্রদানে। সেই হরি দয়াময়
তোমাদের দিবেরে আহার।
মনে ভেবে দেখবে ব্যাধ, যবে তুমি ছিলেরে
ভাই মায়ের উদরে। কে তোমারে
দিয়ে ছিলো খাদ্য সেইকালে ?
ভূমিষ্ঠ হইলে পরে মাতৃস্তনে কেবা দুগ্ধ দিলে ?
সেই হরি দয়াময় তোমাসবাকারে দিবেরে আহার।

জংলি (জানুপাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) তু কি বলচুস্‌রে ?
তুহার কুথা মুহার বড্ডা ভালু লাগলুরে।
কে তুহার হারিরে ? কুথা সে থাকুস্‌বে ?
তুহার হারি মোগাদেব খাতি দিবেরে ?
মহুয়া খাতি দিবেরে ?

উপবর্হণ—ব্যাধরে ! যাহা চাবেরে ভাই তাঁহার নিকটে তখনি তা দিবেরে ভাই হরি দয়াময়।

ঝুরিয়া—তুহার হারি কুথা থাকুস্‌ ?

মুনিয়া—তুহার হারি কত্‌না মহুয়া খাউস ?

লুণ্ডি—তুহার হারি এ জংলে আছেরে ?

উপবর্হন—তোমাতেও আছে হরি, আমাতেও আছে হরি, হরি ছাড়া নাহি কোন স্থান, জলে হরি, স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।

জংলি—তু মুহারে হারি দেখাতে পারুস্‌ ?

উপবর্হন—নিশ্চয় নিশ্চয় পাবিয়ে ভাই, দেখাইতে হরি দয়াময়ে, এইক্ষণে ;

লুণ্ডি—জহু তু না পারুস তুহারে এক কাঁড় বিঁধে দিবরে।

উপবর্হন—যদি নাহি পারি দেখাইতে হরি দয়াময়ে,
বিদ্ধ করো মোরে সুতিক্ষ্ণ শরেতে তব।
বসো বসোরে নয়ন মুদিয়ে, বসো এই খানে।
এই দেখ, এই ভাবে বসো এই খানে।

(জানুপাতিয়া নয়ন মুদিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)

জংলি—(তদ্রুপ করণ)

উপবর্হন—ব্যাধরে এইবার প্রাণ ভরে একবার হরি হরি বলে ডাক্।

জংলি—ও হারি! ও হারি! তু কুথা আছুস্‌রে মুহারে একবার দেখা দিউস্ রে।

উপর্হন ও মালাবতী—(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে)

গীত—

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

কোথায় আছ ওহে হরি,
রেখো রেখো মান ওহে বংশীধারী;
পড়েছি হরি বিষম সঙ্কটে,
এই এই এই ব্যাধেরি নিকটে,
দেখা দিয়ে রাখমান ওহে দানবারী।
বলেছি ব্যাধেরে, দেখাব তোমারে,
অনিলে অনলে ভূচরে খেচরে,
যদি নাহি পারি দেখাতে তোমারে,
কলঙ্ক পড়িবে অকলঙ্ক নামে হে হরি।

জংলি—(নয়ন মুদিয়া) আঃ আঃ কি দেখ্‌ছুরে কি দেখ্‌চু।

উপবর্হন—ব্যাধরে প্রাণভরে এইবার হরি হরি বলে ডাক্ দেখি।

জংলি—হারিবোল! হারিবোল! হারিবোল!

হারি তু যাউস্ নারে ; তু যাউস্ না
তু মুহার কাছে আউস্‌রে।
তুহারে মু ছাড়্‌বু নারে। (ধরিতে উদ্যত)
তু কুথা গেলুরে ! তু কুথা গেলু !

(ধনুক বাণ পরিত্যাগ করত—উপবর্হনের পদ ধারণ করিয়া)

তুহার গোড় মু ছাড়্‌বু নারে,
তুহার হারি মুহারে দিউস্‌রে,
আর মু সোরা বোরা কুচ্ছু মারবু নারে।

উপবর্হন—ছাড় ছাড়রে ব্যাধ, ছাড় মোর পদ,
হরি হরি বল মুখে, ভাব হরি পদ,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলরে।
অনিত্য সংসারে ভাই কেউ কারো নয় রে ॥
একা যে এসেছ ব্যাধ, একাযেতে হবেরে।
দারা পুত্র পরিজন, কেউ সঙ্গে যাবে না রে ॥
যাহাদের তরে ব্যাধ, নিত্য পাপ করেরে।
তোমার পাপের ভাগ, কেউ নাহি লবেরে ॥
হরিনাম বিনে ব্যাধ, গতি কিছু নাই রে।
(তাইবলি) হরিবোল, হরিবোল হরিবোল বলরে ॥

জংলি—হারিবোল ! হারিবোল ! হারিবোল ; আরে সুরিয়া আরে
লুণ্ডিয়া তুহারা সব্ হরিবুল্‌রে।

সকলে—হারিবুল্ ! হারিবুল্ ! হারিবুল্ !

উপবর্হণ ও মালাবতী—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(কৈলাস পুরী)

মহাদেব ও পার্ব্বতী।

মহাদেব—বল শৈল সুতে! আর কিবা শুনিতে
বাসনা! সৃষ্টি স্থিতি লয়, যে কারণে হয়,
আগম, নিগম, তন্ত্র, মন্ত্র, ষট্ চক্র ভেদ,
পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে কিবা হয় ভেদ,
সত্ত্ব রজঃ তম, তিন গুণে কিবা ভেদাভেদ,
সকলি শুনেছ তুমি; প্রলয় কালেতে
তুমি শক্তি, সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত থাকি, এ বিশ্ব
মাঝারে, খেলেছিলে সেই কালে অনু পরমাণু
লয়ে, তোমারি স্পন্দনে, তোমারি কম্পনে
পুরুষ প্রকৃতি সৃষ্টি হয় সেই কালে।
তুমি শক্তি থাকি পুরুষেতে, পুরুষে করাও
তুমি স্পন্দন কম্পন, প্রকৃতি মধ্যেতে থাকি
গতি আর ক্রিয়া কর অনুক্ষণ। তব আকর্ষণ
বিকর্ষণ আর স্থিতিস্থতায়,—সৃষ্টি স্থিতি লয়
হয় বার বার।
গিরি সুতে! তব শক্ত্যুদ্ভূত পুরুষ প্রকৃতি কৃত
স্পন্দন কম্পনে, কারণ বারির সৃষ্টি হয়েছিল

প্রলয় কালেতে, সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অনন্ত
জগত ব্যাপ্ত কারণ বারিধি পরে, সৃজিয়া সে
নিরদ বরণ, শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী পুরুষরাজে
তব মায়ারূপ বটপত্রে, কিছুদিন রাখি ভাসমান
সৃষ্টির প্রাক্কালে পুনঃ কারণ বারিধি তলে,
অনন্ত শয্যায়, যোগ নিদ্রায় অভিভূত
রেখেছিলে তারে। আবার তোমারি ইচ্ছায়,
সৃজিয়া সে বিধাতায়, বসায়েছিলে নাভি পদ্মে তাঁর।
জানিনা জানিনা পার্ব্বতী
অমর করিয়া মোরে, মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত
করি, হলাহল পান তুমি কেনবা করালে মোরে।
জানি মাত্র তুমি শক্তি, আদ্যাশক্তি ইচ্ছাময়ী তুমি
তোমারি ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় বারেবার।

পার্ব্বতী—সত্য বটে আমি শক্তিআদ্যাশক্তি, শক্তিময়ী আমি,
শিবশক্তি বলে খ্যাত এ তিন ভুবনে, কিন্তু নাহি জানি,
কি কারণে কোথা হতে, কে আমারে করিল সৃজন।
নাহি জানি আমি, কি কারণে, যুগে যুগে হই আমি
শিবসীমন্তিনী। জানিমাত্র আধারের আধেয় আমি,
বিনা সে আধার, আমি শক্তি শক্তিহীনা সদা।
আমি শক্তি সুক্ষ্ম রূপে
থাকি পঞ্চভূতে, পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে হই বিকাশিত।
শশাঙ্কশেখর! ভূত ভবিষ্যৎ সকলি শুনিচি তবমুখে;
কিন্তু কভু নাহি শুনিয়াছি
প্রকৃতির কার্য্য কিবা? কলি কালে স্ত্রীলোকের

ধর্ম্ম কিবা হবে ? মর্ত্তভূমে এবে, সতী কেবা আছে ?
কলিকালে সত্য কিবা হবে ?

মহাদেব—পার্ব্বতী ! অবিদিত আছে কিবা তব ?
পুরুষে আশ্রয় হয় প্রকৃতির কার্য্য, কলিকালে
তারক ব্রহ্মনাম, হবে হরিনাম, সতীত্বই
স্ত্রীলোকের হইবে ভূষণ, পতিভক্তি পতিসেবা
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে স্ত্রীলোকের ; শঙ্করী !
ত্রিভুবনে সতী তুমি হও চিরকাল, সতী বলি
অভিহিত হও যুগে যুগে, তোমারি আদর্শে এবে
সতীকুলশ্রেষ্ঠা মালাবতী সতী হয় ধরামাঝে।
সতীত্ব সৌরভে তার ব্যাপ্ত চরাচর। কিন্তু
বৈধব্য যন্ত্রণা তার কপালে লিখন ;

পার্ব্বতী—মৃত্যুঞ্জয় ! বল বল মোরে, তবে
কি পাপে বিধবা হবে মালাবতী সতী ?
তোমারি আদেশে, আমারি প্রেরিত অক্ষয়
সিন্দূর শোভে তার সীমন্ত মাঝারে,
আহা অবলা সরলা সে যে, কিছুই জানেনা
আমারে। ফুল দল দিয়া আজন্ম পূজিয়া
মোরে, ভক্তি ডোরে বাঁধিয়াছে সে ;
আশীর্ব্বাদ করিয়াছি আমি, জন্মএয়ী রবে বলে ;
পশুপতি ! বাড়াতে সতীর মান,
সতী সতী বলে ডাক তুমি দিবা নিশি।
সতীনাথ ! সেই সতী বাক্য বুঝি ব্যর্থ
হলো এবে, সতী আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হলো তবে।

মহাদেব—শঙ্করী! জানি আমি, মালাবতী সতী
হয় প্রিয় দাসী, কিন্তু বিধি বাম যার প্রতি,
জীবনেতে সুখ কিবা তার। ত্রিনয়নি!
জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কর্ম্মফল বিধির বিধানে।
কাহারো শকতি নাই, রোধিতে সে প্রাক্তনের গতি।
ভেবে দেখ মনে, তুমি দাক্ষায়নী,
তব পুত্র গণদেবের, করী মুণ্ড কেনবা হইল।
সমুদ্র মন্থনোত্থিত হলাহল মোর ভোগে
কেনবা ঘটিল। আমি কাল হয়ে মহাকাল,
সেকাল এ কাল চিবকাল, করি তোমা কোলে
কালেতে থাকিবা কেন তব পদতলে?
তাই বলি শিবে, সবে বদ্ধ বিধির বিধানে।

পার্ব্বতী—মৃত্যুঞ্জয়! সতীর বৈধব্য যদি বিধির বিধান,
নাহি জানি তবে, অন্ত পরে কিবা
পরিণাম, নাহি জানি তবে সতীর আদর
সতীত্ব গৌরব কেমনে রহিবে ভবে?
আশুতোষ! শকতি নাহিক যদি খণ্ডিতে সে বিধির বিধান,
তবে বাড়াতে সতীর নাম, রাখিতে সতীর মান,
আমি সতী খণ্ডিব সে বিধির বিধান।
সতীর বৈধব্য হবে, যে বিধির বিধি, হেন বিধির
কিবা প্রয়োজন ত্রিভুবন মাঝে? কেবা সে বিধাতা,
নাহি জানে সে, মালাবতী সতী, হয় মোর দাসী?
মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যুঞ্জয় তুমি, এ বিশ্ব মাঝারে চিরকাল;
কিন্তু যদি বাদি তুমি, হও মোর সনে; আমি সতী

রক্ষা নাহি পাবে তুমি, সতী শাঁপ হতে।
সৃজিয়া সে, অন্য বিধাতার, সতীর বৈধব্য ঘুচাইব
চিরকাল তরে। (কোথালো জয়ে! কোথালো বিজয়ে!)

(জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া ও বিজয়া—প্রণাম হই মা চরণে (প্রণাম করিয়া) কি কারণে
ডেকেছেন আমা দুইজনে?

পার্ব্বতী—জয়ে! কর্ম্মফলে বিধির বিধানে, মোর
প্রিয় দাসী মালাবতী সতী, বিধবা হইবে অচীরে,
আশীর্ব্বাদ করিয়াছি তারে, বুঝি বুঝিলো
জয়ে, মোর বাক্য মিথ্যা হয় এবে।

জয়া—মাগো অভয়ে! সতীবাক্য কভু মিথ্যা নাহি হবে।
তব আশীর্ব্বাদে জন্ম এস্ত্রী রবে, মালাবতী সতী।
কার সাধ্য বিধবা করিবে তারে;
বিধি, বিষ্ণু, শিব, সতীবাক্য খণ্ডিতে নারিবে।

বিজয়া—জানি আমি মাগো, দক্ষরাজের
অজমুণ্ড হয়েছিল সতীর শাঁপেতে।
হয়গ্রীব হয়ে ছিলেন নিজে নারায়ণ।

পার্ব্বতী—জয়ে! বিজয়ে! শুনি তো সবার মুখে,
সতীর গৌরব কথা, বড় সুখী হইলাম আমি,
কি দিয়ে সন্তোষ তোদের করিবলো আমি।
পরলো পরলো গলে সতী দত্ত মুক্তার হার
তোমরা উভয়ে। (উভয়কে হার প্রদান)
তোমরা উভয়ে মোর প্রিয়কার্য্য এক করলো সাধন।
যাও যাওলো জয়ে, যাওলো বিজয়ে, যাও শীঘ্র করি,

যথা মোর প্রিয়দাসী মালাবতী সতী ; লক্ষ্মী অংশে
জন্ম তার। লয়ে যাও মোর সীমন্ত সিন্দুর,
হস্তের কঙ্কণ, আর হরের ত্রিশূল ; অলক্তকে
রঞ্জিয়া সে চবণ দুখানি, পরায়ে সে রক্তবস্ত্রতারে,
আমার সীমন্ত সিন্দুর দিও তার সীমন্ত মাঝারে।
(সিন্দুর প্রদান) আমার হস্তের কঙ্কণ পরায়ে দিওলো
তার সুন্দর হস্তেতে। (কঙ্কণ প্রদান) এই লও
সতীবাহী হরের ত্রিশূল (ত্রিশূল প্রদান) বলো তারে,
আমি, দাক্ষায়নী নামে, দক্ষরাজ গৃহে স্বামী নিন্দা
শুনে যবে, ত্যজে ছিলাম প্রাণ, সেই কালে নিজে
শূলপাণি, রাখি এই শূলে, ভীষণ ত্রিশূলে,
স্কন্ধে করি মেরে, সতী সতী বলে ঘুরেছিলেন
ত্রিভুবন ময়। ইহ জন্মে আমি, গৌরি নাম ধরি,
জন্মাবধি হর পদ পূজি, পাইয়াছি এই সতীবাহী শূলে।
আশীষিয়া বোলো তারে ;
পতি পদধূলি যত্নে শিরেধরি, পতিপদ পূজি,
এই সতীদত্ত সতীবাহী হরের ত্রিশূলে, রাখে যেন
নিজ পাশে দিবস শর্ব্বরী। আর বলো বলো
তারে তোমরা উভয়ে, মোর আশীর্ব্বাদে জন্মএস্ত্রী
হয়ে, সতী নামে খ্যাত, রবে ত্রিভুবনে।

জয়া—(জোড়হস্তে) এখনি যাইব মাগো মালাবতী পাশে।

বিজয়া—(ঐ) তব আজ্ঞা করিব পালন।

(প্রণাম করণান্তর উভয়ের প্রস্থান)

পার্ব্বতী—শুন ত্রিপুরারী! বিধির বিধান খণ্ডি .

সতীর বৈধব্য যদি ঘুচাইতে নারি, তবে আমি
বৃথা এই সতী নাম ধরি। কর্ম্মফল ভুঞ্জে নর
এই সত্য যদি, কি কারণে পূজিবে নরে দাক্ষায়নী সতী?
দেখিব কেমনে হয়, বিধবা সে
মালাবতী সতী। (প্রস্থান)

মহাদেব—(স্বঃ) হরিভক্ত কলি এবে মর্ত্তলোকে
করেছে প্রবেশ। হরি ভক্ত কলির দর্প,
ধ্বংস করিবারে, হরির ইচ্ছায়, বিতরিতে
নামামৃত জগত মাঝারে, প্রেরিয়াছেন নিজ পুত্রে
নারদেরে নিজে পদ্মযোনী, এবে উপবর্হন
নামে খ্যাত হয় মর্ত্ত লোকে। নারায়ণ সকলি
তোমার ইচ্ছা। হরের্ণামৈব কেবলং, হরের্ণামৈব
কেবলং, হরের্ণামৈব কেবলং। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গন্ধর্ব্ব নগর। গন্ধর্ব্বরাজের মন্ত্রণা গৃহ)

গন্ধর্ব্বরাজ ও মন্ত্রী।

গন্ধর্ব্বরাজ—মন্ত্রি! আজ কতদিন হলো, পুত্র মোর
স্নান হেতু গিয়াছে সে, গণ্ডকীর জলে;
তাই পথ পানে চেয়ে আছি, পুত্রের কারণে দিবারাতি।

বিলম্ব দেখিয়া তার, অস্থির হতেছে
হৃদয় আমার, বল বল মন্ত্রি, পুত্র মোর ফিরে,
কেন নাহি এলো ? হেথা হতে বহুদূর
হয় সে গণ্ডকী, ভীষণ দুর্গম হয় সেই পথ,
ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে সেই পথে,
মন্ত্রি ! বুঝি উপবর্হন পুত্রমোর বেঁচে নাই আর।
(সজল নয়নে) বাঘাম্বর ! তব আশীর্ব্বাদে পাইয়াছি
হরিভক্ত পুত্রধনে, দিয়ে নিধি কেন মোরে
করহে বঞ্চনা ? হরিষে বিষাদ কেন ঘটাও আমার ?

মন্ত্রী—মহারাজ ! অনির্দ্দিষ্ট বিপদের করিয়া কল্পনা,
ছায়ামাত্র দেখি বিপদের, উচিত না হয় তব
অস্থির হইতে এত। মৃত্যুঞ্জয় বরে পাইয়াছেন
পুত্র ধনে, মৃত্যুঞ্জয় হবে পুত্র তব। নিজে মৃত্যুঞ্জয়
রক্ষা তারে করিবে নিয়ত। হরিভক্ত জনের
বিপদ কভু না সম্ভবে।

গন্ধর্ব্বরাজ ! মন্ত্রি। মন্ত্রি। ঐ ঐ ঐ ফিরে আসে
শান্তশ্রী একা, পুত্রধনে সঙ্গে কেন নাহি দেখি তাব ?

মন্ত্রী—মহারাজ ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন,
ধৈর্য্যধরুণ, ধৈর্য্যতাই মহত্তের গুণ। শান্তশ্রী
সহাস্য বদনে, আসে তব কাছে। বিপদের
সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। ধর্ম্ম রক্ষা করে
সদা ধার্ম্মিকেরে।

"শান্তশ্রীর প্রবেশ"

গন্ধর্ব্বরাজ (ব্যস্তভাবে) কৈ কৈ শান্তশ্রী !

পুত্র মোর কৈ? স্নান হেতু গেলে দুই জনে,
নাহি জানি কি কারণে একা ফিরে এলে?
শান্তশ্রী! উত্তর প্রদানে শান্ত, কররে আমারে।

শান্তশ্রী—(প্রণাম করণান্তর) মহারাজ ভাবনার
নাহি প্রয়োজন, তব আশীর্ব্বাদে সকলি
মঙ্গল, হরি ভক্ত জনের বিপদ না হয় কভু;

গন্ধর্ব্বরাজ—শান্তশ্রী! বল শীঘ্র করি, এবে
পুত্র মোর কোথা? বিলম্ব না সহে আর,
কুশল বারতা দানে, ব্যথিত হৃদয় ব্যথা কর নিবারণ।

মন্ত্রী—মহারাজ! উদ্বিগ্নের নাহিক কারণ;
হরি ভক্ত জনের বিপদ নাহিক কোথা।

শান্তশ্রী—মহারাজ! হরির ইচ্ছায় মহেশ আদেশে
পুত্র তব হয়েচে সংসারী।

গন্ধর্ব্বরাজ—তারপর তারপর, কোথা?
কেমনে? সচক্ষে দেখেচ তুমি?

শান্তশ্রী—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মিলন গণ্ডকীর তীরে,
নাহি জানি কোথা থেকে এলো সেই
অসামান্যা রূপসী ললনা। সঙ্গিনীগণ সনে
এসেছিল গণ্ডকীর ঘাটে জলক্রীড়া হেতু।

গন্ধর্ব্বরাজ—তারপর তারপর?

শান্তশ্রী—তাপসেন্দ্র বশিষ্ঠ আদেশে, লুকাইত
ছিনু মোরা, গণ্ডকীর উপকূলে উপবন মাঝে,

গন্ধর্ব্বরাজ—তারপর তারপর?

শান্তশ্রী—দেখি সেই অলোক সামান্যা রূপসী ললনা,

সখা মোর দিয়ে মোরে সাধের সে বীণা,
উন্মত্ত প্রায় ছুটে গিয়ে সম্মুখেতে তার দিল দরশন।

গন্ধর্ব্বরাজ—তারপর তারপর?

শান্তশ্রী—উভয়ে উভয়েরে তুষ্ট করি প্রেম—আলাপনে,
প্রেম ফাঁস গলে দিল, উভয়েতে উভয়ের গলে।

গন্ধর্ব্বরাজ—বল বল শান্তশ্রী সত্য কিরে তবে, পুত্রমোর হয়েছে সংসারী?
নিশ্চয় নিশ্চয় মহারাজ, পুত্রতব হয়েচে সংসারী!

শান্তশ্রী—কিবা সে প্রণয় হাস্, কিবা সে প্রণয় ভাস্
কিবা সে প্রণয় আশ্ কিবা সে হাস্য পরিহাস,
এক মুখে বলিতে না পারি।

গন্ধর্ব্বরাজ—নাহি জান কিরে কেবা সে ললনা?
কিবা নাম তাঁর? কোন কুলোদ্ভবা?
যেবা হয় এবে, পুত্র বধূ মোর।

শান্তশ্রী—মহারাজ! শুনিয়াছি আমি শিবদূত মুখে,
গণ্ডকীর তীরে, শিবাদেশে আসি সেই খানে,
বলেছিল সে, সখারে আমার,
"চিত্ররথ কন্যা স্বাধ্বী মালাবন্তী—
সঙ্গিনীগণ সনে, আসিতেছে জলক্রীড়া হেতু
গণ্ডকীর জলে, ঈশানীর বরে বরিতে তোমারে।
দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ হইবে দুজনে।

গন্ধর্ব্বরাজ—তারপর তারপর, এবে কোথা পুত্র আর পুত্র বধূ মোর?

শান্তশ্রী—শুভদিনে শুভলগ্নে, তারা দোঁহে হইয়ে মিলিত,
মোর হাতে দিয়ে তার, সে সাধের
বীণে, তীর্থ পর্য্যটন আশে করিল প্রস্থান।

গন্ধর্ব্বরাজ—মন্ত্রি! কেবা সেই চিত্ররত? কোন্ কুলোদ্ভব সে?
প্রেরিয়া সে রাজদূতে, সংবাদ আনহ এখনি।

মন্ত্রী—মহারাজ! মুনিসত্তম বশিষ্ঠ যে কার্য্যের নেতা,
সে কার্য্যের অমঙ্গল কভু না সম্ভবে।

গন্ধর্ব্বরাজ—মন্ত্রি! আদেশহ কোষাধক্ষে, ধন রত্ন
শকটাদি লোয়ে যায় যেন, যেথা পুত্র আর পুত্র বধূ মোর।
বুঝায়ে সে পুত্রে মোর, আনে যেন ঘরে ফিরে।

(জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! এক বড়ি
ভারি ব্রহ্মণ, দরোজে মে খাড়ি হ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ—উস্‌কো আচ্ছি তরপ্‌সে হিঁয়া লেয়াও।

দৌবারিক—যো হুকুম্।

(প্রস্থান)

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ—শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! শিবশম্ভো!

গন্ধর্ব্বরাজ—(স্বসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত কৃতাঞ্জলি পুটে) জনম সফল মম তব দরশনে, পবিত্র এ রাজপুরী তব পদার্পণে। পাদ্য অর্ঘ লোয়ে কৃতার্থ করুণ আমারে (আসন প্রদান)

বশিষ্ঠ—(উপবেশনান্তর) গন্ধর্ব্বরাজ! স্বজন সংহতি আছোত কুশলে?

গন্ধর্ব্বরাজ—তব আশীর্ব্বাদে সকলি কুশল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মোর হইয়াছে এবে।

বশিষ্ঠ—গন্ধর্ব্বরাজ আর কিবা মনেতে বাসনা?

গন্ধর্ব্বরাজ—তাপসেন্দ্র! অবিদিত আছে কিবা তব। স্নান হেতু গিয়াছে

সে পুত্র মোর গণ্ডকীতে, শুনিলাম শান্তশ্রী মুখে ভবাদেশে, চিত্ররত কন্যা মালাবতী সনে দাম্পত্য প্রণয়াবদ্ধ হয়েচে কুমার; নাহি জানি আমি, কেবা সেই চিত্ররত? সে কোন্ কুলোদ্ভব? কোথা রাজ্য তার? ত্রিকালজ্ঞ! না পারি বুঝিতে পুত্র মোর, করি দ্বার পরিগ্রহ, গৃহবাসী না হইয়ে, তীর্থবাসী কেন বা হইল? আজন্ম করি দেব আরাধনা, পাইয়ে ভবাদৃশ মহ-তের শুভ আশীর্ব্বাদ, মহেশ আদেশে 'পাইয়াছি পুত্র ধনে। নাহি জানি দেব, হরিষে বিষাদ কেন হইল আমার।

বশিষ্ঠ—(স্বঃ) হরিভক্ত কলির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবারে নিজে নারায়ণ প্রেরিয়াছেন নারদেবে গন্ধর্ব্বরাজ গৃহে, বাড়াতে সতীর মান্ রাখিতে সতীর মান, তীর্থবাসী হইয়াছে সে, লক্ষ্মী অংশে সমুদ্ভূতা মালাবতী সনে, তীর্থ পর্য্যটন ছলে, দেশে দেশে হরি-নাম বিলাইবে তারা। (প্রঃ) গন্ধর্ব্বরাজ! এ কারণে উৎ-কণ্ঠিত হইতেছ হেন? চিত্ররত, গন্ধর্ব্ব কুলেতে হয়েছে উদ্ভব। রাজবংশে জন্মতার, হয় মহারাজা, হিমগিরির উপত্যকায় রাজত্ব তাহার, শান্ত দান্ত মহাবীর্যবান্ সে, তোমাপেক্ষা ধনে মানে কুলে শীলে কোন অংশে হীন নয় সে, তোমাদের করনীয় ঘর; কোন অংশে দ্বিধা, নাহি কর মনে।

মন্ত্রী—(জোড়হস্তে) কি কারণে যুবরাজ হলেন তীর্থবাসী?

গন্ধর্ব্বরাজ—(জোড়হস্তে) কত দিনে পুত্র মোর ফিরিবে আবার?

বশিষ্ঠ—গন্ধর্ব্বরাজ! পুত্র তব নহেক সামান্য, দেব বরে পাইয়াছ তারে, দৈব কার্য্য করিতে সাধন, তীর্থবাসী হইয়াছে সে; আগামী কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, দিবা দ্বিপ্রহরে কৌশিকী নদীর তীরে ফিরিবে তাহারা পুনঃ। বীণা সহ

যায় যেন শান্তশ্রী সেই কালে। বিনা সেই বীণা, পুত্র তব
না ফিরিবে ঘরে। গন্ধর্ব্বরাজ! সেই দিনে রাজ্ঞী তব,
পুজে যেন শিব সীমন্তিনী।
তুমিও করিবে ধ্যান, হরপদারবিন্দ সেই কালে।
আদেশিবে পুরবাসী জনে সেইদিনে,
সবে মিলে যায় যেন তারা, কৌশিকী নদীর তীরে,
আনিতে সে পুত্র আর পুত্রবধূ তব।
যাই আমি এবে, চিন্তার নাহিক কারণ।

গন্ধর্ব্বরাজ—(প্রণাম করণান্তর জোড়হস্তে) তব দাসানুদাস আমি,
আশীর্ব্বাদ করুণ আমারে।

বশিষ্ঠ—ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক তোমার।
শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! শিবশম্ভো!

(প্রস্থান)

গন্ধর্ব্বরাজ—(জোড়হস্তে) বাঘাম্বর! এতদিনে পড়িল
কিহে মনে, এই দীন হীন জনে।
মন্ত্রিবর! মহামুণি বশিষ্ঠের আদেশ
যথাবিধি করহ পালন। যাও শান্তশ্রী
মুনির আদেশ করিও পালন।

মন্ত্রী—যেবা আজ্ঞা তব।
শান্তশ্রী—তব আজ্ঞা শীরধার্য্য।
(উভয়ে প্রস্থান)

গন্ধর্ব্বরাজ—যাই আমি দেখি কোথা প্রেয়সী আমার।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ বনপথ)

মালাবতী—নাথ ! শুনিয়াছি তব মুখে ব্রহ্ম হয় এক ;
এক মেবা দ্বিতীয়ম বলি কতবার বলিয়াছেন
মোরে। কেমনে বুঝিব নাথ, ব্রহ্ম এক কিম্বা দুই।
কেমনে বুঝিব কোথা তাঁর স্থান ;
কিবা কার্য্য তাঁর।

উপবর্হণ—মালাবতী ! এ সম্বন্ধে নানা মুনির আছে
নানা মত। দুর্জ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্য হয় সেই মত।
তবে আমার ধারণা, জ্ঞানের সমষ্টি, হয় সেই
ব্রহ্ম। এক পদার্থের সমষ্টি কভু হয় নাকো দুই !
এ কারণে হন্ তিনি এক।
দ্বিতীয় নাহিক তাঁর। অণু পরমাণু হতে
স্থাবর জঙ্গমে স্থান তাঁর। স্থূল সূক্ষ্মরূপে তিনি
ব্যাপ্ত চরাচরে ! সংযোগ বিয়োগ স্থিতি,
হয় কার্য্য তাঁর, সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় যার নাম।

মালাবতী—নাথ ! জ্ঞানের সমষ্টি কিবা বুঝিতে না পারি।

উপবর্হণ—মালাবতী ! এ জগতে জীব আর জড়
এই দুই আছে বর্ত্তমান। জড়েতে জ্ঞানের
সঞ্চার নাহি হয় কভু। জীব মাত্রেই

জ্ঞানের আধার, জীবমাত্রেই ন্যূনাধিক
সকলই জ্ঞানী। জন্মনা কল্পনায় হয়
ইচ্ছার উদ্রেক, ইচ্ছা না জন্মিলে, নাহি হয়
জ্ঞানের সঞ্চার, পঞ্চভূত হতে ষড়েন্দ্রিয় দ্বারা
হয় জ্ঞান লাভ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হতে
জ্ঞান লাভ হয়! একারণে জ্ঞানের সমষ্টি
বলা যায় তাঁরে। জ্ঞানের সমষ্টি হইলে মার্জিত
মনঃশক্তি বৃদ্ধি হয়, পূর্ণ ভাবে তবে।
মনোমধ্যে সেই শক্তি হলে সঞ্চারিত ;
ভেদাভেদ কিছু নাহি থাকে। জীব মাত্রে
সমজ্ঞান হয়, জন্মে সদা জীব জড়ে সম
ভাল বাসা। সুখ দুঃখ কিছু নাহি হয়
অনুভব। স্থূল সূক্ষ্ম একরূপ হয় দরশন।
এহ জ্ঞানে যেবা হয় জ্ঞানা, তাহাকেই
ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। একবার ব্রহ্মজ্ঞান হলে
মানবের, অপার আনন্দ রসে মজে তার মন।
ব্রহ্ম জ্যোতী বিনিস্থত হয় তার ষড়েন্দ্রিয় হতে।
ব্রহ্মতেজে দ্রবীভূত হয়ে ষড়রিপু,
প্রেম সাগরের সৃষ্টি হয় হৃদয় মাঝেতে।
প্রেমের তরঙ্গ প্রেমাশ্রুরূপে, দর দর দরে
ঝরে তার নয়ন হইতে, প্রেমের উচ্ছাস্ যদি
পূর্ণরূপে বাহিরিতে নাহি পারে ষড়েন্দ্রিয় দিয়ে ;
প্রেমের তরঙ্গ ধায় ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মরন্ধ্র দেশে ;
ব্রহ্মজ্ঞানী বাহ্যজ্ঞান শূন্য, হয় সে কারণ।

প্রাণেশ্বরী। সমাধি তাহার নাম।
বেস জেনো মালাবতী, বিনা জ্ঞান
কোন কর্ম্ম হয় না সাধিত।

মালাবতী—(অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) নাথ! ও কাহারা আসিতেছে
আমাদের দিকে? ঐ বন পথ দিয়ে?

উপবর্হণ—মালাবতী! এস বসি মোরা ঐ শিলাপরে,
আসিলে তাহারা, জানিতে পারিব মোরা, কে হয় উহারা।

(উভয়ে শিলাপরে উপবেশন)

(বস্ত্রাবৃত চক্ষে সন্ন্যাসী বেশে জংলি সর্দ্দার ও
সন্ন্যাসীনী বেশে ব্যাধ পত্নি সুরিয়া।
সুরিয়া অঞ্চল দ্বারা পথ পরিষ্কার করন।
(জংলি সর্দ্দারের ধীরে ধীরে পদক্ষেপনান্তর আগমন)

জংলি—হারিবোল, হারিবোল, হারিবোল,
আরে সুরিয়া, তু মুহারে কুথা আনলুরে?

সুরিয়া—হিংলু পোহাড় রে।

জংলি—এইখানে কুচ্ছু মুনিস্ নাই তুরে?

সুরিয়া—হাঃ থুঃ, কুচ্ছুনা কুচ্ছুনা গুটা তু আরমু।
আরে সর্দ্দার। এখানে তু কেনো আলুরে?
এখানে তু হারে মুহারে কে খাতি দিবেরে?

জংলি—আরে সুরিয়া! তু হারিবোল, হারিবোল,
হারি তুহারে খাতি দিবেরে।
হারি তুহার মুহার সাথে সাথে ফির্‌চিরে। হারিবোল,
হারিবোল, সব মিলবুরে, সব মিলবু।

সুরিয়া—আরে সর্দ্দার! মছলা মিলুনা তু কি খাবু রে?

জংলি—আরে স্থরিয়া! তু কুচ্ছু বুঝলু নারে,
যোতু গুটা ডাঁস্ মৎমারুস্ গুটা পিপ্পি
মৎমারুস্, মচ্ছি গুস্ না খাউস্ তো
হারি তুহার সাথে আসনাই করবুরে,
তুহাব সাথে নাচবুরে গাবুবে।

স্থরিয়া—আবে সর্দ্দার! তু কি বোলছুস্ রে?
তু মুহার মরদ আছুস্‌রে, তুহার সাথে
মুহাব আস্‌নাই আছুস্। ফিন্ হারির
সাথে কিম্‌নে আসনাই হবুরে?

জংলি—আরে স্থরিয়া! তু জানুস্ না, হারি তুহার
মরদ, মুহার মরদ, সর্ব্বিকার মরদ।
সর্ব্বিকার সাথে আসনাই আছেরে।
হারির আসনাই বড্ডি মিঠা আসনাইরে,
তুযো লুণ্ডিয়া ছড়ুস্, বুধিয়া ছড়ুস্
মুহারে ছড়ুস্, ঘর ছড়ুস্ দুয়ার ছড়ুস তো,
হারি তুহার সাথে আসনাই কুরতে পারে রে।
আরে স্থরিয়া! তু মুহার গুটা গান শুনুসরে—

(বৃক্ষতলে উপবেশনন্তর)

(গীত।)

জংলি—হারি তু কুথা আছুস্ দেখা দিউস্‌রে।
তুযে সব্ দেখুস্, সব জানুস্, সব্ শুনুস্‌রে।
(আরে স্থরিয়া) হারি তুহার মরদ মুহার মরদ সব্বি মরদরে।
আগেতে না বুঝ্‌লু সোরা বোরা কত্ না মারলু
(হারি) তুহার সাথে আসনাই কোরে, বড্ডি মজা মিলুরে।

উপবর্হন—মালাবতী! চিনেতে পারিলে কিবে কেবা ঐ হরি পরায়ণ?

মালাবতী—নাথ! পরিচিত স্বর বোলে হয় অনুমান।

উপবর্হণ—মালাবতী! ঐ হরি পরায়ণ হয় সেই ব্যাধ।
পূর্ব্বে যাদের নৃত্যগীত শুনিয়াছি মোরা।
এবে হরির মায়ার মুগ্ধ হয় এই ব্যাধ,
হরির মায়ায় বিরত সে জীব হিংসা হতে,
হিংসা ভয়ে বস্ত্রেতে আবদ্ধ করি নয়ন
তাহার, চলে ধীরে ধীরে পথ দিয়ে,
নাহি জানি কোন পুণ্য ফলে পাইল সে
শ্রীহরির দয়া; মালাবতী! ঐ ব্যাধের সর্দ্দার
হৃদয়ে মেখেছে হরিনাম, হৃদয়ে গেঁথেছে
হরিনাম, মানসে এঁকেছে মাধুরী বয়ান।
চিত্তচকোর তার, ব্যস্ত সদা নাম সুধা পানে।
জ্যোতীর্ম্ময়ের জ্যোতী, বিভাসিত নয়নেতে তার।
(ব্যাধের নিকট যাইয়া) ব্যাধরে! চিনিতে পার
কিরে মোরে? আমি রে সেই জ্ঞান হীন,
ভক্তিহীন অতিথি তোমার।

জংলি—কে তুরে? মুহার ঠাউর? সুরিয়ারে!
খুল খুল মুহার আঁখ খুলরে, গুটা ঠাউরকে
একুবার দেখ্ বুরে। (সুরিয়া কর্ত্তৃক
নয়ন উন্মোচন ও উপবর্হণের চরণ ধরিয়া)
ঠাউর! তুহার গোড় মু আর ছাড়বু নারে,
তুহার সাথে তুহার হারির দ্যাশে যাবুরে।
মু আর জংলে রব্বু নারে। তুহার গোড়

পড়িরে। তুহার হারির সাথে মু গুটা কথা
কবুরে। সুরিয়া মুনিয়া সুব্ তুন্‌মুণ আছে রে।

উপবর্হণ—(স্ব) হরির মায়ায় মুগ্ধ হয় এই ব্যাধ,
নারায়ণ! সকলি তোমার ইচ্ছা।
(প্রঃ) ব্যাধরে দেরে, দেরে, দেরে মোরে আলিঙ্গন।
(উভয়ে আলিঙ্গন) ব্যাধরে! জীবনের সার
প্রেম আলিঙ্গন, সর্ব্বজীবে দিবে রে ভাই এই আলিঙ্গন।
সর্ব্বজীবে দয়া ভাই করিবে সতত।
অহিংসা পরমধর্ম্ম মনেতে জানিবে। দিনেকের
পাপ্ দিনান্তে ক্ষমা ভিক্ষালবে, শ্রীহরির কাছে।

জংলি—ঠাউর! সব্ বুঝ্‌লু, আচ্ছা হারি ঠাউব
কোন্ মুল্লুকে থাকুস? কি করুস্?
কি খাউস্? কত্ না মহুয়া খাউস্? হারিবজক্ক আছে রে?

উপবর্হণ—ব্যাধরে! সেই দয়াময় হরি সঙ্গে সঙ্গে
আছেরে তোমাব, জগত পালন কার্য্যতাঁর।
জগত মাতা জগদীশ্বরী পত্নী তার। ব্যাধরে!
সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, শ্রীহরির দয়া হলে
একবার, ভব যন্ত্রণা নাহি রবে আর।

জংলি—ঠাউর! তুহার গোড় পড়িরে, তুহার হারির
সাথে সুরিয়ার কুচ্ছু আসনাই করকুদেরে।
আরে সুরিয়া! ধরুস্ ধরুস্ ঠাউরকু গোড় ধরুস্‌রে।

সুরিয়া—(চরণে ধরিয়া) ঠাউর! মুহার কি হবুরে?
সর্দ্দার তুহার সাথে চল্লুরে,
মু কি করবু রে, কি খাবুরে?

উপবর্হণ—ওঠো, ওঠো মা জননী, ছাড় মোর পদ
ভজ স্বামীপদ, ভজিলে সে পদ, পাইবে
সে পদ, রবেনা বিপদ। দুজনায় মিলে
বল হরিবোল, হরিবোল পথেরি সম্বল,
হরি হরি বোল বল মা মুখে।

জংলি ও সুরিয়া—হারিবোল! হারিবোল। হারিবোল।

উপবর্হণ ও মালাবতী—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

উপবর্হণ—ব্যাধরে ভুলনারে কভু হবি নারায়ণে,
যাই মোরা তীর্থ পর্য্যটনে। পুষ্কর তীর্থেতে
যাব মোরা

(উভয়ের প্রস্থান)

জংলি—আরে সুরিয়া, মু সব্ ছাড়লুরে, তুহারে মু পারলুনারে।

(বস্ত্রাবৃত চক্ষু জংলি সর্দ্দারকে লইয়া সুরিয়ার প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বৈকুণ্ঠপুরী—সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নারায়ণ)

নারায়ণ—(স্বঃ) ব্রাহ্ম আর পাদ্ম কল্প হয়েচে অতীত,
বারাহ কল্প ও অবসান প্রায়। চারি যুগে
এক কল্পের হয় পরিমাণ, বারাহ কল্পের. সত্য
ত্রেতা হয়েচে অতীত, দ্বাপরের প্রায় অর্দ্ধেক
হয়েচে বিগত। আমারি ইচ্ছায় কলি, মর্ত্তলোকে
করেছে প্রবেশ। বড ভক্ত মোর, হয় সেই কলি।
চারিযুগ হতে, করি মোর আরাধনা, পেয়েছে
অভিষ্ঠ বর মৃত্যু মোর হাতে। মোর ভক্ত নারদ
সুমতি, পিতৃ শাপে গন্ধর্ব্ব যোনীতে জন্ম, লইয়াছে এবে,
উপবর্হণ নামে খ্যাত ধরামাঝে এবে।
অচিরে হইবে তার শাঁপ বিমোচন, মম অংশে জন্ম তার,
তাই নারায়ণী, মালাবতী নাম ধরি,
মিশিয়াছে তার সনে। সতী স্বাধ্বী হয় মালাবতী,
[illegible]এন্ত্রী বরে বলে আশীর্ব্বাদ করেছে ঈশানী।

না পারি বুঝিতে কেমনে বিধবা হবে
মালাবতী সতী। সতীর বৈধব্য কভু,
সহ্য নাহি করিবে ঈশানী। নাহি জানি
কেমনে সে মহাকাল, পূর্ণ হলে কাল, বিধবা
করিবে তারে। নাহি জানি কেমনে সে রবিসুত
করিবে পালন আজ্ঞা তাঁর, অসাধ্য আসাধ্য আমার,
নিজে পদ্মযোণী, নারিবে বিধবা করিতে তারে,
বিনা সেই দাক্ষায়ণী সতী, কাহারো শকতি নাই,
বিধবা করিতে তারে, মালাবতী সতী হয় প্রিয় দাসী তাঁর।

(ব্রহ্মা মহাদেব ও যমের প্রবেশ)

ব্রহ্মা—নমস্তে নারয়ণায়ঃ।

মহাদেব—নমস্তে মধুসূদনায়ঃ।

যম—নমস্তে বৈকুণ্ঠ নাথায়ঃ।

নারায়ণ—এস এস পদ্মযোনী, এস মৃত্যুঞ্জয়, এস যমরাজ,
হেন অসময়ে কি কারণে আসিয়াছ তোমরা সকলে?
কুশল সংবাদ দানে কর সুখী মোরে।

ব্রহ্মা—নারায়ণ! অবিদিত আছে কিবা তব; দেব!
তোমারি ইচ্ছায়, বার বার তিনবার সৃজন করেছি
এই জগত সংসার, দুইবার লয় হইয়াছে সম্মুখে আমার।
সৃজিয়া এবার জগত সংসার, শ্বেত বারাহ নাম দিয়াছি তাহার।
বারাহ কল্পের সত্য ত্রেতা হয়েছে বিগত, দ্বাপরের
না হইতে শেষ, কলি সে দুর্ম্মতি পশিয়াছে
অকালেতে ধরামাঝে; রক্ষিবারে ধরা বাসীগণে;
তব নাম রূপ মহোষধি বিতরণ আশে, শাঁপ দিয়া [illegible]ছি

মম পুত্র নারদেরে ধরাধামে। এবে পূর্ণায়ু হইয়াছে তার,
অচিরে হইবে তার শাঁপ বিমোচন,
তোমারি ইচ্ছায় দেব, সৃষ্টি রক্ষা হেতু, পুনঃ
শাঁপ দিব তারে পুষ্কর তীর্থেতে। পুনঃ শূদ্র যোনীতে জন্ম
লইবে সে ধরা মাঝে। দেব!
এবে কি করি উপায়, সতী সাধ্বী হয় মালাবতী,
লক্ষী অংশে জন্ম তার, জন্ম এস্ত্রী রবে বলে,
আশীর্ব্বাদ করেছে ঈশানী। তোমারি ইচ্ছায়,
সতীর গৌরব আছে ধরা মাঝে।
তোমারি ইচ্ছায় বৈধব্য লিখিয়াছি অদৃষ্টেতে তার।
দেব! বাড়াতে সতীর মান, রাম অবতারে,
তোমারি সাক্ষাতে স্বর্ণ লঙ্কা পুরে, সাগর সৈকতে,
সতী সাধ্বী সীতা দেবী ক্রোড়েতে করিয়া ধারণ,
সতীর মাহাত্ম দেখাইছি সবে।
অধিক কি বলিব দেব! চারিযুগ হতে যেবা সতী,
স্বামী অদর্শন সহিতে না পারি,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, নিজ হস্তে চিতা,
করি প্রজ্বলিত, সহাস্য বদনে মোরে করে আলিঙ্গন,
বৈকুণ্ঠ নাথ! সেই কালে আমি,
ক্রোড়ে করি তারে, আনি ব্রহ্মপুরে, তোমারি ইচ্ছায়,
পুনস্তারে মিলাই তার স্বামীধন সনে।
দেব! বলুন আমারে, এ হেন সতীরে, কেমনে কোন্ প্রাণে,
বিধবা করিব তারে?

নারায়ণ—মৃত্যুঞ্জয়! আছে কিবা বক্তব্য তোমায়?

মহাদেব—মধুসূদন ! অনন্ত তোমার লীলা, না পারি বুঝিতে।
দাক্ষায়ণী সতী, দক্ষরাজ গৃহে,
পিতৃমুখে স্বামী নিন্দা শুনি যবে, ত্যজে ছিলো প্রাণ,
তোমারি ইচ্ছায় আমি, নষ্ট করি দক্ষের সে মহাযজ্ঞ,
শুলে রাখি সতী দেহ, স্কন্ধে করি তারে,
রাখিতে সতীর মান, দেখাতে সতীর মান, বাড়াতে সতীর মান,
প্রকাশিতে সতীর গৌরব, সতীর মাহাত্ম ;
সতী সতী বলে ভ্রমেছিলাম ত্রিভূবন ময়। বৈকুণ্ঠনাথ !
সেই কালে সুদর্শন চক্রে ছিন্ন করি সতী দেহ, স্কন্ধ হতে মোর,
একোপঞ্চাশ ভাগে করিয়া বিভাগ, একান্ন পীঠের সৃষ্টি
করি সেই কালে, বাড়ালে সতীর মান।
আমি সতীনাথ, সতীর মাহাত্ম করিতে কীর্ত্তন,
সতীছাড়া রহিতে না পারি, সতীপীঠ রক্ষা হেতু,
রুদ্রেশ্বর, বকেশ্বর, ঘণ্টেশ্বর নাম ধরি থাকি সদা
সতী পাশে। বাড়াতে সতীর মান,
সতী পদতলে থাকি নিরন্তর।
আবার কভু সতী শিরে ধরি, কভুসতী কোলে করি,
কভু সতী হৃদে রাখি, বাড়াই সতীর মান।
দেব ! তোমারি ইচ্ছায়, রাখিতে সতীর মান,
সতীর আদেশে, সতীরে তুষিতে, ভক্ত চূড়ামণি
দশাননে ত্যজি, সতীসহ আমি সতীনাথ,
ত্যজেছিলাম স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। বাড়াতে সতীর মান
দেবগণ মাঝে, অস্তাসুরোরষে, মহিষীর গর্ভে জন্ম লয়ে,
ত্রিলোক বিজয়ী মহিষাসুর নাম ধরি,

সতীর ইচ্ছায়, সতীপদ স্কন্ধে করি, বদ্ধ হয়ে নাগপাশে,
সহ্যকরি কেশরীর ভীষণ দংশন, সতীহাতে
ত্যজিবারে প্রাণ, পাতিয়া লয়েছি বুকে ভীষণ ত্রিশুলে।
সতীরে তুষিতে, মদনে করিয়া ভস্ম,
সতীশাঁপ ভয়ে, সতীর সাক্ষাতে পুনর্জীবিত করিয়া মদনে,
রতি সতীর বাড়াইছি মান।
বাড়াতে সতীব মান, ত্রেতাযুগে আমি, পবন ঔরষে
জন্মলয়ে, রামদাস নামধরি, তোমার দাসত্ব করিয়ে স্বীকার,
উলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, সতী দেহ চেড়ীগণের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত
হেরি, জুড়াতে হৃদয় জ্বালা, জ্বালাইয়া সে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
উদ্ধারিতে সীতা সতী, তোমারি সাক্ষাতে,
স্বেচ্ছায় রাক্ষসাধম ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে ছিনু।
দেব! চিবকাল কবি সতীর আদর,
কেমনে কোন্ প্রাণে, সতীবে বিধবা করিব এবে?
ছার্ সে ব্রহ্মতেজ, ছারসে রুদ্রতেজ, সতীতেজ কাছে।
ছার্ সে ব্রহ্মমায়া, ছার সে বিষ্ণুমায়া,
ছার সে রুদ্রমায়া, সতীমায়া কাছে।
সতী শ্রেষ্ঠা এবে মালাবতী সতা, হয় ধরামাঝে।
কাহাবো শকতি নাই বিধবা করিতে তারে।
অসাধ্য, অসাধ্য আমার; মধুসূদন! অসাধ্য
তোমার, সাধ্য নাহি প্রজাপতির। আবার
মালাবতী সতী হয় প্রিয় দাসী ঈশানীর।
জন্ম এস্ত্রী রবে বলে আশীর্ব্বাদ করেছে ঈশানী তারে।
মধুসূদন! বৈকুণ্ঠনাথ! এবে যেবা হয় করহ বিহিত।

নারায়ণ—যমরাজ! কিবা বক্তব্য তোমার?

যম—নারায়ণ! আর কতদিন জীবের সংহার কার্য্যে রাখিবে হে মোরে?
তোমারি ইচ্ছায়, বিধির বিধান, করিতে পালন,
কালের আদেশে, নিষ্ঠুর সংসার কার্য্যে ব্রতী অনুক্ষণ।
নাহি জানি দেব! কোন মহাপাপে,
হেন নিষ্ঠুর কার্য্যের ভার দিয়াছেন মোরে।,
নাহি জানি, ত্রিভুবনে ধর্ম্মরাজ কেন বলে মোরে।
অধার্ম্মিকের চূড়ামণি আমি; না হইতে পূর্ণ জীবের,
জীবনের কাল, অকালে তাহারে আমি করিহে গ্রহণ;
দাম্পত্য প্রণয়া বদ্ধ দম্পতি যুগলে,
না মিটিতে তাহাদের প্রণয় পিপাসা,
ছিন্নকরি তাহাদের প্রণয়ের ডোর, বিচ্ছেদ সাগরে
তাদের ভাসাই সতত। পুত্র প্রাণা
জননীর জীবনের সার, সরল সাহাস্য বদন
স্তনপায়ী সন্তানেরে, ছিন্নকরি মাতৃক্রোড় হতে,
ভাসাই অনন্ত কালের স্রোতেতে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত
সতীসাধ্বীর সাধনার ফল, সতীর গৌরব রবি
স্বামীধনে তার, আনি নিজপুরে, সাজায়ে
সে সধবায় বিধবা সাজেতে, দুখের সাগরে
ভাসাই সতীরে; এর চেয়ে অধর্ম্মের কার্য্য
কিবা হতে পারে? এর চেয়ে হীন কার্য্য কি আছে জগতে?
এর চেয়ে মহাপাপ্ কি আছে ভুবনে? আহা সেই বিয়োগ বিধুরা
পতিগত প্রাণা, পতিহীনা সাশ্রুনয়না
সতী সাধ্বী, খুলিতার হস্তের কঙ্কণ, মুছিতার

সীমন্ত সিন্দুর, ভাসায়ে স্রোতের জলে সধবার সাজ,
ঊর্দ্ধনেত্রে বক্ষে রাখি হাত, লক্ষ্যকরি মোরে,
বলে সেই সতী, ওরে রে নির্ম্মম যম;
এই কি রে ধরমের কাজ? ধর তুমি ধর্ম্মরাজ
নাম? সতীর প্রাণেতে ব্যথা দিলেছে যেমন,
জন্মে জন্মে প্রাণে ব্যথা পাইবে তেমন।
নারায়ণ। বুঝি সতীশাঁপে মোরভাগ্যে হেন
হীন কার্য্য ঘটেছে আমার। বুঝি সতী শাঁপে
বংশে মোর কেহ নাহি রবে। বুঝি সতীর নিশ্বাসে
বংশ মোর নির্ব্বংশ হইবে।
দেব। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সে সতী শাঁপ;
অতি তুচ্ছ তার কাছে হয় ব্রহ্ম শাঁপ।
নারায়ণ! তবাদেশে আমি,
হীনাপেক্ষা হীনতর কার্য্য, করিবারে পারি;
কিন্তু সতীর বৈধব্য আমি সহিতে না পারি।
সতীর চক্ষের জল দেখিতে না পারি।
অসহ্য, অসহ্য সে সতীশাঁপ। ব্রহ্মতেজ তার কাছে,
খদ্যোতিকা প্রায়।
আবার, আবার সে সতী শাঁপ সন্মুখে আমার;
সতী শ্রেষ্ঠা হয়, মালাবতী সতী ধরামাঝে;
কেমনে কোন্ অপরাধে, কোন্ মহাপাপে,
বিধবা করিব তারে? রাসেশ্বর!
শুনিয়াছি তব মুখে, জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব,
কর্ম্মফল তার; নিজে সে বিধাতা

লিখেন অদৃষ্টে তার কর্ম্মফলাফল;
কর্ম্মফল ভুঞ্জি জীব, জীবনের কাল
হলে পূর্ণ কাল, নিজে মহাকাল
সংহার করেন তারে। নাহি জানি দেব,
কি কারণে তবে, জগতের জীব,
অকলঙ্কে কলঙ্ক আরোপ করে মম নামে?
ত্রয়োদশ যম সবে, অকলঙ্কে হইয়াছে গত;
আমি হই যতুর্দ্দশ যম, মোব ভাগ্যে
সতীকে বিধবা করা, একি নারায়ণ?
নারায়ণ—। (স্ব) বুঝিনু সকলি, এবে কি করি উপায়?
(প্রঃ) মৃত্যুঞ্জয়! পদ্মযোনী! যমরাজ!
সত্য বটে সতীরে বিধবা করা অসাধ্য আমার,
অসাধ্য তোমার, অসাধ্য বিধাতার।
যম রাজের সাধ্য কিবা আছে?
কিন্তু মনে করে দেখ, তোমরা সকলে,
কে আমরা? কাহার ইচ্ছায়, কি কারণে,
স্বজিত হোয়েছি মোরা? জাননা কি সবে
মোরাসবে মায়াময়ীর মায়ার সাগরের
সামান্য বুদ বুদ মাত্র। তবে মোরা কেন
করি ভয়? কারে করিভয়? যে কার্য্য করান
তিনি সেই কার্য্য করি মোরা।
আমাদের শক্তি কিবা আছে? রোধিতে তাঁহার ইচ্ছা।
ইচ্ছা ময়ীর ইচ্ছা অবশ্যই হইবে পূরণ।
মোরা সবে উপলক্ষ্য মাত্র তার।

বিনা সেই শক্তিশ্বরী আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধি কভু নাহি হবে।
যাও সবে কৌশিকী নদীর তীরে, যথাবিধি
কর্ত্তব্য পালন করিও সকলে।
যাব আমি তথা, মিলিয়া সকলে করিয়া মন্ত্রণা,
উপস্থিত মতে, যেবা হয় করা যাবে তথা।
বিনা শক্তি আরাধনা, সৃষ্টি রক্ষা হবেনা হবেনা।
যাও সবে, যাই আমি, দেখা হবে পুনঃ কৌশিকীর তীরে।

ব্রহ্মা, শিব, যম—যেবা ইচ্ছা তব।
জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ।
জয় শক্তিশ্বরী, জয় ইচ্ছাময়ী, জয় মায়াময়ী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বতীয় প্রদেশস্থ বনপথ।

(উপবর্হণ ও মালাবতী—)

উপবর্হণ—মালাবতী! ঐ যে দেখিছ দূরে উচ্চ গিরি রাজে,
শৃঙ্গ যার স্পর্শিয়াছে অভ্রভেদী গগন মণ্ডল।
সদাবৃত চূড়া যার অনন্ত তুষারে;
যার রক্ষ করি বিদীরণ, নির্ম্মল সলিলা
স্রোতস্বতীগণ, প্রবাহিত সদা এমহী মণ্ডলে।
গহ্বরে বসিয়া যার—যোগী ঋষি গণ
সদা মগ্ন ধ্যানে আছে অনুক্ষণ;

এহেন যে গিরিরাজ, কালের অনন্ত স্রোতে হইবে রে লয়।
ঐ উচ্চ উচ্চতর গিরিচূড়া যাহা মোরা,
স্থূল চক্ষে না পাই হেরিতে,
একদিন নিষ্ঠুর কালের স্রোতে, তোমা আমা
পদতলে হইবে লুণ্ঠিত। তাই বলি মালাবতী
এজগতে অনিত্য সকলি।

মালাবতী—নাথ! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আদি, নিত্য নহে কি উহারা?

উপবর্হন—প্রাণেশ্বরী! অনিত্য; সকলি অনিত্য।

মালাবতী—নাথ! জানিতে বাসনা মোর,
এ জগতে নিত্য কিবা আছে?

উপবর্হন—মালাবতী! মুনি ঋষিগণ পরমাণু আর কালে,
নিত্য বলি করিয়াছে স্থির
ইহা ছাড়া শব্দ আর ক্রিয়া নিত্য বলি
মোর মনে, হয় অনুমান, হৃদয়েশ্বরী!
নাহি জানি ইহামোর ভ্রম কিনা।

মালাবতী—হৃদয়েশ্বর! আকর্ষণ, বিকর্ষণ, স্থিতি
আর ব্যাপকতা, নিত্য নহে কি ইহারা?
সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় যার নাম।

উপবর্হন—মালাবতী! উহারাও ক্রিয়া নামে হয় অভিহিত।

মালাবতী—নাথ! বর্ণ আর জ্ঞান নিত্য নহে কি তাহারা?

উপবর্হন—প্রিয়ে! বর্ণ আর জ্ঞান নিত্য বলি আমার বিশ্বাস।
নাহি জানি বিজ্ঞানেতে কিবা তারে বলে।

মালাবতী।—নাথ! অজ্ঞান কি তবে অনিত্য জগতে?

উপবর্হন—মালাবতী! পর্য্যন্ত কারণে মোরে,

আমি নিজে জ্ঞান হীন, অজ্ঞান নিত্য কি অনিত্য,
কেমনে বুঝাব তোমায়।
তবে আমার বিশ্বাস, অজ্ঞান না রবে ভবে ;
একদিন জীব মাত্রেই পূর্ণ জ্ঞানী হবে।
মালাবতী! কঠিন মাটিতে, হাঁটিতে হাঁটিতে,
বেদনা হয়েছে পায়, কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর, কব এই খানে।
আমি বন হতে আনি বন ফুল, মালাগাঁথি পরাবো তোমারে।

(প্রস্থান)

(জয়া—ও বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া—জয় মা শঙ্করী !

বিজয়া—জয় মা ভবানী !

মালাবতী—কে তোমরা গো সুচারু হাসিনী ?
কি কারণে, কোথা হতে আসিয়াছ হেথা ?
প্রয়োজন কিবা আমা কাছে ? পরিচয় দাও মোরে।

জয়া—দেব দূতী মোরা, দাসী মোরা হই শিবানীর।
আশীর্ব্বাদ জানাতে তোমারে, আসিয়াছি মোরা।

বিজয়া—তুমি কেমা ? কাহার দুহিতা ?
কোন ভাগ্য ধরের হওমা বনিতা ?
কোন্ কুলোদ্ভবা তুমি ?

মালাবতী—মাগো ! নাম মোর হয় মালাবতী,
গন্ধর্ব্ব কুলেতে জন্ম, পিতামোর হন চিত্ররত।
গন্ধর্ব্ব রাজের পুত্র হন স্বামী মোর।
আমিও মা, তবেশ জামিনী ঈশানীর দাসী।
প্রণাম হইমা চরণে। (প্রণাম করণ)

জয়া—চিরআয়ুষ্মতী হয় মাগো।

বিজয়া—জন্ম এস্ত্রী রবে মাগো তুমি।

মালাবতী—(স্বঃ) মনে কি পড়েছে মাগো এ দাসীরে তব ?

(প্রঃ) মাগো ! বল মোরে, এ দাসীরে কি কারণে

হয়েছে স্মরণ তাঁর ? আমাপ্রতি কিবা আদেশ আছে মার ?

জয়া—শঙ্করী আদেশে আসিয়াছি মোরা, সাজাইতে তোমা,

মনোমত সাজে তাঁর।

বিজয়া—মাগো বড় ভাগ্যবতী তুমি, তাই নিজে মা শঙ্করী,

সাজাইতে তোমা পাঠায়েছেন হস্তের কঙ্কন,

সীমন্ত সিন্দুব তাঁর ; আব এই সতী বাহী শুলে।

জয়া—বড সাধ তাঁর সাজাতে তোমাকে তাঁহার মত।

বক্ত বস্ত্র পরায়ে তোমারে, অলক্তকে রঞ্জিয়া সে

চবণ দুখানি, সীমন্ত সিন্দুর তাঁব,

দিয়া তব সীমন্ত মাঝারে, পবাতে তোমার হস্তে,

হস্তেব কঙ্কণ তাঁর।

বিজয়া—এই যে দেখিছ মা ভীষণ ত্রিশুল,

সতী বাহী শুল, নাম হয় এব।

স্বামী নিন্দা শুনি দক্ষরাজ গৃহে যবে,

ত্যজে ছিলেন প্রাণ দাক্ষায়নী, সেই কালে

নিজে শুলপাণী, সতী দেহ রাখি এই শুলে,

সতী সতী বলি, ঘুরে ছিলেন ত্রিভুবন ময়।

জয়া—মা আমার, ইহ জন্মে গৌরি নাম ধরি,

হব পদ পুজি, পেয়েছেন এই সতী বাহী শুলে ;

এবে ধরামাঝে সতী শ্রেষ্ঠা হও তুমি,

সে কারণে, তোমারে পাঠায়েছেন এই স্থলে
সতী শ্রেষ্ঠা মা আমার।

মালাবতী—দেবদূতী তোমরা মা হও দুইজনে,
মায়ের আদেশে আসিয়াছ সাজাইতে মোরে,
বড় ভাগ্যবতী আমি, সাজাও আমারে, যথা ইচ্ছামার।

জয়া—বসো মা এই খানে।

মালাবতী—(উপল খণ্ডে উপবেশন)

জয়া—(অলক্তক হস্তে পদস্পর্শ করনোদ্যত)

মালাবতী—(নিবারণ করিয়া) কি কর কি কর মা দেবদূতী ;
আমি যে মা গন্ধর্ব্ব দুহিতা, কেমনে স্পর্শিতে
দিব মা তোমা, চরণ আমার ?

জয়া—কি বলিলে মা ? না পারি স্পর্শিতে সতীপদ মোরা ?
মাগো। কি পাপ করেছি মোরা ?
কোন্ মহাপাপে সতীপদ না পেনু স্পর্শিতে ?
জন্ম জন্মান্তর হতে করি সতী আরাধনা, হইয়াছি—
সতী দাসী মোরা ; সতীরে তুষিতে, সতীরে সাজাতে,
সতীরে পূজিতে, থাকি সদা সতী পাশে,—
সতী পদ পূজি নিরন্তর। সতীর আদেশে
সতীরে সাজাতে আসিয়াছি মোরা। তুমি যে মা
সতী শ্রেষ্ঠা হও ধরামাঝে, তুমি সতী, হও সতী দাসী ;
মোরাও মা হই সতী দাসী, তবে কেন না পাই—
স্পর্শিতে সতী পদ ? (জোড় হস্তে উর্দ্ধনেত্রে) মাগো অভয়ে !
বড় গর্ব্ব ছিল আমাদের, সতীদাসী হই মোরা,
সে গর্ব্ব খর্ব্ব মা করিলে এত দিনে।

বিজয়া—নারিনু বুঝিতে সতীর আবার জাতিভেদ কিবা।
দেবী কি দানবী, গন্ধর্ব্ব কি মানবী,
ব্রাহ্মণী কি চণ্ডালী, যে বা সতী হবে ত্রিভুবন মাঝে,
সেই পূজ্যা হবে। দেবত্ব অমরত্ব তুচ্ছ তার কাছে।
সিদ্ধি মুক্তি তার পিছু পিছু ফেরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল তার, হাতে হাতে ফলে।
যেবা সতী পতি পদ ধুলি যত্নে ধরে শিরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তার কি করিতে পারে।
মাগো! সতীরে পাইতে নিজে সতী নাথ,
অঙ্গে মাখে ছাই, কণ্ঠে ধরে বিষ, সতী সতী বোলে
বাজায় ডমুরু, সতী সতী বলে বাজায় শিঙা।
মাগো! তুচ্ছ তার কাছে শিব লোক, ব্রহ্ম লোক, আর সে
গোলক। সতী পদে স্থান তাব হয় চিরকাল।
হেন সতী পদ পূজি মোরা দিবস শর্ব্বরী। তবে কেন
না পাই পূজিতে সতী পদ মোরা?

মালাবতী—না বুঝে করিছি অপরাধ,—দেবদূতী তোমরা দুজনে,
তাই মাগো করেছি নিশেধ। ভবেশ ভামিনী মা আমার,
পাঠায়েছেন তোমা সবে, সাজাইতে মোরে।
এর চেয়ে, ভাগ্য মোর কিবা হতে পারে।
সাজাও আমারে যথা ইচ্ছা মার আমার।

(জয়া ও বিজয়ার সাজাইতে সাজাইতে গীত)

(গীত)

পরমা, পরমা, পরমা বসন—পরমা, পরমা, পরমা কঙ্কণ।
পরমা পদে অলক্ত রঞ্জণ॥

মোরা দুই জনে হই সতী দাসী, জানি মোরা তুমি,
হও সতী দাসী।
(তাই) সতীর আদেশে, এসেছি সাজাতে মোরা দুই জন॥
তুমি যে মা সতী, হও ভাগ্যবতী, তাই দাক্ষায়নী সতী,
দিয়াছেন তোমা সধবা ভূষণ॥

জয়া—বিজয়ে লো! মায়ের সীমন্ত সিন্দুর পরালো সতীর সীমন্ত মাঝারে।

বিজয়া—(সীমন্তে সিন্দুর প্রদান)

মালাবতী—প্রণাম হইমা চরণে (প্রণাম)

বিজয়া—দেবদূতী সতী দাসী আমি,
আশীর্ব্বাদ করি জন্ম এস্ত্রী রবে মা গো তুমি।

জয়া—ধরমা ধরমা সতী দত্ত সতী বাহী শুল,
আজ্ঞা তাঁর দিবস শর্ব্বরী রেখো মা হাতে।
মায়ের মাথার অর্ঘ ধর ধর মা শিরে।

(শুল ও অর্ঘ প্রদান)

মালাবতী—প্রণাম হই মা চরণে। (প্রণাম)

জয়া—জন্ম এস্ত্রী হয়ে, চির আয়ুষ্মতী হও মাগো।
পতি পদ ধুলি শিরে ধরি, পতি পদ সেবা করো নিরন্তর।
যাই মাগো মোরা—(উভয়ের প্রস্থান)

মালাবতী—(স্বঃ) না পারি বুঝিতে এবা কিবা খেলা মার?
(জোড় হস্তে) মাগো দাসী তব আমি, শেষের সে দিনে,
চরণে স্থান দিওমা আমারে।

(উপবর্হনের প্রবেশ)

উপবর্হন—(মালা হস্তে) মালাবতী! আহা মরি মরি—
হেন সন্ন্যাসিনী সাজে কে সাজালো তোমা?

হেন সুবিন্যাসে সীমন্তে সিন্দুর কেবা পরাইল ?
হীরক মণ্ডিত সুবর্ণ কঙ্কণ, কে তোমার হাতে দিল ?
কোন্ স্বাধ্বী অলক্তকে রঞ্জিল তব, চরণ দুখানি ?
কোন সতী মনসাধ মেটায়েছে পরায়ে তোমাবে
কৌশীক বসন ? বল বল মালাবতী ভীষণ ত্রিশুল তুমি
কোথা হতে পেলে ?

মালাবতী—হৃদয়েশ্বর ! তোমারি কৃপায় পাইয়াছি এই সব্।
দিবস শর্ব্বরী তব পদ পূজি,
তাই দাক্ষায়নী সতী দিয়াছেন এই সব্।
তব পদ পূজিবারে, সতীপদ পূজি, সতীদাসী নাম ধরি —
হইয়াছি দাসী তব, সে কারণে দাক্ষায়িনী মা আমার,
মনোমত সাজে সাজাতে আমারে,
পাঠায়ে সে দেবদূতী গণে সাজায়েছে মোরে।
নাহি জানি কিবা আছে মার মনে।

উপবর্হন—মালাবতী ! সতী তুমি, তাই দাক্ষায়নী সতী
সাজায়েয়েছে তোমা। এখন চল
যাই মোরা পুষ্কর তীর্থেতে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিদ্বার—

(ভাগীরথী তীরস্থ শিলাপরে উপবিষ্ট ব্যাসদেব)

ব্যাস—তারা তৎত্বমসি ! তৎত্বমসি ! তৎত্বমসি !

মাতঃ ! বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং শীতলাং নির্ম্মলাং পূতসলিলাং,
ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজিতাং, মুনিগণ সেবিতাং, সুরাসুরে বন্দিতাং,
পতিত পাবনি, সুরধনি গঙ্গে ! প্রণমী মা তব পদে।
জানি না মা, কলি কালে—
কেমনে সে কলি, এ মাহাত্ম তব করিবে বিনাশ ?
ওমা শৈলবক্ষ বিদারিণী, ঐরাবত দর্প নাশিনী—
উত্তাল তরঙ্গময়ী মহাবেগবতী ভাগীরথী !
জানিনা মা কলি কালে বিজতীয় সবে,
কেমনে মা তোরে লৌহ পাথরে করিবে বন্ধন ?
ওমা শশাঙ্ক শেখর শিরবাসিনী, ব্রহ্ম পুর নিবাসিনী,
গঙ্গাধর মনোমহিনী, সগর বংশ উদ্ধারিনী,—সিদ্ধি মুক্তি
দায়িনী, জানিনা মা কলি কালে কেমনে তুই,
স্বভাবের পয়নালী রূপে হবি অভিহিত ?
যে বুকে ভাসে মা তোর, জবা বিল্বদল,
যে বুকে ভাসে মা তোর, ফুল্ল শতদল,
জানিনা মা সেই বুকে কেমনে ধরিবি তুই,
বিজাতীয় লৌহ পোত দল ? কেমনে ভাসাবি বুকে,

বিজাতীয় পতাকা সকল ? জানিনা মা কলিকালে,
কেমনে তোরে বিজাতীয় সবে, লৌহ যন্ত্রে করি আকর্ষণ,
লয়ে যাবে ইচ্ছামত স্থানে।

(অষ্টাবক্র মুনির প্রবেশ)

অষ্টাবক্র—ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ।

ব্যাসদেব—মুনিসত্তম ! সুপ্রভাত মম, সার্থক জীবন মম
তব দরশনে ; কুশল সংবাদ দানে সুখী কর মোরে।

অষ্টাবক্র—তাপসেন্দ্র ! জানিতে বাসনা মম,
তারক ব্রহ্ম নাম কিবা, হবে কলি কালে ?
কেমনে পাইবে ত্রাণ কলির মানব ?
কলিকালে কলির প্রতাপে হইবে অধর্ম্মচারী
কলির মানব। না পারি বুঝিতে, কেমনে
পাইবে মুক্তি, অজ্ঞান মানবে ? কলির কুহকে পড়ি
ভুলে যাবে সবে, নিত্য নিরঞ্জনে।
তাই সদা কাঁদে প্রাণ তাহাদের তরে।

ব্যাসদেব—কলের্ধন্য—কলের্ধন্য—কলের্ধন্য।

অষ্টাবক্র—বেদবিদ ! নারিনু বুঝিতে কলিকাল ধন্য কিসে ?
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অন্তর আমার,
নাহি পারে করিতে ধারণা, কলিকাল ধন্য কিসে ?
জ্ঞানময় ! দিয়ে জ্ঞান আঁখি, অজ্ঞান তিমির জাল কর উন্মোচন।

ব্যাসদেব—মেধাবিদ্ ! জন্ম জন্মান্তর হতে, পরম ব্রহ্মের—
করি আরাধনা, পাইয়ে দুলর্ভ মনুষ্য জন্ম,
জন্মাবধি দিবারাত্র না করি বিচার, উপেক্ষিয়া ছয় ঋতু
ছয় রিপু গণে, তুচ্ছ করি জীবনের

সুখ দুঃখ ; ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন, করি জীর্ণ বল্কল ধারণ,
একাহারে, ফলাহারে, অনাহারে কাটাইয়া কাল,
কভু একাসনে, কভু ধরাসনে, কভু শবাসনে,
কভু চাহি ভানুপানে, কভু একপদে, কভু ঊর্দ্ধপদে,
কভু বহ্নির মাঝারে, পঞ্চতপা করি, হরিপদার বিন্দ
চিন্তা রূপ, করিয়ে দুরন্ত কঠোর তপ, নারিনু
হেরিতে, নারিনু লভিতে মুক্তিপদ।
কলিকালে অজ্ঞান মানব সকলে, মাতর্গঙ্গে বলি
স্নান করি, ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে,
গোবিন্দ নাম, একবার লয় যদি মুখে,
জন্ম জন্মার্জ্জিত কোটি কোটি মহাপাপ দূরহয়ে যাবে।
ত্রাণ পাবে তারা, গোবিন্দ নামেতে।
গঙ্গা, গায়ত্রী, গোবিন্দ নাম তারক ব্রহ্ম নাম
হবে কলিকালে। তাই বলিলাম
কলেধ'ন্য কলেধ'ন্য কলেধ'ন্য।

অষ্টাবক্র—(ধ্যানস্থ হইয়া) জ্ঞানময়! একি হেরি?
একি হেরি? কলির ব্রাহ্মণগণ দিনান্তে ও
হেন গায়ত্রী মাতারে স্মরণ না করিবে?
একবার গোবিন্দ নাম মুখে নাহি লবে?
পতিত পাবনি মাকে স্পর্শ না করিবে?
(ধ্যানান্তে) আরে রে কলির ব্রাহ্মণগণ!
ব্রহ্ম অংশে, ব্রাহ্মণ ঔরষে জন্ম লয়ে, তারক ব্রহ্ম নাম
ভুলে যাবি তোরা? কলুষ নাশিনী পতিতোদ্ধারিণী
মাতৃবক্ষে মল মুত্র নিষ্টিবন ত্যাগে কুণ্ঠিত না হবি?

যোজনেব পথে থাকি যে মায়ের নাম,
একবাব মুখে, হলে উচ্চারণ, শত জন্মের পাপ
দূব হয়ে যায়, হেন মায়েব নাম একবাব নাহি লবি মুখে ?
যে মায়ের বিন্দুমাত্র বারিপানে,
শত শত মহাব্যাধি দূব হয়ে যায়।
যে মায়ের স্পর্শমাত্রে, কোটী পুরুষ উদ্ধাব হযে যায়,
যে মায়েব জলে করিলে তর্পণ ;
তৃপ্ত হন সদা পিতৃ পুরুষগণ, যে মায়ের দরশন আশে,
দেবগণেব মর্ত্তে আগমণ। হেন মাকে উপেক্ষিয়া
বিজাতীব লৌহ যন্ত্রে আকর্ষিত জলপান ক'বি,
তৃপ্ত হবি তোবা ? ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাসবাকাবে।
ব্রহ্ম অংশে জন্ম লয়ে ব্রহ্মদত্ত দেবেব দুর্লভ
যজ্ঞোপবীত তোমাসবাকাবে ভার বোধ হবে ?
বিজাতীব তৃপ্তি হেতু বিজাতীয় বস্ত্র পবিধানে,
ভাব নাহি হবে ? আবে বে কলিব ব্রাহ্মণগণ।
তোসবাব শিরস্থিত ব্রাহ্মণ গৌবব শিকা ফোঁটা
আব সে ত্রিবলী, কবি পবিত্যাগ, বিজাতীয় শিরস্ত্রান
কবিবি পরিধান ? যে মুখেতে তোসবার, ব্রহ্মতেজ সদা বর্ত্তমান,
তোসবাব যে কণ্ঠেতে, ওঁকাব রূপিনী
বেদ মাতা গায়ত্রী, সদা অধিষ্ঠান, সেই মুখে
বিজাতীয় সৌগন্ধ মাখি, সুখী হবি তোরা ?
আবেবে অধর্ম্মচাবী কলির ব্রাহ্মণ !
কেমনে ভুলিবি তোরা নিজেব গৌরব ?
মহৌষধি রূপ তোসবার পদধুলি, নাম যার

হয় বিপ্রপদ ধূলি, পার্থী যাহা আশুদ্র চণ্ডাল,
হেন পদ ধুলি কেমনে কোন্ মুখে
বঞ্চিত করিবি তাদের? বেদ বিদ্! না পারি
বুঝিতে হেন অধর্ম্মচারী কলির ব্রাহ্মণ কেমনে পাইবে ত্রাণ?

ব্যাসদেব—তাপস প্রধান! মুক্তি পাবে তারা
গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামে। কলির আশুদ্র চণ্ডাল,
গঙ্গা পরশনে আর গোবিন্দ নামেতে, মুক্তি পাবে তারা।
মুনিসত্তম! অধিক কি বলিব তোমায়,
কলির মানব, জলে স্থলে, অন্তঃরীক্ষে থাকি,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি গঙ্গা, গোবিন্দ নাম
করয়ে স্মরণ, সেও সদ্য মুক্তি পাবে।
আজন্ম অধর্ম্মচারী হয় যদি কলির মানব,
শত শত মহাপাপে, হয় যদি পাপী,
সর্ব্ব ব্যাধির শ্রেষ্ঠ ব্যাধি, মহাব্যাধি যদি তাদের
করয়ে আশ্রয়, নাহি যদি পারে তারা উচ্চারিতে
গঙ্গা, গোবিন্দ নাম শেষের সে দিনে,
অবসন্ন ইন্দ্রিয়গণ অক্ষম যদি বা হয়,
করিতে স্মরণ ঐ দুই নাম;
সেই কালে কেহ যদি গঙ্গা মৃত্তিকায়, গোবিন্দ নাম
লিখে দেয় বক্ষঃস্থলে তার, সেও সদ্য মুক্তি পাবে।
মৃত্যু যদি হয় তার শ্মশানে মশানে,
গহণ কাননে, পর্ব্বত শিখরে, অথবা
সাগরের তলে, অপঘাতে আত্মঘাতে
নিহত হয় বা যদি; তাহাদের অস্থি, কোন কালে

ফেলে যদি আনি শৃগাল কুক্কুরে, পতিত পাবনীর পূত সলিলে;
তাহাতেও মুক্তি পাবে তারা।
তাই বলি কলের্ধন্য, কলের্ধন্য, কলের্ধন্য।
কলির অব্রাহ্মণ চণ্ডাল, তারাও ধন্য।

অষ্টাবক্র—জ্ঞানময়! তবে, বৃথা মোদের তপ জপ,
বৃথা মোদের আরাধনা। বৃথা মোদের শাস্ত্র আলোচনা;
তবে, বৃথা বেদবিধি, বৃথা বিধির বিধি,
বৃথা বিধাতার সৃষ্টি প্রকরণ। বুঝিতে নারিনু তবে,
জ্ঞানীগণে কি কারণে করে তবে শাস্ত্র প্রণয়ন?
শুনি তব মুখে কলির মাহাত্ম্য কথা,
ইচ্ছাকরে আত্মঘাতী হয়ে, কলির চণ্ডাল হোয়ে
জন্ম লই ভবে। বুঝিতে নারিনু কেন তবে
করিলেন বেদের বিভাগ? বেদ বিদ! কিবা
প্রয়োজন তবে বেদান্ত দর্শনে? জানিলাম গৌতম গোভিলাদি
মহাজ্ঞানীগণ ভ্রমে পূর্ণ সবে।

ব্যাসদেব—মহাত্মন! ভ্রমে পূর্ণ নহে জ্ঞানীগণ সবে,
চারি যুগেই মুক্তি পাবে মানব সকল।
সত্যযুগে সহস্র সহস্র বৎসর, করি কঠোর
কঠোর তপ, মুক্তি পাইয়াছে সবে।
ত্রেতাযুগে তপ্ জপে মুক্তি পাইয়াছে সবে।
দ্বাপরেতে তপ্ জপ্ আর শাস্ত্র আলোচনায়,
মুক্তি পাবে সবে। কিন্তু কলিকালে,
সদ্য মুক্তি পাবে, গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামেতে।
সত্য বটে, চারি যুগে মুক্তি পাবে সবে,

কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি নাহি পাবে তারা।
বিনা তপ্ জপ্ শাস্ত্র আলোচনা, জ্ঞানের না হয় সঞ্চার ;
বিনা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ, মহাজ্ঞানের
হয় না উদয়, বিনা মহাজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান নাহি হয় কভু,
বিনা ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বাণ মুক্তির নাহিক উপায়।
তাই বলি ভ্রমে পূর্ণ নহে, জ্ঞানীগণ সবে।

অষ্টাবক্র—ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব, ধন্য তোরা।
গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামে মুক্তি পাবি তোরা।
নাহি জানি কতদিনে মুক্তি পাবো মোরা।

ব্যাসদেব—মুনিপুঙ্গব! ভাবনার নাহি প্রয়োজন,
ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ সুমতি পিতৃশাঁপে
উপবর্হন নামে, বিষ্ণু অংশে গন্ধর্ব্ব যোনীতে জন্ম,
লইয়াছে এবে, হরিনাম বিলাইছে সে চারিদিকে।
চল মোরা যাই সবে, শুনিতার মুখে হরিনাম,
জীবন সফল করি মোরা।
হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং! (উভয়ের প্রস্থান)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

পুষ্কর তীর্থ—দেব সভা

ব্রহ্মাদি দেবগণ আসীন

(মেনকা ও রম্ভা অপ্সরা দ্বয়ের নৃত্য ও গীত)

রাগিণী গৌরী তাল আধ্বা।

(গীত)

অলিকুল গুঞ্জিত, পিককুল কুজিত,
ফুলদল শোভিত, প্রমোদিত মলজ সমীরে।
দেবগণ ইপ্সীত, দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত সুখেরি বসন্তে।
সমাগত দেবগণ, অরিকুল নিসূদন, এ হেন পুষ্করে।
প্রণমী সে দেবগণে, একমনে সযতনে,
তুষিয়া সে মরগণে, লভিব অতুল যশ এ সভা মাঝরে।

(উপবর্হন ও মালাবতীর প্রবেশ)

উপবর্হন—(হাস্য করনান্তর) অয়ি বারাঙ্গনে!
বিশৃঙ্খল বস্ত্রতব কর সংবরণ।

ব্রহ্মা—আরে রে অবোধ! এত স্পর্দ্ধা তোর?
পুত্র হয়ে পিতার সাক্ষাতে, মাতৃসমা
অপ্সরাগণে, কর পরিহাস? লজ্জা নাহি হলো
উচ্চারিতে লজ্জাস্কর কথা আমার সাক্ষাতে?
আরে রে পাপিষ্ঠ! মোর আজ্ঞা অবহেলা হেতু,

আমারি শাঁপেতে, জন্মিয়াছ এবে গন্ধর্ব্ব যোনীতে ;
পুনঃ শাঁপ দিব তোরে আমি। ওরে মূর্খ!
শূদ্র যোনীতে জন্ম হইবে রে তোর। আজি হতে
সপ্তম দিবসে, মৃত্যু তোর হবে। আজি হতে সপ্তদিন
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে রবে। অন্তঃরেতে
শুধুমাত্র চৈতন্য রহিবে।

উপবর্হন—(জোড়হস্তে) পিতা! পিতা! আবার, আবার
পিতৃশাঁপ? মালাবতী। মালাবতী! কৈ?
কৈ তুমি? ধর ধর ধর মোরে। না পারি দাঁড়াতে।
পিতৃশাঁপ, আবার পিতৃশাঁপ, রক্ষা নাহি মোর?
মালাবতী! নারিলে রাখিতে মোরে।
ধর, ধর, আমায় ধর (পতন ও মূর্চ্ছা)

মালাবতী—(জোড়হস্তে) হে লোকেশ! হে সুর শ্রেষ্ঠ!
কোন্ অপরাধে অভিশাঁপ করিলে প্রদান স্বামীরে আমার?
শাস্ত্রেতে শুনিচি নাম তব বিধি,
ওহে বিধি! এই কিহে বিধির বিধি?
দেবারাধ্য জগত পূজ্য শ্রীমুখ নিস্থত বেদেও তো
হেন বিধি শুনিনাই কভু। ধরামাঝে পতিসহ
পত্নির মিলন, চিরকাল বিধাতা নির্ব্বন্ধ বলি,
আছে প্রচলিত। হে বিধাতঃ! তুমি কি হও
সেই বিধাতা? তাই যদি হও দেব, তব নাম
অশুভ বিধাতা, শুভ ধাতা আছে অন্য জন!

ব্রহ্মা—আরে মূঢ়ে! দুর্ব্বিণীতে! ভয় নাহি হৃদে?
এত দর্প, এত অহঙ্কার? সমুচিত শাস্তি তুই পাইরি অচিরে।

মালাবতী—আরে ভ্রান্ত! জ্ঞানান্ধ! দেব কুল কলঙ্ক!
আত্ম হারা হয়ে আছ, দেবত্ব ব্রহ্মত্ব পেয়ে?
সতী শাঁপে ভয় নাহি কর? যে মায়ের
অনুগ্রহে ব্রহ্মত্ব পাইয়ে, এত কব অহঙ্কার,
যে মায়ের কটাক্ষেতে, তোমাসম কত শত
বিধি বিষ্ণু শিব নিমেষেতে সৃষ্টি স্থিতি, লয়
হয় বার বার। সে মায়ের দাসী আমি।
সতী দাসী নাম মোর। মায়েব চরণ স্মরি,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি বলি, যদি আমি এক দিনও
সতীপদ পূজে থাকি, ক্ষণেকের তরে যদি
স্বামীপদ পূজে থাকি, মোব বাক্য মিথ্যা
নাহি হবে। জগত মাঝারে তুমি অপূজ্য
রহিবে চিরকাল; তব কৃত দুরারাধ্য
দুর্জ্ঞেয় যে বেদ, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুখে হবে উচ্চারিত।
সামান্য জঠর জ্বালা নিবারণ আশে,
বিক্রয় করিবে অমূল্য বেদেব বিধি তব বংশধরগণ।
তব দত্ত দেবেব দুর্লভ যজ্ঞোপবীত,
বিক্রীত হইবে সদা হাটে মাঠে ঘাটে।
দেখি ব্রহ্মশাঁপ বড় কিম্বা সতী শাঁপ বড়।
(উপবর্হনকে স্কন্ধে লইয়া) জয় মা ভবানী, জয় মা শঙ্করী।
(প্রস্থান)

ব্রহ্মা—(স্বঃ) হীন্ হীন্ ব্রহ্মতেজ, হীন্ হীন্ ব্রহ্মশাঁপ
সতীতেজ, সতীশাঁপ কাছে। সতীর ক্রোধাগ্নি শিখা
ব্যাপী চারিদিক্, ধায় যেন ব্রহ্মপুরী

করিতে বিনাশ। সতীর নয়নাশ্রু উত্তাল তরঙ্গ সম
ধায় যেন ভাসাইতে ব্রহ্মপুরী মোর।
সতীর হৃদয় ভেদী ভীষণ নিশ্বাস, প্রবল ঝটিকা রূপে,
ধায় যেন উপাড়িতে ব্রহ্মলোক মোর।
সতীর সে ক্রোধ বিজড়িত কণ্ঠস্বর, অশনি নির্ঘোষে,
বাজিছে শ্রবণে আমার।
সতীর সে আরক্ত নয়ন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলি,
হয় অনুমান। এখন কি করি উপায়।
সতী শাঁপ মিথ্যা নাহি হবে। নারায়ণ!
সকলি তোমার খেলা! যাই আমি কৌশিক
নদীর তীরে। দেখিব নয়নে ব্রহ্মশাঁপের
কিবা পরিণাম। এবে যাও দেবগণ স্বকার্য্য সাধনে।

দেবগণ—জয় ব্রহ্ম সনাতন! (দেবগণের প্রস্থান)

ব্রহ্মা—দেখি ঈচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কিবা? (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কৌশিকী নদীর তীর)

(মালাবতী মুর্চ্ছিত স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া গীত গাইতে গাইতে আগমন)

গীত।

রাগিনী সাহানা তাল ধামার।

কোথা গো মা দাক্ষায়ণী, কোথা গো মা ভবানী,
কোথা গো মা শঙ্করী, কোথা গো মা ঈশানী।

কোরে মোরে আশীর্ব্বাদ, কেন মা সাধিলি বাদ,
ক্ষমা কর মা অপরাধ, ওগো ভবরাণী।
সিঁতের সীন্দুর দিয়ে মথায়, কঙ্কণ পরায়ে আমায়,
কেন মা ঠেলিলি পায়, কি দোষে গো জননী।
আমি যে মা তব দাসী, তব পদ ভালবাসি
পূজি মা গো দিবানিশি ক্ষমা কর মা ত্রিনয়ণী।

(স্বঃ) সপ্তম দিবস আজ, না জানি অদৃষ্টে,
কি আছে আমার, বিধবা হইব আমি আজিকার দিনে।
স্বামীধনে হারাইব জনমের তরে।
সতীব্রত উজ্জাপন হবে আজি, কৌশিকীর তীরে।
(উপবেশনান্তর স্বামীকে ক্রোড়ে ধারণ করত)
(প্রঃ) মা শঙ্করী! কি করিলি মা?
কি হবে মা? মাগো বিধবা করিবি মোরে?
জন্ম এস্ত্রী রবে বলে আশীর্ব্বাদ কোরেছো যে মা।
তোমার সীমন্ত সিন্দুর, আমার মাথায় দিয়েছো যে মা।
তোমার হাতের শাঁখা আমার হাতে দিয়েছো যে মা।
তব দত্ব সতীবাহী শুল এই যে মা রয়েছে মোর হাতে।
তবে কেন ঠেলিবি মা পায়? তবে কেন ভাসাবি মা জলে?
সতী নাম দিয়েছো যে মা? সতী বলে ডাক যে মা মোরে?
সতী হোয়ে কেমনে দিবি মা ব্যথা সতীর প্রাণেতে?

(গীত)

রাগিনী পাহাড়ী তাল আড়াঠেকা।

কঠিন পাষাণ হৃদয় কে আছেরে ভুবনে।

বিধবা করিয়ে মোয়ে, কেড়ে নেবে পতিধনে।
পূজি আমি সতীপদ, পূজি আমি পতিপদ,
আমার হবে এ বিপদ, স্বপনেও ভাবিনে।
পতি বিনে স্বর্গবাস, তাতে মোর নাহি আশ,
আমি চাই পতিপাশ, সেকিয়ে তা নাহি জানে।
পতিপদ মম ধন, পতি মম প্রাণ ধন
নাহি জানি অন্য ধন, শিবত্ব ব্রহ্মত্ব চাইনে॥

(মৃত্যু কন্যার প্রবেশ)

মালাবতী—কে মা তুমি? কি কারণে আসিয়াছ হেথা?
কিবা প্রয়োজন মোর কাছে?
মৃত্যু কন্যা—ধর্ম্মের কিঙ্করী আমি, নাম মোর মৃত্যু কন্যা,
যমপুরী বাস মোর, থাকি যমালয়ে, ধর্ম্মের আদেশে,
স্বকার্য্য সাধনে আসিয়াছি হেথা।
মালাবতী—মাগো! বড় ভয় হতেছে আমার,
নারিনু বুঝিতে কিবা কার্য্য তব?
মৃত্যুকন্যা—মা গো হইলে সে, জীবগণের পরমায়ু শেষ,
ধর্ম্মের আদেশে, আমি তারে করি মা আশ্রয়।
জানিনা মা, কেবা মোর মাতা পিতা,
কোন্ মহাপাপে এই কার্য্যে হইছি মা ব্রতী।
কেবা মোরে এই কার্য্যে করিল নিয়োগ।
জানিমাত্র, ছয় রিপু হয় মোর স্বামী।
কন্যা মোর জরা, ব্যাধিগণ পুত্র মোর।
অমর হইয়ে বাস, করে সদা এ মর জগতে।

জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু, তিন ভগ্নি মোরা,
পঞ্চভূত স্বামী হয় জেষ্ঠ্যার আমার।
আকর্ষন শক্তি হয় মধ্যমার স্বামী।
কন্যা পুত্রগণ মোর, থাকি জীবগণ হৃদে,
খেলা করে সদা জীবগণ লোয়ে।
বালকের মত খেলা সাঙ্গ হোলে,
ভগ্ন করে তারা জীবগণে পুত্তলিকা মত।
সেই কালে আমি পুনর্গঠন আশে,
আশ্রয় করি মা জীবগণে। এবে বিধাতা নির্ব্বন্ধে
ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হয় স্বামী তব।
সপ্তম দিবস আজ, আয়ু শেষ হবে তার আজিকার দিনে।
তাই মাগো আসিয়াছি করিতে আশ্রয় তারে।

মলাবতী—মাগো বুঝিনু সকলি, আয়ুশেষ হইয়াছে স্বামীর আমার ;
জন্মিলে সে জীব, নিশ্চয় মরণ তাব, জানি আমি তা।
জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কর্ম্ম ফল তার।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব তাতে।
কিন্তু বল, বল মাগো ! কোন্ মহা পাপে বিধবা হইব আমি ?
কোন্ কর্ম্মফলে বিধি, বৈধব্য লিখেছেন অদৃষ্টে আমার ?
উত্তর প্রদানে, স্পর্শ কর স্বামীধনে মোর।
নাহি যদি পার দেখাইতে কোন মহাপাপ্,
কেশাগ্র স্পর্শিতে নারিবে স্বামীরে আমার।

মৃত্যু কন্যা—মাগো ! সতী তুমি, সতী দেহে পাপ্ কভু
প্রবেশিতে নারে। সতী নারীর জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ্
এক জন্মে দূর হোয়ে যায়।

সতীনারী যেখানেতে সদা বাস করে, সেই সব্ স্থান
তীর্থ বলি হয় গননীয়। সাক্ষী তার কামাক্ষ্যাদি
তীর্থগণ সবে, সতী অংশ ধরিয়ে হৃদয়ে,
তীর্থ বলি হয় অভিহিত।
মাগো। আমি কোন্ ছার, নিজে ধর্ম্মরাজ,
সতী ছায়া স্পর্শিতে না পারে কভু।
মাগো! সৃষ্টি রক্ষা হেতু, আজ্ঞাদেহ মোরে,
স্পর্শিবারে স্বামী দেহ তব।

মালাবতী—নারী হোয়ে কেমনে বলিলে তুমি হেন কথা?
নারীর বেদনা ভাল জান তুমি।
স্বামী বিনা সতী নারীর কি আছে জগতে?
শুনিচি শাস্ত্রেতে, জন্ম জন্মার্জ্জিত
সাধনাব ফল, হয় পতিধন। সতী নারীর পতি হয়
জীবনেব ধন। পতি বিনা সতী নারীর বৃথাই জীবন।
সিদ্ধি মুক্তি হয় সতীব, পতির চরণ।
হেন পতি ধনে, কেমনে কোন্ প্রাণে স্পর্শিতে
দিব মা তোবে? স্বইচ্ছায় কোন্ সতীনারী
দেয় মাগো নিজ পতিধনে, হাতে তুলে তোসবার হাতে?

মৃত্যু কন্যা—মাগো! বিনা আজ্ঞা তব, সাধ্য নাহি মোব,
স্পর্শিতে সে স্বামী দেহ তব। (স্বঃ) নারায়ণ!
না পারি বুঝিতে, কোন্ মহাপাপে সতীনারী বিধবা হইবে?
ও হে ধর্ম্মবাজ! জীবগণের পাপ্ পুণ্যের বিচার,
কর তুমি সদা, বোলে দিন মোরে,
কোন্ মহাপাপে বিধবা করিব আমি সতী সাধ্বীজনে?

সতীর নিশ্বাসে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দগ্ধ হয়ে ছিলো।
সতীর শাঁপেতে রক্ষঃ কুলরাজ,
হয়ে ছিলো স্ববংশে নিধন। সতী স্বাধ্বী
তারার শাঁপেতে, যক্ষাগ্রস্থ হোয়ে, নিজে সে শশাঙ্ক,
রক্ষা পেয়েছিলো, স্থান পেয়ে শশাঙ্ক শেখর ভালে।
মহামুনি গৌতম পত্নী, সতী স্বাধ্বী অহল্যার শাঁপে ;
সহস্রাক্ষি হয়ে ছিলেন, নিজে শচী পতি।
(প্রঃ) মাগো! হেন সতী নাহি কি জগতে ?
পুত্র কন্যাগণ সনে ভস্ম করে মোরে ?
তা হলে জুড়ায় মোর হৃদয়ের জ্বালা।
সতীরে বিধবা মোরে, না করিতে হয় কভু।
সতী শ্রেষ্ঠা তুমি, চরণে ধরি মা তোর্,
এই মিনতি রাখো মোর, ভস্ম কর মোবে এই থানে।
ফিরে যেতে না হয় মোরে ধর্ম্মরাজ কাছে।

মালারতী—মৃত্যু কন্তে! কোন অপরাধ নাহি তব।
ধর্ম্মের কিঙ্করী তুমি, করিতে আদেশ পালন তাঁর,
আসিয়াছ হেথা। যাও ফিরে, বলো তব ধর্ম্মরাজে,
সতী আমি, কোন্ অপরাধে বিধবা হইব আমি ?
বিনা উত্তর প্রদানে, নারিবে স্পর্শিতে স্বামী ধনে মোর।

মৃত্যু কন্যা—যাই মাগো।

মালাবতী—প্রণাম হই মা চরণে। (প্রণাম করণ)

মৃত্যু কন্যা—অক্ষয় সিঁথের সিন্দূর, অক্ষয় রবে মা তোর্।

(প্রস্থান)

মালাবতী—(স্বঃ) বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল অতীত।

দিবা অবসানে স্বামীর জীবন মম, হবে অবসান।
(জোড় হস্তে) ত্রিনয়ণি ! কোরে আশীর্ব্বাদ,
বিধবা করিবি মোরে ?

(যমের প্রবেশ)

মালাবতী—কে তুমি ? দেখিয়া তোমারে বড় ভয় হতেছে আমার।
যম—(স্বঃ) কাঁপিছে হৃদয় মোর দিতে পরিচয়।
না জানি কি আছে অদৃষ্টে আমার।
(প্রঃ) সতী ! ধর্ম্মরাজ নাম মোর।
হই আমি কালের কিঙ্কর। মহাকাল নাম হয় যাঁর।
ত্রিভুবনে যম নামে হই অভিহিত।
মালাবতী—(জোড় হস্তে) কেন ধর্ম্মরাজ ?
কিবা প্রয়োজন তব আমার নিকটে ?
যম—সতী ! আজ দিবা অবসানে, তোমার স্বামীর আয়ু,
হবে অবসান। স্বল্পক্ষণ বাকী, আছে মাত্র তার।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু কালের আদেশে,
আসিয়াছি করিতে গ্রহণ তব স্বামীধনে।
সতী ! দেহ অনুমতি লইতে তব স্বামীর পরাণ।
কর পরিত্যাগ স্বামীরে তোমার।
মলাবতী—ধর্ম্মরাজ ! সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব,
করিতে গ্রহণ স্বামীরে আমার। কিন্তু বলে দিন মোরে,
কোন্ মহাপাপে, কোন্ অপরাধে, বিধবা হইব আমি ?
ধর্ম্মরাজ নাম তব, পাপ পুণ্যের বিচার ভার, আছে তব প্রতি।
বলুন আমারে, কোন্ বিচারে বিধবা হইব আমি ?

উত্তর প্রদানে করহ গ্রহণ, স্বামীর পরাণ মোর।
নাহি যদি পার দেখাইতে পাপ্ মোর,
তবে অগ্রসব না হইবে একপদ আর।
হও যদি অগ্রসর সতী শাঁপে রক্ষা নাহি পাবে।

যম—সতী দেহে পাপ্ কভু না হয় সম্ভব।
সতী দেহে পাপ্ কভু প্রবেশিতে নারে।
নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয় সতী দেহ।
সতী দেহ স্পর্শ করা, হয় বহুদূর, সতীছায়া
স্পর্শিবারেও না আছে ক্ষমতা।
সতীর ইপ্সীত ধনে, নাহি মোর কোন অধিকার।
মাগো! বিনা আজ্ঞা তব, নারিব স্পর্শিতে, স্বামীধনে তব।
আমি কোন্ ছার, নারিবে স্পর্শিতে বিধি বিষ্ণু শিবে।
স্বাধ্যে! আমি হই কালের কিঙ্কর। তাই কালের আদেশে,
স্বকার্য্য সাধনে, আসিয়াছি হেথা।

মলাবতী—নাহি জানি আমি, কেবা হয় কাল,
কেবা হয় মহাকাল, জানি মাত্র স্বামীর চরণ।
স্বামীর চরণ ধুলি যত্নে ধরি শিরে।
রে শমন! সধবার সীমন্ত সিন্দুর, সিন্দুর নহেক তাহা,
পতিপদ ধুলি জানিবে নিশ্চয়।
চাও যদি শ্রেয় তব, পদ মাত্র অগ্রসর না হইবে আর।
যাও ফিরে, বলো তবকাল মহাকালে,
আমি হই সতী দাসী।
জিজ্ঞাসিও তারে, কোন্ মহাপাপে বিধবা হইব আমি।

যম—সতী! সতী! ধন্য তুমি! পরাস্ত করিলে মোরে।

সতী ছাড়া হেন জন্ কে আছে জগতে
রক্ষা করে হস্ত হতে মোর, অন্য জনে ?
সতী ! এবে কিবা বর, চাহ মোর ঠাঁই।

মালাবতী—ধর্ম্মরাজ ! বর যদি দিবে মোরে,
তবে এই বব দাও, জগত মাঝারে,
যেবা সতী হবে, জীবন থাকিতে তার,
গ্রহণ না করিবে কভু, স্বামী ধনে তার।

যম—তথাস্তু। (স্বঃ) নারায়ণ ! সতীর নিকটে
পরাস্ত আজ কালের কিঙ্কর। হে বিধাতঃ !
বুঝি মিথ্যা হলো তব অদৃষ্ট লিখন।
বুঝি ব্যর্থ হলো তব ব্রহ্ম শাঁপ।
মৃত্যুঞ্জয় ! নারিনু পালিতে আদেশ তব।

(মহাকালের প্রবেশ)

মালাবতী—(জোড় হস্তে) রজতগিরি সন্নিভং জটাজুটধারী,
ফণীগণ বেষ্টিত হাড়মালা গলে, ভীষণ ত্রিশুল হস্তে কে আপনি ?

মহাকাল—মালাবতী ! মহাকাল আমি, জীবের সংহার কার্য্য,
হয় মোর সদা। বিধাতা নির্ব্বন্ধে কালচক্রে,
যার শেষ, হয় পরমায়ু, সৃষ্টি রক্ষা হেতু আমি মহাকাল,
অনন্ত কালের স্রোতে ভাসাই তাহারে।
আমারি আদেশে কাল, ধর্ম্মরাজ নাম ধরি,
মৃত্যু নামে পাঠায়ে কিঙ্করী, আনি নিজপুরে,
পাপ্ পুণ্যের করিয়া বিচার, দণ্ড দেয় তারে।
তাই বলি মালাবতী ! পূর্ণায়ু হইয়াছে স্বামীর তোমার,

স্বষ্টি রক্ষা হেতু অনুমতি দাও মালাবতী,
স্পর্শিতে সে স্বামী দেহ তব।

মালাবতী—ওহে মহাকাল! স্বষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব কার্য্যে তব।
কিন্তু বলুন্ আমারে, কোন্ মহা পাপে,
কোন্ বিচারে, বিধবা হইব আমি?
উত্তর প্রদানে স্পর্শ, কর স্বামী মোর।

মহাকাল—মালাবতী! সতী তুমি, সতীদেহে পাপ্ কভু
প্রবেশিতে নারে। সতী দেহ পুণ্যময় স্থান,
সতী ছায়া হয় তীর্থ স্থান। সতী বাক্য বেদের সমান।
সতী আজ্ঞা বিনা, কাহারো শকতি নাই
স্পর্শিতে তাব স্বামীধনে।
মালাবতী! রাখ অনুরোধ, আজ্ঞা দেহ মোরে,
স্পর্শিতে সে পতিধনে তব।

মালাবতী— ওহে মহাকাল! কেমনে ভুলাবে মোবে?
যে মায়ের অনুগ্রহে অমর হইয়ে, শিবত্ব পাইয়ে,
শিবলোকে কর বাস, সেই মায়ের দাসী আমি।
এবে সব্ ভুলে গিয়ে, ভোলানাথ হোয়ে,
আমারে ভুলাতে চাও শিবত্ব দেখায়ে?
ওহে মহাকাল জানি, জানি হে তোমায়,
ইহ জন্মে মা আমার, জন্মেছিলেন,
কৃষ্ণবর্ণা হোয়ে, আদরেতে গিরিজায়া,
কালী নাম দিয়ে ছিলেন তাঁর, তুমি সতীনাথ,
কৃষ্ণবর্ণ দেখে মাকে, ব্যঙ্গ করি ঠেকেছিলে দায়ে।
সতীশাপ ভয়ে, গৌর বর্ণা করি মাকে,

অর্দ্ধাঙ্গে স্থান দিয়েছিলে তুমি। *
জেনে শুনে পদাঘাত কেন কর ভুজঙ্গিনী শিরে মৃত্যুঞ্জয় ?
যাও ফিরে, যাহার আদেশে, আসিয়াছ হেথা,
বোলো সেই বিধাতারে, আমি হই সতীদাসী।

মহাকাল—মালাবতী! বিধাতা নির্ব্বন্ধ খণ্ডিতে কি চাও তুমি ?
ভয় নাহি কর মহাকালে ?

মলাবতী—কেবা সে বিধাতা? নাহি জানি তারে,
জানিমাত্র স্বামীর চরণ। আর জানি দাক্ষয়নী সতী।
মৃত্যুঞ্জয়! আমি নহি রতিপতি,
নাম যার হয় রে মদন। ভস্ম তুমি করিবে আমারে।
ওহে মহাকাল! আমি হই সতী।
কিসাধ্য তোমার, স্পর্শ কর স্বামীরে আমার।
সতীশাঁপে ভয় যদি থাকে, ফিরে যাও মৃত্যুঞ্জয়!
দেখিব নয়নে আজ, কত ধর তপোবল,
কত যোগ বল, কত তব সাধনার ফল।

মহাকাল—রে দাম্ভিকে! সতী বলে এত অহঙ্কার ?
সতী দাসী বলে এত দর্প তোর; ভয় নাহি কর মহাকালে ?
রে গর্ব্বিতে! যে সতীর তেজে তুই এত তেজস্বিনী,
সেই সতী কতবার হইয়াছে লয় আমার ক্রোড়েতে।
একদিন বিধি বিষ্ণু, আমার ক্রোড়েতে হইবেরে লয়।
আমি মৃত্যুঞ্জয় চিরকাল।
আমি সতীনাথ, বাড়ায়েছি সতীমান জগত মাঝারে ৮

---

* কালীকা পুরাণোক্ত।

যে সতীর দাসী তুই,
সেই সতী সদা পূজে চরণ আমার।
রে দর্পিতে! আজি হতে সতী আর না রাখিব ভবে।
আজি হতে সতী নাম না রহিবে ভবে।
মালাবতী—আরে মহাকাল! আরে মৃত্যুঞ্জয়!
এ নয় রে দক্ষযজ্ঞ, সতীযজ্ঞ নাম হয় এর।
নারিবে করিতে নষ্ট, সতীযজ্ঞ মোর।
ডাক তব বিধাতারে, ডাক তব নারায়ণে।
মহাকাল—যায় যাক্ রসাতলে জগত সংসার,
হয় হোক্ কক্ষচ্যুত চন্দ্রসূর্য্য তারা,
যায় যাক্ লোপ হোয়ে সতীনাম ত্রিভুবন হতে,
বাদি যদি হয় আজ দাক্ষায়নী সতী;
নারিবে রাখিতে সে মালাবতী সতী।
মলাবতী—ওরে মহাকাল! যে মায়ের কটাক্ষেতে হয়ে শক্তিমান,
দুর্জয় ত্রিপুরাসুরে করেছ বিনাশ, সে মায়ের দাসী আমি।
নাম মোর হয় সতী দাসী। ওরে মহাকাল!
(শুল উত্তোলন করিয়া) এই যে দেখিছ হস্তে ভীষণ ত্রিশুল,
সতী বাহী শুল এর নাম। সতী মাকে,
রাখি এই শুলে, ভ্রমে ছিলে ত্রিভুবনময়।
মৃত্যুকে জিনিয়া অমর হইয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধর তুমি,
এবে মায়ের প্রসাদে, তোমাকে জিনিয়া
মৃত্যুঞ্জয় জয়া নাম ধরি, রাখি তোমা এই শুলে,
ভ্রমি ত্রিভুবনময়, দেখাব জগত জনে,
এবে মৃত্যুঞ্জয়, নহে মৃত্যুঞ্জয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়া, তুই মৃত্যুঞ্জয় জয়া।

এতদিন সতী বাহী শুল, নাম ছিল এর,
এবে শিব বাহী শুল নাম হবে এর।
কিম্বা শব বাহী শুল, নাম দিব এর।

মহাকাল—(শুল পরিত্যাগ করনান্তর) সতী! সতী!
মৃত্যুঞ্জয় জয়ী তুমি আজ। (স্বঃ) হে ব্রহ্মণ!
বুঝি তব বাক্য মিথ্যা হলো এবে;
শত মন্বন্তর কাল, করি কঠোর কঠোর তপ্
পাইয়ে মহাজ্ঞান রূপ দুর্লভ রতন,
বুঝি হারাইব সে অমূল্য রতন, সতীশাপে আজ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

মালাবতী—কে তুমি হে কুমণ্ডল ধারী নবোদিত অরুণ বরণ?

ব্রহ্মা—স্বাধ্বে! সৃষ্টিকর্ত্তা আমি, নাম মোর হয় প্রজাপতি।
ব্রহ্মপুরে করিবাস। বিধাতা বলিয়া খ্যাত, এ মর্ত্ত ভূমেতে।
স্বর্গপুরে ব্রহ্মা নামে হই অভিহিত। হরির ইচ্ছায়,
সৃষ্টিরক্ষা হেতু জীবগণের কর্ম্ম ফলাফল,
লিখি আমি অদৃষ্টেতে তার।

মালাবতী—এবে কিবা প্রয়োজন মোর কাছে?

ব্রহ্মা—স্বাধ্বে! কর্ম্মফলে জীবন সংক্ষেপ স্বামীর তোমার।
স্বল্পক্ষণ বাকী মাত্র আছে তার।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু দেহ অনুমতি,
লইতে সে স্বামীরে তোমার।

মালাবতী—ব্রহ্মণ! বুঝিনু সকলি সৃষ্টিরক্ষা হেতু,
বাধা নাহি দিব তাতে। কিন্তু বলুন আমারে,
কোন্ কর্ম্মফলে কোন মহা পাপে,

বিধবা হইব আমি? উত্তর প্রদানে, যথা ইচ্ছা কর তব।

ব্রহ্মা—সাধ্বে! সতী দেহে পাপ কভু স্পর্শিতে না পারে।

সতী স্বাধ্বীর, তীর্থ দরশন, দেব দরশন, নাহি প্রয়োজন।

সর্ব্বতীর্থ হয় তার স্বামীর চরণ।

দেবগণ ইচ্ছা করে সদা সতী দরশন।

হেন সতী দেহে মহা পাপ্ কেমনে সম্ভবে?

হরির ইচ্ছায় জন্মিলে জীব, নিশ্চয় মরণ তার;

জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কর্ম্ম ফল তার।

মালাবতী—ব্রহ্মণ! কোন্ কর্ম্মফলে জীবন সংক্ষেপ স্বামীর আমার?

ব্রহ্মা—সাধ্বে! পূর্ব্ব জন্মে, আমার মানসপুত্র,

ছিল তব স্বামী। নারদ নামেতে খ্যাত,

ছিল স্বর্গ পুরে। বড় ভক্ত ছিল নারায়ণের,

পাইতে তাঁহারে, আজ্ঞা মোর অবহেলি,

দার পরিগ্রহ করে নাই সে। সে কারণে

মম শাঁপে, গন্ধর্ব্ব যোনীতে জন্ম লইয়াছে সে,

পুনঃ শাঁপ দিছি তারে পুষ্কর তীর্থেতে।

এবে দেহ অনুমতি লইতে সে স্বামীরে তোমার।

মলাবতী—ব্রহ্মণ! চিনিচি তোমারে, তুমি মোর

স্বামীঘাতী অশুভ বিধাতা।

লজ্জা নাহি তব, আসিতে হে আমার নিকটে?

ঘৃণা নাহি হয় মনে উচ্চারিতে হেন কথা?

ব্রহ্মতেজ দেখাতে চাও সতী স্বাধ্বী জনে?

ব্রহ্মত্ব দেখায়ে স্বকার্য্য স্বাধনে ইচ্ছা তব?

ব্রহ্মত্ব শিরত্ব মোর স্বামীর চরণ। যে মায়ের অনুগ্রহে,

ব্রহ্মত্ব পাইয়ে তব এত অহঙ্কার,
সেই মায়ের দাসী আমি। বিনা দাক্ষায়নী সতী,
নাহি জানি অন্যকারে। তোমা সম কত শত প্রজাপতি,
বাস করে সদা, চরণ নখরে, মায়ের আমার।
সাবধান! একপদ অগ্রসর না হইবে আর।
ফিরে যাও, বলো তব নারায়ণে, আমি হই সতী।

ব্রহ্মা—আরে দুর্বিনীতে। ব্রহ্মশাঁপে ভয় নাহি কর?
উপেক্ষিয়া মোরে, ব্যর্থ করিবারে চাও অদৃষ্ট লিখন?

মালাবতী—ব্রহ্মা কেবা? বিষ্ণু কেবা? শিব কেবা?
নাহি জানি কারে। জানিমাত্র স্বামীর চরণ,
আর দাক্ষায়নী সতী। তুমি তো সেই ব্রহ্মা,
নিজ কন্যা সন্ধ্যাসতী অভিলাষী হয়েছিলো যে?
মনে কি পড়ে না তব, সন্ধ্যাসতী শাঁপ?
তুমি ত সেই ব্রহ্মা? চড়ি হংস রথে বিমান পথেতে,
যাইতে সে নীলাচলে উপেক্ষা করিয়া,
না করি সে দরশন কামাক্ষ্যা মাতারে,
জলে মগ্ন ছিলে নাহে লোহিত নদেতে?
বিনা আরাধনা মায়ের আমার,
সক্ষম কি হয়ে ছিলো, উচ্চারিতে তোমা, শিব নারায়ণে। *

ব্রহ্মা—(জোড় হস্তে) স্বাধ্বে! ক্ষম অপরাধ,
না বুঝে করিছি আমি সতী অপমান।
(স্বঃ) নারায়ণ! ব্যর্থ বুঝি হলো ব্রহ্মশাঁপ,

---

* কালীকা পুরাণোক্ত।

সতীশাঁপ কাছে। ব্রহ্ম তেজ হীন তেজ, সতীতেজ কাছে।
নারায়ণ! তোমার ইচ্ছায় সৃজিয়াছি,
তিনবার জগত সংসার, সৃষ্টি রক্ষা হেতু,
সৃজিয়াছি চতুদশ মনু আর দিক্‌পালগণে,
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আজি পরাস্ত হলো সতীর নিকটে।
কল্প কল্পান্তর হতে, করিয়ে সে, ভীষণ তপ্,
পেয়েছিনু ক্ষমতা সে সৃষ্টি করিবারে ;
বুঝি বঞ্চিত হইব আজি,
সে ক্ষমতা হতে, সতীর শাঁপেতে।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে নারায়ণ)

নারায়ণ—(ভগ্নস্বরে) এ-খা-নে-এ-কি-সের গোল হচ্ছে ?
তো- ম্-রা-সব্ কা-রা ? কি-জন্য এ-খানে
সব্ গোল কচ্চো ? কি হয়েছে ?

ব্রহ্মা—দ্বিজ! আমি বিধাতা, ইনি মহাকাল, ইনি ধর্ম্মরাজ,
আর ইনি একজন সতীস্বাধ্বী।

ব্রাহ্মণ—আপনারা কি সকলেই দেবতা না কি ? সকলে জোট বেঁধে,
মর্ত্তে আসবার কারণ কি ? সকল কে দেখ্‌তে পাচ্চি,
নারায়ণকে দেখ্‌তে পাচ্চি না কেন ?
তিনি কোথায় ? তাঁকে সঙ্গে আনেন্ নি কেন ?
তিনি কি কিছুই খপর পান্ নাই নাকি ?

ব্রহ্মা—না তিনি এখনও এখানে আসেন নাই।

ব্রাহ্মণ—তবে কি তিনি আসবেন নাকি ? ভাল ভাল এখন তিনি কোথায় ?

ব্রহ্মা—এখন তিনি শ্বেতদ্বীপে।

ব্রাহ্মণ—তিনি এখনও এলেন্ না কেন ?

তিনি আস্‌বো বোলে এলেন না, তাঁর ত বড় অন্যায় ।
আচ্ছা আপনাদের এখানে কি আবশ্যক ?

ব্রহ্মা—ব্রহ্ম শাঁপে অভিশপ্ত স্বামী হয় এর, সপ্তম দিবস আজ,
আয়ু শেষ হবে তার, আজিকার দিনে ।
তাই আসিয়াছি মোরা, লইতে সে স্বামীধনে তার ।
মহা সাধ্বী হয় এই সতী । পরাস্ত আমরা সবে সতীর নিকটে ।
তাই মোরা সবে অপেক্ষায় আছি নারায়ণের ।

ব্রাহ্মণ—এই কথা, আমি সে মিমাংসা করিব এখনি ।
ভাল করে দেখ দেখি নারায়ণ কি, এসেছেন হেথা ?

ব্রহ্মা—(ধ্যানস্থ হইয়া) নারায়ণ ! নারায়ণ ! এই যে আপনি সম্মুখে আমার ।

মহাকাল—(ধ্যানস্থ হইয়া) নারায়ণ! বঞ্চনা করিলে কেন আমা সবা কারে !

(বেশ পরিবর্ত্তন করনান্তর সহসা—নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ—সতী ! নাম মোর হয় নারায়ণ । জগত সৃষ্টি আমার ইচ্ছায় ।
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয় । জীবের জীবন মরণ,
সকলি হয় আমার ইচ্ছায় । করি অনুরোধ, রাখ অনুরোধ,
দেহ অনুমতি লইতে সে স্বামীধনে তব ।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু আসিয়াছি মোরা ।

মালাবতী—(জোড় হস্তে) নারায়ণ ! সকলি বুঝিনু, তব আজ্ঞা
শিরধার্য্য মোর । জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কর্ম্মফল তার
জানি আমি । কর্ম্মফলে পরমায়ু শেষ স্বামীর আমার ।
না পারি বুঝিতে, কোন কর্ম্মফলে বিধবা হইব আমি ?
উত্তর প্রদানে করহ গ্রহণ স্বামীরে আমার ।
বাধা নাহি দিব তাতে ।

নারায়ণ—সতী ! পরম পবিত্র, হয় সতী দেহ, নিষ্কলঙ্ক হয় সতী দেহ ।

সতী দেহে পাপ্ কভু স্পর্শিতে না পাবে।
জীবনান্তে বৈকুণ্ঠেতে স্থান পায়, সতীগণ সবে।
সতী! পতি বিনিময়ে যেবা ইচ্ছা করবে প্রার্থনা।
চাহ যদি ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, অথবা গোলকে
করি বারে বাস, এখনি পাইবে তাহা।
চাহ যদি সিদ্ধ মুক্তি অথবা নির্ব্বাণ, এখনি দিব তা তোমাবে।
মালাবতী—নারায়ণ! শাস্ত্রেতে শুনেছি, তুমি ভগবান,
ওহে করুণা নিদান! এই কি হে তোমার বিধান?
হোয়ে তুমি জগতের পতি, ওহে অগতের গতি,
বিনিময়ে চাহ মোর পতি? কোথা কি শুনেছ হরি,
কোথা কি দেখেছ হরি, সতী নারীর পতি বিনিময়?
ওহে নিত্য নিরঞ্জন, পতিত পাবন, পেয়েছো কি কভু
পতি বিনিময় ধন রত্ন দিযে?, পেয়েছো কি কভূ
পতি বিনিময় ব্রহ্মত্ব শিবত্ব কিম্বা স্বর্গ রাজ্য দিয়ে।
ওহে নারায়ণ! কি ধন আছে বা তোমার, কি ধন
দিবে বা তুমি, পতি বিনিময়ে মোর। সতীর মহিমা,
সতীর গৌরব কিবা জান তুমি? জানিতে যদ্যপি সতীর গৌরব,
সতীর মহিমা, রাম অবতারে সাগর সৈকতে,
সতী সাধ্বী সীতা দেবী অগ্নিতে পরীক্ষা করি;
পাঠাতে না পুন বনবাস যখন সে পঞ্চমাস গর্ভবতী ছিলো।
দেখেছো কি কভু সতী নারী,
ছাড়ি পতিসহ বাস, ইচ্ছা করে ব্রহ্মপুরে শিবলোকে
অথবা গোলকে করিবারে বাস? তা যদি না শুনে থাক,
তবে হরি কোন সাহসে, সিদ্ধি মুক্তিব্রহ্মত্ব দেখায়ে,

ভুলাইতে কর তুমি আশ?
ও হে মায়াময়। জগতের জীব মাত্রেই মুগ্ধ সবে তোমার মায়ায়,
মায়া জালে বদ্ধ করি জগতের জীবে,
ভুলাও সকলে হরি কর্ত্তব্য পালনে। কিন্তু হরি নারিবে করিতে
মুগ্ধ, নারিবে করিতে বদ্ধ সতী স্বাধ্বীজনে তোমার মায়ায়।

নারায়ণ— ওই পুণ্যবতী সতী! হোয়ে তুমি জ্ঞানবতী,
এ কি কথা বল তুমি আজ? কোথা কি দেখেছ সতী,
কোথা কি শুনেচ সতী, মায়া শূন্য স্থান?
কোথা কি দেখেছ সতী, কোথা কি শুনেচ সতী,
মায়া শূন্য জীবগণ প্রাণ? জগত সৃজিত সতী
আমার মায়ায়, জগত পালিত হয় আমার মায়ায়,
এ জগত লয় হবে আমার মায়ায়।
অনু পরমানু হতে নিখিল জগত, সকলি জড়িত সতী,
আমার মায়ায়। ওই সতী জ্ঞানবতী!
আমারি মায়ায় তুমি হয়েছ সৃজিত, আমারি মায়ায় তুমি,
হয়েছ পালিত। আমারি মায়ায় তুমি, হইয়াছ সতী,
আমারি মায়ায় তুমি পাইয়াছ পতি।
আমারি মায়ায় বদ্ধ তোমরা দুজনে।
অধিক কি বলিব সতী, আমি বদ্ধ আমারি মায়ায়।
মনে করে দেখ সতী, কেবা তুমি? কেবা তব স্বামী?
কেন বা মিলন দোঁহে গণ্ডকীর জলে?
জেনো সতী সকলি আমার লীলা, সকলি আমার খেলা,
সকলি হয় আমার মায়ায়।

মালাবতী—নারায়ণ! আমার বৈধব্য যদি হয় তব লীলা, সতীকে

বঞ্চনাকরা হয় যদি খেলা, প্রাণভরে করহরি তবলীলা খেলা।
ইচ্ছা যদি হোয়ে থাকে, ওহে ইচ্ছাময়,
ভাসাতে সতীরে আজ দুখের পাথারে,
কাঁদাতে সতীরে আজ জনমের তরে,
কাঁদাও আমারে হরি, ভাসাও আমারে হরি,
যেবা ইচ্ছা আছে তব মনে।
জানিতাম আগে, ওহে নারায়ণ! হয় তব দয়াময় নাম,
এই কি তোমার দয়া? এই কি তোমারমায়া?
এই যদি হয় হরি তব দয়ামায়া,
কেন দয়ামায়া হরি, ভাসাও অনন্ত সাগরে।

নারায়ণ— সতী! লজ্জা নাহি দেহ মোরে আর।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু চাহিয়াছি স্বামীরে তোমার,
সৃষ্টি রক্ষা হেতু প্রার্থী তব স্বামীর পরাণ,
সৃষ্টি রক্ষা হেতু তব বৈধব্য বিধান।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু যাচি অনুমতি দান।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু সতী রাখ মোর মান।
সতী! করি অনুরোধ রাখ অনুরোধ
সৃষ্টি রক্ষা কর সতী, অনুমতি দানে।

মালাবতী—ওহে দয়াময়। ওহে ইচ্ছাময়।
সৃষ্টি রক্ষা হয় যদি স্বামীর জীবনে,
সৃষ্টি রক্ষা হয় যদি আমারে কাঁদালে,
সৃষ্টি রক্ষা হয় যদি আমারে ভাসালে,
কাঁদাও আমারে হরি, ভাসাও আমারে হরি,
লহ মোর স্বামী ধনে, বাধা নাহি দিব আর।

যথা ইচ্ছা কর নারায়ণ। তবে এই অনুরোধ,
রাখ হরি মোর, কেড়ে নাও আগে মোর সধবার সাজ!
তোমারি মায়ায় সৃষ্টি আমি মালাবতী,
তোমারি মায়ায় হরি হইয়াছি সতী,
আজ তোমারি মায়ায় হরি হারাইব পতি।
এখনও আমি যে হরি আছি সে সধবা, ক্ষণেকের পরে আমি হইব
বিধবা। আমার সীমন্তে সিন্দুর দিয়াছেন দাক্ষায়ণী সতী।
সে সিন্দুর নিজ হস্তে কেমনে পুঁছিব আমি নারায়ণ?
তাই বলি ওহে হরি, সীমন্ত সিন্দুর মোর,
নিজ হস্তে পুঁছে দাও তুমি।
খুলে নাও হাতের কঙ্কণ মোর তুমি হে ব্রহ্মণ।
ও হে শূলপাণী! শূলে করি খুলে দাও, আমার সে যতনের বেণী।
ওহে পিতবাস। পুরাও মনের আশ,
খুলে নিয়ে সধবার বাস, পরাও পরাও মোরে বিধবার বাস।
ওহে নারায়ণ। তোমার সাক্ষাতে, চক্ষের জলেতে,
ধুইব আজ চক্ষের কজ্জল আর অলক্ত রঞ্জন।

নারায়ণ—সতী! সতী! যাবো মোরা ফিরে, আসিবনা ফিরে,
চাহিনা আমরা, দুখের পাথারে ভাসাতে সতীরে।
সতী! সত্য বটে ধরি আমি দয়াময় নাম; কার্য্যেতে হইনু আমি
পাষাণ সমান। পাষাণে গঠিত সতী হৃদয় আমার।
দানবে দলিয়া সতী, ধরেছিনু দানবারী নাম,
দর্পিত জীবের দর্প, চূর্ণ করি ধরে ছিনু দর্পহারি নাম,
সতী! চূর্ণ হলো এবে মোর দর্প হারা নাম।

মালাবতী—ও হে নারায়ণ! কিকারণ বিরত হে খুলিতে মোরসধবার সাজ?

মন সাধ মিটাও হরি খুলি মোর সধবার সাজ।
সধবায় বিধবা করা নিত্য তব কাজ।
বড ভাল বাস তুমি বিধবার সাজ। তাই হরি,
পরাতে বাসনা মোরে বিধবার সাজ। সাজাও আমারে হরি
বিধবার সাজ। পরি তব হাতে হরি বিধবার সাজ,
সন্ন্যাসিনী সাজে বাহিরিব আজ
জিজ্ঞাসিবে যবে, জগত বাসী সবে, বলিব তাদের,
কর্ম্মফল না দেখায়ে মোরে, স্বার্থ সিদ্ধি হেতু,
কেড়ে নিয়ে মোর সধবার সাজ, বিধবা করেছে মোরে
বিধি বিষ্ণু শিবে। দেশ দেশান্তরে যে খানেতে যাব,
আশুদ্র চণ্ডাল কাছে ভিক্ষা মেগে খাবো,
বিধি বিষ্ণু শিব নাম মুখে নাহি লব।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে যাহারে পাবো
বলিব তাদের ভুলে যাও সবে, বিধি বিষ্ণু শিব নাম।
বিধি বিষ্ণু শিব হতে সতী নারীর এই পরিণাম।
দেখা যদি পাই কোথা শৃগালী কুকুরী,
কিম্বা শকুনি গৃধিনী, স্বামী সুখ আশে তারা
হয় পাগলিনী। নিবারিয়া সে সবারে,
বলিব তাদের, কেনরে বনের পশু,
কোন রে বনের পাখী স্বামী আকিঞ্চণ?
তোসবার স্বামী ধনে কেড়ে নেবে বিধি বিষ্ণু শিব এরা তিনজন।
বিধি বিষ্ণু শিব, এ দের ঘটেছে দুর্ম্মতি,
সবে সতী সতী বলে ডাক দাক্ষায়ণী সতী।

নারায়ণ—সতী। চাহিনা চাহিনা মোরা তব স্বামীধনে,

ভুলে যাবো মোরা সবে স্বকার্য্য সাধনে।
যুগে যুগে জন্ম লোয়ে, নানা অবতারে, করেছি বিবিধ লীলা,
জগত মাঝারে। কত শত সতীনারী,
সৃজিত হইয়ে সবে, আমারি মায়ায়,
হইয়াছে লয় সবে, আমারি মায়ায়,
নারিনু ভুলাতে তোমায় আমারি মায়ায়।

মালাবতী—মনে কেন কষ্ট পাও ওহে নারায়ণ,
মনে কেন খেদ থাকে নিত্য নিরঞ্জন। বিধবা সাজায়ে মোরে,
তুষ্ট যদি নাহি হও হরি, সীমন্তে সিন্দুর মোর থাকিতে হে হরি,
সুদর্শন চক্রে তব, দেহ হতে মুণ্ড মোর,
ফেল ছিন্ন করি। নিবারি সে মাধ্য বলে,
দেহ অনুমতি, ব্যাপিয়া অনন্ত কাল, ধুমকেতু সম
ঘুরিবে সে সতী মুণ্ড আকাশ পথেতে।
সতী তেজে সতী মুণ্ড উজলিয়া ধরা, বিদ্যুতের বেগে
ছুটিবে সে পবন পথেতে। আমার সে যতনের বেণী,
হবে পুচ্ছ তার। থাকে যদি সতী নারী চন্দ্র সূর্য্যালোকে,
বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অথবা মঙ্গলে, সতী মুণ্ডে সীমন্ত সিন্দুর,
দেখিয়া সকলে, সতী বলে জিজ্ঞাসা করে বা যদি,
সতী নারী সবে ; কোথা যাও সতী মুণ্ড, কোথা যাও ছুটে ?
বলিব তদের গুরু গম্ভীর আরাবে,
কর্ম্মফল ভাগ করি বিধবা করেছে মোরে বিধিবিষ্ণু শিবে।
তোমা সম স্বার্থপর বিধি বিষ্ণু শিব,
থাকে যদি তথা, থাকে যদি অধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ নামে ;
ছাড়ি নিজ কক্ষপথ যাব অন্য পথে। আমি যদি সতী হই,

থাকি শূন্য পথে, পবন গতিতে যাইতে যাইতে,
বলিব মুখেতে, ধরণির বিধি বিষ্ণু শিব, হয় পাপমতি ;
সতী সতী বলে সবে দক্ষায়ণী সতী।

নারায়ণ—সতী ! লজ্জা মোরে নাহি দেহ আর।
পরাস্ত সতীর কাছে, বিধি বিষ্ণু শিব।

রাগিনী ভৈরবী তাল একতালা

মালাবতী – কোথায় সতী মা আমার।
দেখা দাও দেখা দাও দেখা দাও একবার।
সব আশা ঘুচে গেল, জন্মের মত এইবার ॥
কোরে আমি তোরে পূজা, এই কি মা পাই সাজা
ওমা আমি যে মা তব দাসী, হই মা তোমার।
আমি বড় আশা করে, পূজা করি যেমা তোরে,
ডাকি সকাতরে, বিপদে আমারে কর মা নিস্তার।
(ওমা) কি হবে কি হবে, বিধি বিষ্ণু আর শিবে
পতি কেড়ে নিয়ে ভাসাবে আমারে দুখেরি পাথার ॥

(ভগবতীর নেপথ্যে গীত)

আয় আয় কোলে ওমা সতীরাণী।
ওমা কি ভয় কি ভয়, ওমা কারে কর ভয়
তোর্ নাহি আর ভয়, ওমা গন্ধর্ব্ব নন্দিনী ॥
পূজি মোরে তুমি সতী, পেয়েছো মন্মথ পতি
সতী দাসী তুমি সতী এস পতি সোহাগিনী ॥

(ভগবতীর খড়্গ হস্তে আবির্ভাব)

ভগবতী—মালাবতী ! মালাবতী ! এই যে এসেছি আমি।
নাহি আর ভয়, কারে কর ভয়, আমি যে মা তোরে দিয়েছি অভয়।

ত্রিভুবন মাঝে সাধ্য আছে কার, বিধবা করিবে তোরে।
আরে নারায়ণ! আরে মহাকাল! আরে প্রজাপতি!
ভুলে গেছ মোরে? ভয় নাহি কর করিতে বিধবা মালাবতী সতী?
নাহি জান কিরে মালাবতী সতী হয় মোর দাসী?
নাহি জান কিরে, সতী নারী আমি ভালবাসি?
নাহি জান কিরে তুই তোরায় তোম সবাকার প্রথম প্রণবে,
সৃজিয়াছি তোমা তিন জনে?
সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ পাইতে সে কণ মাত্র ক্ষমতা আমার,
ভুলে গেছ ব্রহ্মাবরূপিণী মায়ে? তুমি নারায়ণ!
তুমি প্রজাপতি! তুমি মহাকাল!
চেয়ে দেখ আমার সে নয়নের কোণে
তোর সম কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,
খেলে খেলা করে সদা আমার নয়নে। সৃষ্টি স্থিতি লয়
কত বার হয় দেখ সবে, আমার সে নয়ন কম্পনে।
মধু আর কৈটভে বধি তুমি নারায়ণ,
ভুলে গেছ জগত জননী মায়ে? বধিয়া সে ত্রিপুরাসুরে
তুমি মহাকাল, ভুলে গেছ সংহার কারিণী মায়ে?
সৃষ্টি কর তিনবার তুমি প্রজাপতি, ভুলে গেছ আদ্যাশক্তি মায়ে?
দেখি নারায়ণ! দেখি প্রজাপতি! দেখি মহাকাল!
কেমনে বিধবা কর মালাবতী সতী।

মালাবতী—(জোড় হস্তে) মা! মা! দাসী বলে মনে পড়েছে তোমার?
জন্ম এয়স্ত্রী বরে বলে আশীর্ব্বাদ করেছ যে মা,
তোমার সীমন্ত সিন্দুর, আমার সীমন্তে দিয়েছ যে মা;
মাগো! কোন অপরাধে বিধবা করিবি মোরে?

কোন কর্ম্মফলে বিধবা হইব আমি ?
আর, ইচ্ছা যদি হোয়ে থাকে, ওমা দাক্ষায়ণী সতী
বিধবা করিতে তব দাসী মালাবতী ;
সিঁতের সিন্দুর থাকিতে মাথায়,
তব খড়্গাঘাতে বিনাশিয়া মোরে,
ইচ্ছা পূর্ণ কর মাগো ওগো ইচ্ছাময়ী।
সতী রক্তে রঞ্জিত কর মা অসি, ওমা অসুর নাশিনী।
ওমা ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছা যদি ছিল মনে, আমারে কাঁদাবি,
ইচ্ছা যদি ছিল মনে আমারে ভাসাবি।
তবে আশীর্ব্বাদ করে মোরে, কেন মা ভুলালি ?
শুনিছি মা স্বামী মুখে, যত ভক্তজনে,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দেয় মাগো চরণেতে তোর।
আজি মোর জীবনের ধন, পতি প্রাণধন,
অঞ্জলি দিব মা চরণেতে তোর। ওমা সতী হয়ে,
কোন প্রাণে মা কেড়েনিবি সতী প্রাণধন ?
ওমা বড ভয় হতেছে আমার ; ঐ দেখ বিধি বিষ্ণু শিব,
সম্মুখে তোমার। কর্ম্মফল ভাগ করি কেড়েনিতে চায় মাগো,
তব দাসী ধন। ওমা সতীর সর্ব্বস্বধন গচ্ছিত রাখিব মাগো,
সতীর চরণে, দেখি মাগো কেমনে না ফিরে দাও সতীর সে ধন।

(উপবর্হণকে লইয়া ভগবতী চরণ প্রান্তে রক্ষা করণ)

(নারায়ণ, ব্রহ্মা, মহাকাল ও যমের স্তব)

বরদে ! বরদে মাগো ওগো বরদায়িনী।
শারদে ! শুভদে মাগো, ওগো শারদায়িনী।

তংহি সত্যা, তংহি নিত্যা, তংহি সনাতনি।
সগুণা নির্গুণা তংহি তংহি ব্রহ্ম স্বরূপণী।
তংহি আস্থা, তংহি আবাধ্যা, তংহি শক্তি স্বরূপিণা,
তংহি শক্তি, তংহি ভক্তি, তংহি বিশ্ব প্রসবিনী।
ক্ষমা কর মা ক্ষেমঙ্করা, চরণে প্রণমী,
সৃজন, পালন লয, সকলি মা তুমি॥

নারায়ণ মা। ব্রহ্মময়ী! না পারি বুঝিতে কেমনে মা সৃষ্টি রক্ষা হবে?

ভগবতী—নারায়ণ! কিবা প্রয়োজন সৃষ্টি রক্ষিবারে?
কিবা প্রয়োজন বিধি বিষ্ণু শিবে? যায় যাক মোর,
সৃষ্টি লোপ হোয়ে। সতীকে বিধবা করা সে বিধির বিধি,
যেবা নারায়ণ কাঁদায সতীরে, ভাসায় সতীরে দুখের পাথারে;
যেবা মহাকাল, ভাসায় সতীরে চিরদিন তরে,
অনন্ত কালের স্রোতে। কেন বিধি বিষ্ণু শিব না রাখিব ভবে;
সৃজি অন্য বিধি বিষ্ণু শিব, সৃষ্টি রক্ষা করিব আমার।

নারায়ণ—সকলি সম্ভবে মাতঃ তোমার ইচ্ছায, ইচ্ছাময়ী তুমি।
তোমারি ইচ্ছায মা সৃষ্টি করে বিধি। তোমারি ইচ্ছায আমি,
করি মা পালন। তোমারি ইচ্ছায় কাল, লয করে তার।
কেবা বিধি, কেবা বিষ্ণু কেবা হয় শিব?
তোমারি ইচ্ছায় মোরা কার্য্য করি সব।
যথা ইচ্ছা কর মাগো মোরা, হয় মা বিহিত।

ভগবতী—শুন নারায়ণ! শুন প্রজাপতি! শুন মহাকাল!
মালাবতী দাসী মোর বিধবা না হবে।
বিধবা হইলে সতী, সতী বাক্য মিথ্যা হবে ভবে।
মালাবতী সতী, হয় মোর দাসী, উপবর্হণ হয় মোর দাস।

বাখিতে সে মান, তোমা সবাকাব, এই মাত্র কবিবাবে পাবি,
যতক্ষণ উপবর্হণ মস্তকেতে, বহিবে সে চরণ আমাব,
ততক্ষণ মৃতববে সে।
আব চরণ স্পর্শিয়া মোব ববে মালাবতী,
সে কাবণে বিধবা না হবে মালাবতী।

নাবায়ণ, ব্রহ্মা, শিব—জয় ব্রহ্মময়ী! জয় ইচ্ছাময়ী! জয় মায়াময়ী।

ভগবতী—(উপবহণেব মস্তকোপবি চবণ ধাবণ কবণান্তব
মালাবতী। চবণ স্পশ কব এবে মোব।
জ্ঞানশূন্য ববে তুমি, যতক্ষণ তব স্বামী না হয় জীবিত।
জ্ঞানশূন্য হেতু বিধবা না হবে তুমি।

মালাবতী—(চবণ ধাবণ কবত) মা! পেয়েছি মা বড ভয়,
দেগোমা অভয়, আব কেন মা দেখাস ভয়।
দেগো ফিবে স্বামীধনে মোব।

ভগবতী—নাবায়ণ! করিস্পশ দাসেবে আমাব, কব চৈতন্য প্রদান।
তুমি প্রজাপতি! দিযে তব কুমণ্ডল বাবি,
জ্ঞানেব সঞ্চাব কব এইক্ষণে; তুমি মহাকাল!
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তব কব প্রাণদান।

নারায়ণ, ব্রহ্মা ও মহাকাল—(তদ্রুপ কবণান্তব) জয় ব্রহ্মময়ী!
জয় ইচ্ছামযী! জয় সতী মালাবতী।

উপর্বহণ—(মর্চ্ছা ভাঙ্গ) মালাবতী! মালাবতী! কৈ তুমি?
কোথা আমি? এঁরা সব কাবা?
কি কাবণে এসেছেন হেথা?

মালাবতী—প্রাণবল্লভ! হৃদয়েশ্বব! এই যে তোমাব মালাবতী।
মা কৌশিকীব তীবে, মোরা দুইজনে।

যাঁহার চরণ পূজি হইয়াছি সতী, যাহার চরণ পূজি,
তোমা হেন পাইয়াছি পতি।
সন্মুখে তোমার সেই দাক্ষায়ণী সতী মা আমার।
ঐ নব নীরদ বরণ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী হরি নারায়ণ।
ইনি প্রজাপতি, উনি মহাকাল।

উপবর্হণ—(জোড় হস্তে) নারায়ণ! আর কতদিন মায়াজালে বদ্ধ,
রাখিবে আমারে? আর কতদিনে শাপ মোর হবে হে মোচন?

নারায়ণ—সতী! সতী! ধন্য তুমি, ধন্য তব স্বামী,
হেন সতী নারী পতিব্রতা নারী। সতী! রাখিলে অতুল কীর্ত্তি
এই ধরামাঝে। সতীর মহিমা, সতীর গৌরব,
দেখাইলে জগত মাঝারে।
বিধিবিষ্ণু শিব, পরাজয় সতীর নিকটে
ব্রহ্মতেজ রুদ্রতেজ, বিষ্ণুতেজ হীন তেজ সতী তেজ কাছে।
সতী ধন্য! সতী ধন্য! সতী ধন্য! জগত মাঝারে।

ব্রহ্মা—সাধ্বি! ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য তুমি,
অখণ্ড বিধির লিপি খণ্ডিলে সে আজ
অমোঘ সে ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হলো এবে।

মহাকাল—সতী! পরাভব রুদ্রতেজ, সতীতেজ কাছে।
সতীর মাহাত্ম্য তুমি দেখালে জগতে। রাখিলে অতুল কীর্ত্তি,
ত্রিভুবন মাঝে। পরাজয়ী মহাকালে,
আর্জিলে বিপুল যশ চিরকাল তরে।
সতী ধন্য! সতী ধন্য! সতী ধন্য! এ মহীমণ্ডলে।

যম—সতী! কালের কিঙ্কর আজ পরাভব সতীর নিকটে।
সতীর আদর্শ তুমি সতীগণ মাঝে, ভুলায়ে সে বিধি, বিষ্ণু শিবে,

বাচালে স্বামীর প্রাণ, সতীত্ব সৌরভে তব, ব্যাপ্ত চরাচর।
জানিলাম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হয় সতী তেজ।
সতীধন্য! সতীধন্য! সতীধন্য। হয় ত্রিভুবনে।

ভগবতী—মালাবতী। এবে আর কিবা, চাহ মোর ঠাঁই?
বড ভালবাসা তোমা, তাই আসিয়াছি এ মর্ত্ত ভূমেতে,
রক্ষিতে সে স্বামীধনে তব।

মালাবতী—(প্রণাম করণান্তর জোড়হস্তে) মা!
এই আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন থাকিতে সে তা ...
হাতের কঙ্কন, আর সীমন্ত সিন্দুর, স্থান যেন পাই
ঐ চরণেতে তোর। জন্মে জন্মে পাইযেন হেন স্বামীধন;
জন্মে জন্মে দাসী যেন হইমা তোমার, জন্মে জন্মে
পাই যেন পূজিতে চরণ।

ভগবতী—(মালাবতীর মস্তকেতে হস্ত রাখিয়া) মালাবতী।
আশীর্ব্বাদ করি, মোর বরে জন্মে জন্মে, জন্ম এয়ো রবে তুমি।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তব। এবে সংসারী হইয়ে,
স্বামীধনে লোয়ে, সংসারের সুখভোগ করমা এখন।
তোমা যবে ইচ্ছা হবে, জানাইবে মোরে, আমি নিজে আসি,
লয়ে যাব তোরে কৈলাসে আমার।
মালাবতী! এবে কর মা সংসার, ভয় কি তোমার?
তুমি যে মা দাসী হও মা আমার। অভয় দিয়েছি তোরে,
ধরি নাম আমি যে অভয়া। মালাবতী!
বিপদে পড়মা যদি, তুমি কোন কালে, নয়ন—মুদিলে,
দেখিবে আমারে; স্বামীর চরণ ধুলি, যত্নে লবে শিরে।
কখন যাবেনা ভুলে, পূজিতে সে স্বামীর চরণ।

তব বংশে দরিদ্রতা নাহি রবে কভু।

আমি, অন্নপূর্ণা হোয়ে, অন্নপূর্ণা নামে, তব ঘরে বাধাবব সদা।

[illegible] বড় ইচ্ছা মোর, করি সমর্পণ স্বামী হাতে তোরে।

([illegible] মালাবতীকে উপবর্হণ হস্তে সমর্পণ করণান্তর)

[illegible] প্রাণ, সুখে থাক সদা।

[illegible] দেখা পাবে পুনঃ।

[illegible] নারায়ণ। [illegible] প্রজাপতি। তুমি মহাকাল, তোমরাও

[illegible] আশীর্বাদ, মালাবতী দাসীরে আমার। (অন্তর্ধান)

([illegible] মস্তকে হস্ত রাখিয়া) সতী।

[illegible] আশীর্বাদ সতীশ্রেষ্ঠা রবে চিরকাল।

[illegible] তারা তবে বৈকুণ্ঠেতে সতীধাম করিয়া নির্মাণ,

[illegible] লিখে দিব তোরণ উপরে সতীধাম বলে।

[illegible] তবা সকল উড়িবে সে সতীধাম চুড়ে।

[illegible] সতীনাম খোদাইবে সোপান প্রস্তরে।

সুর পূজ্য মন্দাকিনী বেষ্টিয়া সে সতীধাম,

প্রবাহিত রবে, সদা সেইখানে। সতী। আজি হতে

জগতী মাঝারে শুভকার্য্য না হবে সাধিত, বিনা এয়োসতী।

মালাবতী—(প্রণাম করণ)

ব্রহ্ম—(মালাবতীর মস্তকেতে হস্ত রাখিয়া) সতী।

লক্ষাধিক পরমায়ু আছে বাকী স্বামীর তোমার।

করি আশীর্বাদ, অভিন্ন হৃদয়ে, তোমরা উভয়ে

সদা সুখে করহ সংসার।

মালাবতী—(প্রণাম করণ)

মহাকাল—(মালাবতীর মস্তকেতে হস্ত রাখিয়া)

সতী! আমি মহাকাল হই মৃত্যুঞ্জয়, তুমি মৃত্যুঞ্জয় জয়ী
হইয়াছ আজ। করি আশীর্ব্বাদ পুরাও মনের সাধ
স্বামীধনে লোয়ে। আজি হতে তব বংশে অপুত্রক
নাহি রবে কেহ। আজি হতে এ ধবা মাঝারে,
যেবা সতী হবে, বিধবা না হবে কভু সে।
সধবা থাকিতে সতী, সজ্ঞানে যাইবে সে শিবলোকে মোর।
আজি হতে সতী বাক্য মিথ্যা নাহি হবে।
আজি হতে সতী নাম যেবা মুখে লবে, পতীসং 'শবলোকে,
যাবে সেই সতী। আজি হতে যেবা পতি,
সতীনারির প্রাণে দিবে ব্যথা, যেবা পতি,
করিবে সে সতী অপমান, সতী অবহেলা,
রৌরব নবকে তাব হইবেবে স্থান।

মালাবতীর—(প্রণাম করণ)

যম—সতী! কালের কিঙ্কর আমি, ক্ষম অপবাধ মম।
না বুঝে করিছি আমি সতী অপমান।
(মালাবতীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া) আমি ধর্ম্মরাজ,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি, আশীর্ব্বাদ করি, আমা হতে তব বংশে,
ব্যথা কেহ নাহি পাবে আর।
সতী! কালের কিঙ্করে জয়ী, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিলে ভুবনে।

নারায়ণ—উপবহণ! পরজন্মে শাঁপ বিমোচন হইবে তোমার।
এবে তোমার কারণে,
জনক জননী তব ভাসে অশ্রুনীরে।
গন্ধর্ব্বরাজ পুরবাসীসহ আসিতেছে লইতে তোমারে।
জনক জননী সবে কাঁদাইও না আর।

মালাবতী সনে যাও ঘরে ফিরে।
চল দেবগণ, চল সবে যাই মোরা স্বকার্য্য সাধনে।

(উপর্বহণ ও মালাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

উপর্বহণ—মালাবতী! সতী তুমি, সতী তুমি, সতী তুমি।
মালাবতী! এস এস হৃদয়ে আমার, দাও, দাও
মোরে আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন করণান্তর)
জন্ম জন্মান্তর হতে সাধনা করিয়ে, পাইয়াছি তোমা হেন ধনে।
বড় ভাগ্যবান আমি। ভাগ্য বলে পাইয়াছি
তোমা হেন সতী। মালাবতী। নাহি জানি,
আমা তরে কত কষ্ট পাইয়াছ তুমি। নাহি জানি,
আমাতবে কত জল পড়িয়াছে নয়নেতে তব।
নাহি জানি আমাতরে দেবগণের কতবার ধরেছ চরণে।
মালাবতী। নাহি জানি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে কেমনে ভুলালে তুমি?
না হি জানি কালের কিঙ্করে কেমনে ফিরালে?
মালাবতী। সতীপদ পূজে সতীশ্রেষ্ঠা হোয়ে,
আমারে বাঁচায়ে, সতী ব্রত উদ্যাপিলে কৌশীকির তীরে।
হৃদয়েশ্বরী। ঐ দেখ তব রূপের ছটায়, মলিন হতেছে ভানু
গগণের গায়। মালাবতী! বোলে দাও মোরে,
কি বোলে আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়। সতী!
পেয়েছ সকলি, আছে মাত্র বাকী সতী নারীর
আদরের ধন, স্বামী পদধূলি। দিয়ে পদধূলি সাজায় তোমার।
মালাবতী—(চরণধুলি গ্রহণান্তর) নাথ। হৃদয় বল্লভ! জীবিতেশ্বর!
ঐ চেয়ে কি ধন আছে জগতে আমার! প্রাণেশ্বর!

তব আশীর্ব্বাদে সকলি পেয়েছি—তোমা পেয়ে সকলি ভুলিছি।
নাথ। যদি আশীর্ব্বাদ করিবে আমায়,
এই আশীর্ব্বাদ কর হে আমায়,
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন পতি।
জন্মে জন্মে পূজি যেন দাক্ষায়ণী সতী।
জন্মে জন্মে পতি পদ পূজে, হই যেন সতী।

উপবর্হণ—মালাবতী! প্রাণ কাঁদে আজ হেরিতে সে জনক জননী মোর।
কি জানি কোথায়, না জানি কোথায়,
যেন বা হেথায়, কিছুই না পারি বুঝিতে।

মালাবতী—নাথ। শুনা যায় দূরে হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বুঝি আসে তব মাতা পিতা লইতে তোমারে।

(পুরবাসিগণ সনে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গন্ধর্ব্বরাজের আগমন)
উপবর্হণ ও মালাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

যবনিকা পতন।